সবে মিলি করি কাজ

[নাটক]

শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র চট্টরাজ
[Correspondence clerk nanoor Development
Block. Birbhum

কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক—
এম, এল, চক্রবর্ত্তী
১৬, সুকিয়া ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ সাল।

প্রচ্ছদপট— মৃণাল চক্রবর্ত্তী

মুদ্রাকর
শ্রীগৌরহরি দাস
তারকনাথ প্রেস
২নং শিবদাস ভাদুড়ী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

ভূমিকা

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র গঠন করিতে হইলে সমাজ শিক্ষা ও সমবায়ের আবশ্যকতা অপরিহার্য।

পল্লীর যুব সম্প্রদায়কে অগ্রণী হইয়া পল্লী পুনর্গঠন এবং পল্লী সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে; মহিলা মহলেও সাড়া জাগাইতে হইবে, কারণ বর্তমানে দেশের সামগ্রিক উন্নতি করিতে হইলে মহিলাদের সক্রিয় সহযোগিতা চাই।

সমবায়, সমাজ শিক্ষা, গ্রামোন্নয়নে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা, এই তিনটি বিষয় অবলম্বনে "সবে মিলি করি কাজ" নাটকটি রচিত। পল্লীর বর্তমান সমস্যা এবং তাহা সমাধানের পন্থা সংলাপ মাধ্যমে বোঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কতখানি সফল হইয়াছি তাহা বিচারের ভার জনসাধারণের উপর।

কাটোয়া কেন্দ্রিয় শিল্প সমবার সমিতির কর্মীবৃন্দ গত ৬-১০-৬১ ঘোষ হাটস্থিত সমিতির প্রাঙ্গনে এই নাটকটির খসড়া পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে অভিনয় করেন। অভিনয় দেখিয়া প্রয়োজন বোধে স্থানে স্থানে পরিবর্তন ও পরিবর্জন করিয়াছি। নাটক হিসাবে কতখানি সাফল্যলাভ করিবে তাহা আমার পক্ষে বলা কঠিন, তবে সংলাপ মাধ্যকে পল্লীর সমস্যা ও তাহা সমাধানের পন্থা জনসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টার কোন ত্রুট করি নাই, ইতি—

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র চট্টরাজ

চরিত্র

পুরুষ

ধনঞ্জয় চৌধুরী—প্রবীণ প্রাক্তন জমিদার ও মহাজন

বিপিন —প্রবীণ সূতার ব্যবসায়ী

সতীশ—প্রবীণ ব্রাহ্মণ

ব্রজেন— } যুব কর্মী
হরেন—
গোপাল—

কেনারাম চক্রবর্তী—ধনঞ্জয়ের মুহুরী

পরেশ— } জনৈক তাঁতি
কুড়োরাম

নীলমণি—জনৈক চাষী

ডাক্তার, চাষী, সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের সভ্য ইত্যাদি

স্ত্রী

মাধবী—শিক্ষিতা তাঁতির মেয়ে—পরেশের সম্বন্ধীয় বোন

আদর—ধনঞ্জয় চৌধুরীর সম্বন্ধীয় ভাইঝি

বন্দনা—ধনঞ্জয় চৌধুরীর কন্যা

শিখা—জনৈকা সভ্যার কন্যা।

সবে মিলি করি কাজ

[নাটক]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পর্দা ওঠার সময় দেখা যায় :—

গ্রামের মধ্যস্থিত আটচালায় সমাজশিক্ষা কেন্দ্র বসিয়াছে। হরেণ চক্রবর্তী
২৫।২৬ বৎসর বয়স্ক যুবক রামায়ণ পাঠ করিতে বসিয়াছে তিনজন
বয়স্ক চাষী রামায়ণ শুনিবার জন্য উন্মুখ হরেণের পাশে বসিয়া
আছে গোপাল মোড়ল একজন অর্ধ শিক্ষিত চাষী যুবক।

হরেণ। আজ কি পড়া হবে মনে আছে ?

গোপাল। সীতার বিয়ে।

হরেণ। তা হ'লে মন দিয়ে শোন, আরম্ভ করছি।

[সুর করিয়া পড়ে] **"গলে বস্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন।**
তব পুত্র কন্যা দিনু লইনু শরণ॥
দুই রাজা উঠি তবে কৈল সম্ভাষণ।
কন্যা আন আন বলে যত বন্ধুগণ॥
হেন বেশ ভূষণ পরায় সখীগণ।
যাহাতে মোহিত হয় শ্রীরামের মন॥
সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী।
তোলা জলে স্নান করাইল চন্দ্র মুখী॥

চিরুণীতে কেশ আঁচড়িয়া সখীগণ।
চুল বাঁধি পরাইল অঙ্গে আভরণ॥
কপালে তিলক আর নির্ম্মল সিন্দুর।
বাল সূর্য্য সমতেজ দেখিতে প্রচুর॥
নাকেতে বেশর দিল মুক্তা সহকারে।
গলায় তাহার দিল হার ঝিলিমিলি॥
বুকে পরাইয়া দিল সোনার কাঁচলি॥

[গোপাল রামায়ণ পাঠে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করে]

গোপাল। আচ্ছা হরেণ দা, আমাদের বাপুজী তো রাম রাজত্বের স্বপ্ন দেখেছিলেন?

হরেণ। হ্যাঁ, তা হ'লো কি?

গোপাল। এত রাজা থাকতে রাম রাজত্বকে তাঁর এতো ভালো লাগলো কেন?

হরেণ। একটা কথার মত কথা জিজ্ঞাসা করেছো গোপাল, সত্যিই কথাটা চিন্তা করে দেখবার মতো কথা; এতো রাজা থাকতে রাম রাজত্বকে তাঁর এতো ভালো লাগলো কেন, এই তো?

গোপাল। হ্যাঁ হরেণ দা। সত্যি বলছি, আমি কিন্তু কিছুতেই এই কথাটা বুঝে উঠ্‌তে পারি নে।

হরেণ। শোন তা হ'লে, বলি,—ভারতে তিনি রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তার কারণ রামচন্দ্র প্রজাদের সন্তোষ করবার জন্য মা জননীকে পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হন্ নি। তখনকার দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হয়েও তিনি গুহক চণ্ডালের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তার সঙ্গে কোলাকুলি পর্যন্ত করেছিলেন। তাই বাপুজীর উদ্দেশ্য ছিল—ভারতে এমন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে প্রজার

সুখ, শান্তি এবং স্বার্থ দেখাই হবে শাসন কর্তাদের একমাত্র লক্ষ্য। যেখানে সব মানুষেই মানুষের অধিকার নিয়ে বাস করবে; কেউ কাউকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করবে না।

গোপাল। এতক্ষণে বিষয়টা পরিষ্কার হ'লো।

হরেণ। [একজন বয়স্ককে] কাল যে শ্লোকটা বলেছিলাম মনে আছে?

১ম বয়স্ক। ওই সংস্কৃত শ্লোক কি আর একদিন শুনে মনে রাখতে পারা যায়, তিন চার দিন রপ্ত করলে মনে থাকবে।

[হরেণ দ্বিতীয় বয়স্কের মুখের দিকে তাকাইলে]

২য়। জননী জন্মভূমি···জননী···তারপর; তারপর; কি যেন··· জননী···জন্মভুমি।

হরেণ। তোমাদের কারও মনে নাই তা বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আজও আমি বলে দিচ্ছি

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী।

আচ্ছা এর মানে মনে আছে তো?

৩য়। সাদা কথায় বলতে পারি।

হরেণ। সাদা কথায়?

৩য়। হ্যাঁ সাদা কথায় মানে সরল ক'রে।

হরেণ। আচ্ছা তাই ব'লো।

৩য়। গাঁ আর মা সমান।

হরেণ। তাও ভুল হ'লো।

৩য়। ভুল হ'লো?

হরেণ। হ্যাঁ, তোমার সাদা কথায় গাঁ ও মা স্বর্গ থেকে বড়।

৩য়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারই ভুল হচ্ছিল—আধখানা শ্লোকের মানেই তো বলা হয় নাই।

হরেণ। সে দিন আর কি ব'লেছিলাম মনে আছে ?

১ম। আমি কিন্তু বলতে পারি।

হরেণ। ঠিক আছে, তুমিই ব'লো।

১ম। শুধু নিজের সুখ সুবিধা দেখলেই আজ চলবেনা। গাঁয়ের সবাই যাতে ভালো করে বাস করতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে। শুধু তাই নয়, গাঁয়ের লোকের সুখ শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য সবাইকে খাটতে হবে। মনে আছে ?

হরেণ। ভোলনি দেখছি। আচ্ছা আজ আমাদের অনাদিকে দেখছিনা কেন ?

২য়। বলতে ভুলে গেছি, অনাদির আজ সকাল থেকে জ্বর, বুকে বেদনা, সহরে ডাক্তার আন্‌তে লোক গিয়েছে। সকাল থেকে বেহুস হয়ে পড়ে আছে।

হরেণ। তাই নাকি ?

৩য়। হ্যাঁ হরেণ দা, আমি ও তাই শুনেছি।

হরেণ। তা হ'লে তো আমাদের ওর বাড়ী গিয়ে খোঁজ খবর নেওয়া উচিত, অবশ্য আরও আগে যাওয়াই উচিত ছিল কিন্তু আমি তো ওর অসুখের কথা জানতে পারি নাই। হ্যাঁ, এখন রামায়ণ পাঠ বন্ধ থাক্। চলো, আগে ওর বাড়ী থেকে ঘুরেই আসি।

গোপাল। কেন্দ্র বন্ধ করে দেব।

হরেণ। বন্ধ করতে হবে না, খোলাই থাক। যাবো আর দেখে আসবো, কতক্ষণই বা লাগবে। চল আর দেরী করে কাজ নাই।

[সকলে উঠিয়া চলিয়া যায় বিপরীত দিক হইতে ধনঞ্জয় চৌধুরী ও সতীশ মুখুজ্যে প্রবেশ করে]

সতীশ। [ধনঞ্জয় কে] কেমন, আমার কথা ঠিক কিনা? আমি বলিনি, গাঁয়ে আর বাস করা চলবে না ?

ধনঞ্জয়। কেন? কি এমন হ'লো যে গাঁয়ে আর বাস করা চলবে না ?

সতীশ। বলি গাঁয়ে বাস করে জাতধর্মতো আর খোয়াতে পারি না? আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে আজ নিজের চোখেই ছাখো। [নীচে জলচৌকীর উপর রাখা রামায়ণখানা তুলিয়া লইয়া] এই দেখ রামায়ণ, আজ হাড়ি, বাগ্দী, ডোম সবাই মিলে ধর্ম যে রসাতলে দিতে বসেছে, আমার কথাই ধরো, বয়েস প্রায় পঞ্চাশ হবে, এখনও পর্যন্ত চান না করে গ্রন্থ স্পর্শ করি না। আর আজ? পঞ্চা বাগ্দীর ব্যাটাও গীতা আওড়ায়। ছিঃ ছিঃ কালে কালে হ'লো কি! এমন ঘেন্নার কথা শোনতে দূরের কথা কল্পনাও করা যায় না, আর আজ তাই চোখে দেখতে হচ্ছে। এখন তো নিজের চোখে দেখলে, এর পরও কি চুপ করে থাকবে?

ধনঞ্জয়। [গম্ভীর ভাবে] অত অধৈর্য হ'লে চলে না, বুঝলে? কথায় আছে না, সবুরে মেওয়া ফলে। যা করতে হবে ভেবে চিন্তে করতে হবে।

সতীশ। অধৈর্য্য হবো না? তুমি বলচো কি চৌধুরী? তুমি ওদের কীর্তি কলাপ জানো না বলেই ওকথা বলতে পারচো, জানলে আমার মত তোমারও মাথা খারাপ হয়ে যেতো, তখন আর তোমাকে এমন করে বোঝাবার দরকার হ'তো না।

ধনঞ্জয়। হাড়ী, বাগ্দী, সৎগোপ, বামুন, সবাই মিলে একটা কেন্দ্র

করেছে। এই কেন্দ্র বন্ধ করে দিলেই তো সব ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। তার জন্য অতো ভাবনা কিসের ?

সতীশ। শুধু এই সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রই তো সব নয় আরও আছে।

ধনঞ্জয়। আবার কি আছে ?

সতীশ। ছোঁড়ারা মুখে বলছে সমাজ শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছি, আর আসলে গোটা গাঁ খানা চ'ষে বেড়াচ্ছে। আজ আর আমার পুকুরে আমার অধিকার নাই, এই হচ্ছে গাঁয়ের অবস্থা।

ধনঞ্জয়। তার মানে ?

সতীশ। তার মানে যার তার পুকুরে নামচে আর বলছে পুকুর পরিষ্কার করবো। সেদিন আমার গ'ড়েতে নামতে এসেছিল, আমি বারণ করে দিলাম।

ধনঞ্জয়। তাই নাকি, তা কি বলে ওদের ঘুরিয়ে দিলে ?

সতীশ। বললাম—পুকুরে পোণা ফেলা আছে। পুকুর পরিষ্কার করতে চাও কর, কিন্তু একটা মাছও যদি নষ্ট হয় তা হ'লে খেসারতের দাবী দিয়ে নালিশ করবো। বুঝে সুজে কাজ করো।

ধনঞ্জয়। ঠিক কথাই বলেছো, হ্যাঁ, তা ওরা কি বললে ?

সতীশ। কি ভাবলে, ভেবে বললে—মাছের ক্ষতি না করে কিছু করা যায় কিনা দেখি, সে দিনের মত কোন রকমে বিদেয় করেছি।

ধনঞ্জয়। কি একটা কেন্দ্র খুলেছে শুনেছিলাম, ভেতরে ভেতরে এতো কাণ্ড করছে তাতো শুনিনি।

সতীশ। শুধু কি এই নাকি, আরও আছে, বামুনের ছেলেরাও আজ টাঙনা হাতে নিয়ে মাটি কাটছে, দুদিন পর হাল্ ধরবে।

ধয়ঞ্জন। তুমি বলছো কি মুখুজ্যে ?

সতীশ। আমি ঠিক কথাই বলছি। বামুনের ছেলেও আজ নিজের

হাতে মাটি কাটছে। বলচে রাস্তা তেরী করবো। বলি গাঁয়ে কি আর মুনিষ নাই যে তোকে নিজের হাতে মাটি কাটতে হবে? বুড়ো বয়েসে এই গাঁয়ে বাস করে শেষ কালে পৈতের অপমান ও দেখতে হ'লো, সত্যি বলছি চৌধুরী এ সব কথা চিন্তা করলে মনে হয় আমাদের আর বেঁচে থাকা ঠিক হচ্ছে না। এই বার মানে মানে যাওয়াই ভালো। এর পর বেঁচে থাকলে আরও কত কি দেখতে হবে তার ঠিক নাই।

ধনঞ্জয়। তুমি তো ওদের সব খবর রাখো দেখছি, তা-ওদের দলের পাণ্ডা কে কে বলতে পারো।

সতীশ। নিশ্চয়ই পারি। শোন তা হ'লে, প্রথম পাণ্ডা আমাদের হরেণ চক্রবর্তী।

ধনঞ্জয়। আমাদের ন্যায় রত্ন মশায়ের ছেলে?

সতীশ। তা নিলে কি আর এমনি বলছি যে ধর্ম রসাতলে গেল। তারপর দু নম্বর পাণ্ডা হচ্ছে মোড়লদের গোপাল। তিন নম্বর পাণ্ডা এখনও দেশে নাই, তবে এ'লো ব'লে।

ধনঞ্জয়। তুমি কার কথা বলচো?

সতীশ। আমাদের তাঁতি পাড়ার ব্রজেন। বোম্বাইয়ে কি গুষ্টির মাথা ট্রেনিং নিচ্ছে শুনছি, সেই হচ্ছে সেরা পাণ্ডা।

ধনঞ্জয়। কি রকম?

সতীশ। সেই নাকি চিঠি পত্র লিখে হরেণকে উপদেশ দেয়। গাঁয়ের ছেলেদের এক জোট হয়ে কাজ করবার, এমনকি ওই কেন্দ্র খোলবার যুক্তি পরামর্শ সেই দিয়েছে। তিনি গাঁয়ে এসে নাকি তাঁতিদের মধ্যে দল পাকিয়ে তাঁত শিল্প সমিতি না কি গুষ্টির মাথা

খুলবেন শুনছি। বাস্, তা হলেই গাঁয়ের ভবিষ্যৎ ফর্সা, গাঁয়ের বারোটা।

ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয় চৌধুরী বেঁচে থাকতে গাঁয়ের বারোটা বাজবে এ তুমি আশা কর ?

সতীশ। আশা করি না ব'লেই তো তোমায় সব বল্লাম। শুধু বললাম নয়, চোখের সামনে দেখিয়ে পর্যন্ত দিলাম। তবে কথা হচ্ছে কি……

ধনঞ্জয়। কি বলতে চাও খুলে বলো মুখুজ্যে, ঢোক গেলাগেলি করো না।

সতীশ। কথা হচ্ছে—এক দিকে তিনশো ঘর তাঁতি যদি সত্যিই জোট বাঁধে আর অন্য দিকে বামুন, কায়েত, সদ্‌গোপ, হাড়ি, বাগ্দীর সব ছেলেরা যদি একযোগে সমিতি করে তা—হ'লে তোমার কথা শুনবে কে ?

ধনঞ্জয়। দল গড়ার ক্ষমতা যদি ওদের থাকে সে দল ভাঙবার ক্ষমতা কি আমার নাই মনে করেছো ?

সতীশ। তা মনে করলে কি আর তোমাকে এমন ভাবে বলতাম্।

ধনঞ্জয়। তুমি দশটা দিন অপেক্ষা করে দেখ মুখুজ্যে আমি কি করি, তারপর বলো।

সতীশ। এই হ'লো ধনঞ্জয় চৌধুরীর মত কথা, তোমার মাথা ঘামছিলো না ব'লেই তো এত কথা বলতে হ'লো, ঠিক আছে, এখন তো নিজের চোখে সব দেখলে যা ভালো বিবেচনা হয় কর, আমার কথা আছে ওই সব সমিতি চ'মিতি গাঁয়ে করতে দেওয়া হবে না, চলো আর এখানে থাকা ঠিক নয়, ছোঁড়ারা হয় তো শুনে ফেলবে।

ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয় চৌধুরী ভয় কাকে বলে তা জানে না, তবে তুমি যখন ভয় পাচ্ছো তখন চলো।

[উভয়ে বাহির হইয়া যায় এবং অপর দিক হইতে হরেণ ও গোপাল প্রবেশ করে]

হরেণ। তা হ'লে পঞ্চাশটা টাকা যোগাড় করা খুব দরকার কি বলো ?

গোপাল। দরকার ব'লে দরকার, কাল যে কোন প্রকারে হোক যোগাড় করতেই হবে, কাল টাকার যোগাড় করতে না পারলে ওষুধ কেনা হবেনা।

হরেণ। ওর বৌ কি বললে, হাতে কি কিছুই নাই ?

গোপাল। মাত্র এক টাকা সম্বল, তাও তো আজ সাগু, বার্লি, ডাব কিনতেই শেষ হয়ে তাবে, টাকার যোগাড় কাল করতেই হবে তা যে কোন প্রকারেই হোক্।

হরেণ। যে কোন প্রকার মানে তো ওই ধনঞ্জয় কাকার কাছে হাত পাতা।

গোপাল। উনি ছাড়া পঞ্চাশ টাকা ধার দেবার মত লোক এ গাঁয়ে আর কে আছে।

[পূর্বের প্রথম শিক্ষার্থী নাম রাজেন প্রবেশ করিতে করিতে]

রাজেন। সে গুড়ে বালি, জমিদার বাবু টাকা ধার দেবেন আর সেই টাকা দিয়ে অনাদির চিকিৎসা করাবেন, তা হ'লেই হয়েছে।

হরেণ। সুদ নেবেন টাকা ধার দেবেন, এতে না হবার কি আছে ?

রাজেন। এই কিছুক্ষণ আগেই উনি আর আমাদের ওই মুখুজ্যে মশায় এসেছিলেন।

গোপাল। মুখুজ্যে মশাই ?

রাজেন। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে ওপাড়ার ওই মুখুজ্যে—

হরেণ। সতীশ মুখুজ্যে ?

রাজেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, সতাশ মুখুজ্যে, ওঁরা দুজনে এই কেন্দ্র দেখতে এসেছিলেন, আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে ওঁদের কথাবার্তা শুনেছি বলেই তো বলছি যে ওখানে গিয়ে কোন লাভ হবে না।

হরেণ। তাই নাকি ? এতো ব্যাপার ?

রাজেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাপার খুব সুবিধের নয়।

হরেণ। কি বলছিলেন ওঁরা ?

রাজেন। যা ইচ্ছে তাই বললেন মোট কথা বলতে বাকী কিছু রাখেন নাই।

গোপাল। আঃ কি বলছিলেন তাই বলো।

রাজেন। বলছিলেন গাঁয়ের যত সব বদ্ ছেলে এক জোট হয়ে যা ইচ্ছে তাই করবো ভেবেছে মনে করেছে হাড়ী, বাগ্দী, ডোম সবাই মিলে গাঁয়ের ভদ্রলোকদের বারোটা বাজিয়ে দেবে, রামায়ণ মহাভারত পর্যন্ত অপবিত্র করে দেবে ভেবেছে কিন্তু তারা জানেনা যে ধনঞ্জয় চৌধুরী এখনও বেঁচে আছে, ধনঞ্জয় চৌধুরী বেঁচে থাকতে ওই কেন্দ্রে বা সমিতি করে এমন ছেলে গাঁয়ে কে আছে দেখবো, আর সতীশ মুখুজ্যেতো যা মুখে এলো তাই বললে।

গোপাল। এখন থেকে তাহ'লে খুব সাবধানে থাকতে হবে।

হরেণ। অত ভয় করলে কাজ করা হয় না, আমরা চুরি করচি না ডাকাতি করচি যে ভয় করবো ? গাঁয়ের ভালো করলে মন্দ হয়। ওই মুখুজ্যের বাড়ীর সামনের রাস্তাটার কি অবস্থা হয়েছিল ; গাড়ী পড়লে উঠতো না। দু'বছর ওই অবস্থায় ছিল, কেউ এক ঝুড়ি মাটি পর্যন্ত দেয় নাই। আমরা নিজেরা মাটি কেটে মাথায়

করে বইয়ে ওই রাস্তা মেরামত করলাম আর আমরাই হ'লাম কিনা গাঁয়ের বদ্‌ছেলে।

রাজেন। তা হ'লে বোঝ, যাদের ভালো করবে বলচো তারাইতো আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।

হরেণ। তা দাঁড়াক। তারজন্য ভয় পেলে তো চলবে না। কথা হচ্ছে—আমাদের উদ্দেশ্য যদি সত্যিই ভালো হয়, কোন খারাপ কাজ যদি আমরা না করি তা হ'লে আগে ভয় করবার কোন কারণ নাই।

গোপাল। সব তো বুঝছি ভাই, কিন্তু.........

হরেণ। তা হ'লে আবার কিন্তু আসছে কেন?

গোপাল। কিন্তু যে আসছে কারণ ওই মুখুজ্যে তারপর ধরো ওই জমিদার বাবু, ওরা যদি অত্যাচার করতে আরম্ভ করে, টিকতে পারবে তো?

হরেণ। না টিকতে পারার কি আছে? জমিদার চৌধুরী আর ওই মুখুজ্যে মশাই ই তো আর গাঁ নয়। গাঁয়ের প্রায় তিন হাজার লোকের মধ্যে ওঁদের মত দু' চারজন স্বার্থপর লোক ছাড়া সবাই আমাদের কাজের প্রশংসা করচে। লোকে যদি আমাদের ভালো না বাসবে তা-হ'লে বামুণ পুকুরের ধারের রাস্তায় মাটি দেবার সময় সবাই আসবে কেন? আসল কথা কি জান?

রাজেন। কি?

হরেণ। ওঁদের সেই সে কালের মনোভাব এখনও ছাড়তে পারবেন না। আজ যে দেশের, পৃথিবীর এবং যুগের একটা, বিরাট পরিবর্তন হতে চলেছে সে সম্বন্ধে ওঁরা কোন খবরই রাখেন না।

রাজেন। ঠিক কথাই বলেছো, ওঁরা বলাবলি করছিলেন আমরা

শিক্ষার বদলে কুশিক্ষা দিচ্ছি, ধর্মের নামে অধর্ম করচি এবং রামায়ণ মহাভারত সব অপবিত্র করে ফেলচি।

গোপাল। আচ্ছা, ওই সব রামায়ণ, মহাভারত পাঠ এখন বন্ধ থাক না। ওঁরা গাঁয়ের মুরুব্বি লোক, ওঁরা যখন চান্‌না।

হরেণ: তা কি করে হয়? বয়েস হ'লেই তো আর মুরুব্বি বলা যায় না। মুরুব্বির মত জ্ঞান কই? অবশ্য তাঁদের বয়েসের সম্মান আমরা একশোবার দেবো কিন্তু তাঁদের সব কথাই যে ঠিক তা কি করে বলবো। আমার বাবা ছিলেন ন্যায়রত্ন, এই অঞ্চলের মধ্যে বড় পণ্ডিত। তিনি কি বলতেন? তোমরা তো নিজের কানেই শুনেছো। তাঁর কথাই ছিল—আজ আমাদের মনের মধ্যে ধর্মভাব নাই বলেই উচ্ছৃঙ্খলতা, কবি চণ্ডীদাসের পদাবলী থেকে বলতেন—সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই। আজ আমাদের সব চেয়ে বড় পরিচয় আমরা মানুষ। কে বামুন, কে হাড়ি আর কে ডোম সে বিচারের দিন আর নাই। অস্পৃশ্যতা এখন শুধু অন্যায় নয়, অপরাধ। ওই মুখুজ্যে কাকার কথা যদি মানতে হয়—তাহ'লে বলতে হয় আমার বাবা কিছুই জানতেন না।

গোপাল। ওরে বাবা! ও সব কথা শোনাও পাপ। অত বড় পণ্ডিত লোক, ওঁর সম্বন্ধে আলোচনা করাই আমাদের অন্যায়।

হরেণ। তা হ'লে? ওই জমিদার বাবু আর ওই মুখুজ্যে কাকা কি বললেন তাই ভেবে অত অস্থির হয়ে পড়ছো কেন? একটা কথা শুনে রাখো—সত্যিই যদি আমরা অসৎ পথে না চলি, এবং এই গাঁয়ের ভালো করাই আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে সবাই

আমাদের কাজের সমর্থন করবে, কেউ বা দুদিন আগে কেউবা দুদিন পর। অতো ভয় করার কোন কারণ নাই।

রাজেন। আচ্ছা, গাঁয়ের ঝোপ জঙ্গল কাটা, পানা পুকুর পরিষ্কার করা, রাস্তাঘাট মেরামত করা, এ সব কি খারাপ কাজ?

হরেণ। এক পাগল ছাড়া আর কেউ খারাপ বলবে না।

রাজেন। তা হ'লে ওই মুখুজ্যে মশায় ইচ্ছে করে ওর বাড়ীর পাশের ডোবাটা পরিষ্কার করতে দিলেন না। ওঁরই তো আগে ভালো হ'তো।

হরেণ। তা হ'লেই বোঝ কি রকম জ্ঞানী লোক। গলদটা কোথায় তা ধরতে পেরেছো?

রাজেন। না।

হরেণ। দীর্ঘদিন পরাধীন থেকে আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে। কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ তা বোঝবার ক্ষমতা পর্যন্ত আজ আমরা হারিয়েছি। নিজেরা কোন ভালো কাজতো করিই না, কেউ করতে গেলেও বাধা সৃষ্টি করি, এই আমাদের অবস্থা।

গোপাল। এই অবস্থা ঘোচাবার কি কোন উপায় নাই?

হরেণ। উপায় আছে বৈকি।

রাজেন। কি উপায়ে হবে?

হরেণ। একমাত্র উপায় এই সমাজ শিক্ষা, গাঁয়ের সব লোক যখন বুঝতে পারবে; কোন কাজটা ভালো আর কোন কাজটা খারাপ, কি কি কাজ করলে সবারই অসুবিধা ঘুচবে, কেমন করে আমাদের অভাব অনটন ঘোচানো যেতে পারে তখন আর এই ভাবে ভালো কাজে কেউ বাধা সৃষ্টি করবে না। আর এই শিক্ষার নামই হ'লো সমাজ শিক্ষা, আমাদের এই কেন্দ্র যদি ভালো ভাবে

চালাতে পারি তা হ'লে সব লোককেই এই সমাজ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে এবং অদূর ভবিষ্যতে সবাই গাঁয়ের উন্নতির জন্য এক যোগে কাজ করবে। আমাদের আরও একদিকে অবনতি হয়েছে।

গোপাল। কিসের কথা বলছো ?

হরেণ। আমরা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত থাকি যে আর কারও দিকে তাকাবার অবসর পর্যন্ত পাইনা, একটু স্বার্থ ত্যাগ করলে পঞ্চাশ জন লোকের উপকার হয় কিন্তু লোকে সেটুকু স্বার্থ ত্যাগ করতেও নারাজ।

রাজেন। যা বলেছো, অধিকারী চার হাত জায়গা ছেড়ে দিলে—বোলপুর যাবার ওই রাস্তাটা হ'তো, বিশখানা গাঁয়ের লোকের উপকার হ'তো অধিকারীর অতো জমি কিন্তু মাত্র চার হাত জায়গা ছেড়ে দিলে না।

গোপাল। আচ্ছা, গাঁয়ের সব লোক মিলে জোর করে যদি ওই চার হাত জায়গা কেটে রাস্তা করি তা হ'লে ও কি করতে পারবে ?

হরেণ। খবরদার ! ও কাজ যেন ক'রো না, অধিকারীর সম্পত্তি ও যদি দিতে না চায় আমরা অনুনয় বিনয় করে চাইতে পারি, যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে রাজী করাতে পারি কিন্তু জোর করে কেড়ে নিতে পারি না, সে হ'বে উচ্ছৃঙ্খলতা। যাই করি সৎ পথে করবো, অসৎ পথে কোন কাজ করবো না, তাতে যত কষ্টই ভোগ করতে হোক না কেন।

গোপাল। তাতো বুঝছি, কিন্তু জমিদার বাবু, মুখুজ্যে মশাই, ওঁরা কি আমাদের কথা কোনদিন শুনবেন না আমাদের কথা রাখবেন।

হরেণ। নিশ্চয়ই রাখবেন। হয়তো আজ রাখবেন না, হয়তো কাল

রাখবেন না কিন্তু যখন ওঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন তখন আর ওঁদের বলার দরকার হবে না, নিজে থেকেই আমাদের হাতে হাত মেলাবেন। অবশ্য এ কথাটাও তো ভাবতে হবে যে আমরা যা চাই তা রাতারাতি আসা করতে পারি না, দুদিন সময় লাগবে বৈকি! তবে চিন্তার কোন কারণ নাই। এ আমি ব'লে রাখছি।

গোপাল। হ্যাঁ, ও সব আলোচনার অনেক সময় আছে। তা হ'লে জমিদার বাবুর কাছে টাকা ধার করতে যাবো তো?

হরেণ। নিশ্চয়ই যাবে, উনি আড়ালে কি বলছিলেন তা জেনে ওঁর ওপর রাগ বা অভিমান করার কোন যুক্তি নাই। মুখ ফুটে এখনও পর্যন্ত কিছু বলেন নি। তার ওপর তিনি এ অঞ্চলের মহাজন, টাকা ধার দেওয়াই তাঁর পেষা। কাজেই তুমি নিঃসঙ্কোচে চ'লে যাও, কাল সকালেই যাতে ওষুদ আসে তার যোগাড় করো।

গোপাল। তা হ'লে যেতে বলচো তো?

হরেণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক কথা কত্তোবার বলবো,।

গোপাল। তা হ'লে এইবার ওঠো, কথায় কথায় রাত হয়ে গেল। দিদি বকাবকি করবে।

হরেণ। তা হ'লে কাল যেন অতি অবশ্য যেয়ো।

গোপাল। তুমি যখন বলচো, তখন নিশ্চয় যাবো।

হরেণ। তোমার দিদি বকাবকি করবে বলচো, তা হ'লে আজ ওঠা যাক।

[তিনজনে বাহির হইয়া যায়]

পর্দা

দ্বিতীয় দৃশ্য

জমিদার ধনঞ্জয় চৌধুরীর কাছারী ঘর—ফরাস পাতা ধনঞ্জয় চৌধুরী
মাঝখানে তাকিয়ায় হেলান দিয়া একটা হিসাবের খাতা
দেখিতেছে—একপাশে মুহুরী কেনারাম চক্রবর্তী
খতিয়ান লিখিতেছে ধনঞ্জয় খাতার কয়েকটা
পাতা দেখিয়া এক পাতার একটা
নাম দেখিয়া—

ধনঞ্জয়। ভূষণো তাঁতি এখনও সেই টাকাটা মিটিয়ে দেয় নি ?

কেনারাম। না বাবু। সেদিনও তাগাদা পাঠিয়েছিলাম কিন্তু এক পয়সাও দিতে পারলে না।

ধনঞ্জয়। কাপড়ের কণ্ট্রোল তুলে দেওয়ায় তাঁতি বেটারা খুব জব্দ হয়েছে, কি বলো চক্কোত্তী ?

কেনারাম। জব্দ ব'লে জব্দ, যাকে ব'লে একেবারে ভাতে মরা। হবে না কেন, বেটাদের যা গরম হয়েছিল, ধরাকে সরা জ্ঞান করতো, দেমাকে মাটিতে পা পর্যন্ত পড়তো না। তেমনি তার ফলও ফলতে আরম্ভ করেছে।

[কুড়োরাম দেবনাথ প্রবেশ করে। কুড়োরামের বগলে একটা ছোট পোটলা, কুড়োরাম প্রবেশ করিতেই কুড়োরামের দিকে তাকাইয়া]

এই যে কুড়োরাম, এসো, এসো, ব'সো, [কুড়োরাম দাঁড়াইয়া থাকে]

ধনঞ্জয়। আরে, তুমি যে দাঁড়িয়েই রয়েছো, বসো, [কুড়োরাম ধনঞ্জয় ও কেনারামকে প্রণাম করে ও একপাশে বসে]

ধনঞ্জয়। তারপর এখানে কি মনে করে কুড়োরাম।

কুড়োরাম। এই আপনার দরবারে একটু কাজ আছে বাবু।

ধনঞ্জয়। আমার দরবারে কাজ? তা ব'লো কি বলতে চাও।

কুড়োরাম। [পৌটলা খুলিয়া দুখানি রঙীন তাঁতের সাড়ী বাহির করিয়া জমিদার বাবুর নিকট আগাইয়া গিয়া] এই সাড়ী দুখানি আমার মা মণির জন্য নিয়ে এলাম বাবু। এই সাড়ী দুখানি আপনাকে কিনতে হবে।

ধনঞ্জয়। ওই তাঁতের সাড়ী নিয়ে আমি কি করবো কুড়োরাম, আমার মেয়েতো তোমার ওই তাঁতের সাড়ী আর পরবে না।

কুড়োরাম। কেন বাবু? এর আগে তো মা মণি তাঁতের সাড়ী পরেছেন!

ধনঞ্জয়। তখন যে উপায় ছিল না কুড়োরাম; বাজারে মিলের কাপড় যে মিলতোই না।

কুড়োরাম। খুব মিহি সুতোর কাপড় আছে বাবু, মিলের কাপড়ের চাইতে কমা তো নয়ই বরং ভালো, এই সাড়ী পরলে মা মণিকে আমার দুগ্গা পিতিমের মত মানাবে!

ধনঞ্জয়। তোমার ওই বোল চাল্ এখন রাখো কুড়োরাম, আর কি কাজ আছে বলো, কথায় তোমার সঙ্গে তো পেরে উঠ্‌বার 'জো' নাই। কিন্তু কথা হচ্ছে কি কণ্ট্রোলের সুযোগ পেয়ে তোমরা যা করেছো তার তুলনা নাই, বুঝলে?

কুড়োরাম। কি রকম? কি অন্যায় দেখলেন বাবু?

ধনঞ্জয়। অন্যায়? শুনবে তা হ'লে—ছিচল্লিশ ইঞ্চি বহরের কাপড় কিনে এনে একবার কাচলেই বিয়াল্লিশ ইঞ্চি হয়ে যায়, আর তা ছাড়া এই কণ্ট্রোলের বাজারে তোমরা সধবাকে পর্যন্ত বিধবা সাজিয়েছো।

কুড়োরাম। কি রকম? আপনার কথা ঠিক ধরতে পারলাম না বাবু।

ধনঞ্জয়। বলছি সখ করে রঙীন সাড়ী কিনে বেচারা বউরা দু ধোপ পরতেও পায় নাই। এক ধোপেই রঙ উঠে সাদা থান হয়ে গেছে। এর পর তাঁতের কাপড় কেমন করে লোকে বিশ্বাস করে কিনবে বলতো?

কেনারাম। হ'তে পারে, আপনি যা বলচেন তাও হয়েছে। তবে আমার কথা হচ্ছে—আমার তৈরী তাঁতের সাড়ী তুলনায় মিলের কাপড় চাইতে কম তো নয়ই বরং ভালো। পরে আরাম পাওয়া যায়, রং ওঠে না এবং খুব টেকসই।

ধনঞ্জয়। সবই বুঝচি কুড়োরাম, তাঁতি হিসেবে তোমার হাতে হাত দিতে এ অঞ্চলে আর কেউ নাই তা আমি জানি, তোমার তৈরী কাপড় যে ভালো তাও আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু—

কুড়োরাম। তা হ'লে আবার কিন্তু কেন বাবু?

ধনঞ্জয়। কিন্তু করারও তো কিছু নাই কুড়োরাম, কথা হচ্ছে আজ আবার নতুন করে তাঁতের কাপড় চালু করবার চেষ্টা করার কোন মানেই হয় না। মিলের কাপড়ের মত ভাল কাপড় কোন তাঁতিই মিলের মত সস্তায় দিতে পারবে না। সত্যিই কিনা তুমিই বলো।

কুড়োরাম। মিলের কাপড়ের দাম সম্বন্ধে আমার বেশ ভালো ধারণা নাই বাবু। তবে আপনারা সবাই যদি তাঁতের কাপড় ব্যবহার করেন তা হ'লে নিশ্চয়ই সস্তায় কাপড় দিতে পারবো। আর আপনারা যদি মূলেই তাঁতের কাপড় না কেনেন তা হ'লে দামের কথাই তো আসে না। একটা কথা ভেবে দেখুন বাবু,

আপনারা তাঁতের কাপড় না কিনলে আমরা যাবো কোথায়? আজ এই সাড়ী জোড়াটা আপনাকে রাখতেই হবে।

[ইতি মধ্যে কেনারাম একটা খাতা দেখা শেষ করিয়া খাতাটা বন্ধ করে। ধনঞ্জয়ের মুখের দিকে চাহিয়া]

কেনারাম। ওঃ আপনাকে এখনও পান দিয়ে যায় নাই, যা সব জুটেছে—গদা—[জোরে] গদা, গদা, বাবুকে এখনও পান দিস নাই, যা না দেখবো তাই হবে না।

গদা। [বাহির হইতে] যাই বাবু। [একটা পানের ডিবা ধনঞ্জয়ের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া চলিয়া যায়—

[কেনারাম উঠিয়া আসিয়া ডিবা খুলিয়া দুইটি পান ধনঞ্জয়কে দেয় এবং একটি পান নিজের মুখে পুড়িয়া পুনরায় খাতায় মনঃসংযোগ করে]

কুড়োরাম। কি বলছেন বলুন বাবু।

ধনঞ্জয়। প্রথমেই তো বলেছি কুড়োরাম ও সাড়ী নিয়ে আমি কি করবো বলো, আমার মেয়ে যখন আর তাঁতের সাড়ী পরবেনা তখন অনর্থক পয়সা নষ্ট করে লাভ কি?

কুড়োরাম। আমার একটা নিবেদন বাবু, এই সাড়ী মা মণিকে পরতে বলেন, প'রে তিনি বলুন ভালো কি খারাপ।

ধনঞ্জয়। তা হ'লে তুমি বরং আর একদিন এসো। মেয়েকে বুঝিয়ে যদি রাজী করাতে পারি তখন দেখা যাবে।

কুড়োরাম। বাবু, আপনার কাছে গোপন করে কোন লাভ নাই। খুব বিপদে পড়েই এই সাড়ী জোড়াটা আজ আপনার কাছে বিক্রী করতে এসেছি, এই সাড়ী সখ করে আমার মেয়ের জন্য বুনেছিলাম।

ধনঞ্জয়। তা হ'লে ওই সাড়ী বিক্রী করে ফেলতে চাও কেন ?

কুড়োরাম। আমার মেয়ের আজ সাত দিন যাবৎ জ্বর, পয়সার অভাবে ডাক্তার পর্যন্ত ডাকতে পারি নাই। ওই সাড়ী দু'খানা বিক্রী করতে না পারলে মেয়ের চিকিৎসা হবে না আর আপনি ছাড়া এ সাড়ী কিনবার লোকও এ গাঁয়ে নাই। আজ আপনি ফিরিয়ে দিলে আমার মেয়ের চিকিৎসা হবে না বাবু। আজ আপনার কোন কথা শুনবো না। এ সাড়ী আপনাকে নিতেই হবে।

ধনঞ্জয়। তুমি যখন অমন করে বলচো, দেখি।

[কুড়োরাম সাড়ী জোড়া ধনঞ্জয়ের হাতে দেয়—ধনঞ্জয় ভালো ভাবে দেখিয়া] তা—এ জোড়াটার দাম কত ?

কুড়োরাম। তেইশ টাকা।

ধনঞ্জয়। তেইশ টাকা ! এত সস্তা।

কুড়োরাম। আপনি তো একটু আগেই বললেন বাবু যে তাঁতের কাপড়ের দাম বেশী আবার এখনই বলচেন সস্তা। [হাসে]

ধনঞ্জয়। লোকের মুখে যা শুনি তাই বলি। আমি নিজে তো আর জিনিষ কিনি না যে বাজারের দর জানবো, কি বলো চকোত্তী।

কেনারাম। [খাতা হইতে মুখ তুলিয়া] সে কথা কি আর বলতে হয়। বাবুর নিজের পরবার জামা কোন দোকানে কেনা হয় বাবু তাই জানেন না।

ধনঞ্জয়। হ্যাঁ, দ্যাখো চকোত্তী, এই কাপড জোড়াটা রাখো, বাড়ীতে দিয়ে এসো, আর ক্যাস থেকে কুড়োরামকে তেইশটা টাকা দিয়ে দাও।

[কুড়োরাম ধনঞ্জয়ের নিকট হইতে কাপড় জোড়াটা লইয়া এক

পাশে রাখে এবং তাহার সামনের ক্যাসবাক্স খুলিয়া তেইশ টাকা বাহির করিয়া কুড়োরামকে দেয়]

কুড়োরাম। [কেনারামের নিকট টাকা লইয়া ধনঞ্জয় এবং কেনারামকে প্রণাম করিয়া] তা হ'লে আসি বাবু, এরপর ডাক্তার ডেকে মেয়েকে দেখাতে হবে।

ধনঞ্জয়। তা হ'লে তোমাকে আর বসতে বলবোনা। ডাক্তার ডেকে মেয়েকে দেখাও। [কুড়োরাম বাহির হইয়া যায়] চকোত্তী।

কেনারাম। কি বাবু।

ধনঞ্জয়। কুড়োরামের মত নাম করা তাঁতির আজ এই অবস্থা, মাত্র তেইশটা টাকার জন্য নিজের মেয়ের জন্য সখ করে বোনা সাড়ী পর্যন্ত বিক্রী করতে হ'লো। সত্যিই তাঁতিদের অবস্থা—এখন চরমে উঠেছে। হ্যাঁ, তুমি কাপড় জোড়াটা বাড়ীতে দিয়ে বরং খেয়ে এসো, বেলা হয়েছে।

[কেনারাম ক্যাস বাক্স বন্ধ করিয়া সাড়ী জোড়াটা লইয়া বাহির হইয়া যায় পর মুহূর্তেই গোপাল মোড়ল প্রবেশ করে]

ধনঞ্জয়। আরে গোপাল যে এসো, বসো।

গোপাল। [ধনঞ্জয়কে প্রণাম করিয়া] ভালো আছেন কাকাবাবু।

ধনঞ্জয়। এই এক রকম আছি, তারপর হঠাৎ কি মনে করে।

গোপাল। আপনার কাছে এসেছি কাকাবাবু বিশেষ দরকারে। কাল রাত থেকে অনাদির নিউমোনিয়া।

ধনঞ্জয়। অনাদি ?

গোপাল। উত্তর পাড়ার শ্যামচাঁদ বাগ্দীর ছেলে অনাদি।

ধনঞ্জয়। ওঃ বুঝেছি।

গোপাল। টাকার অভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না।

ধনঞ্জয়। তা—আমি কি করবো।

গোপাল। গোটা পঞ্চাসেক টাকা যদি ধার দিতেন তা হ'লে খুব উপকার করা হ'তো। টাকার অভাবে ওষুধ কেনা হচ্ছে না। পঞ্চাসটা টাকার খুব দরকার। যদি ধার দিতেন……

ধনঞ্জয়। চাল নাই চুলো নাই তাকে টাকা ধার দেব? আমি কি দানছত্র খুলেছি নাকি?

গোপাল। ধান উঠ্‌লেই সুদ সমেত মিটিয়ে দেবে।

ধনঞ্জয়। কে মিটিয়ে দেবে তুমি?

গোপাল। হ্যাঁ, আমি।

ধনঞ্জয়। অসুখ হয়েছে অনাদি বাগদীর, তা তুমিই বা টাকা ধার করবে কেন আর সুদই বা গুণবে কোন দুঃখে?

গোপাল। বিনা চিকিৎসায় কাউকে মরতে দেওয়া যায় না তো, সেরে উঠে যদি শোধ করতে পারে তো ভালো, না পারে তো আমাকেই দিতে হবে। যদি আমার বাড়ীর কারও অসুখ হ'তো তা হ'লে তো আমাকেই টাকা ধার করতে হ'তো।

ধনঞ্জয়। বাঃ বাঃ এই তো চাই। এ না হ'লে কি আর নেতা হওয়া যায়। কি? কিসের নেতা হয়েছো—হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র। তা টাকা কি খোলাম কুচি যে ঝুপ করে জ'লে ফেলে দেবো।

গোপাল। আপনার চিন্তার কোন কারণ নাই কাকাবাবু, আমি নিজের দায়িত্বে টাকা নেবো, ধান উঠ্‌লে আমিই সুদ সমেত মিটিয়ে দেবো অনাদির সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক নাই। আমিই টাকা নিচ্ছি, আবার আমিই মিটিয়ে দেবো।

ধনঞ্জয়। আহা হা মিটিয়ে দেবে না তা কি বলেছি। কিন্তু হাঁা, তোমার ওই সমিতি থেকে ধার নিলেই তো পারতে।

গোপাল। সমিতির সভ্যদের মধ্যে টাকা ধার দেবার ক্ষমতা তো কারও নাই।

ধনঞ্জয়। তা এক কাজ কর, অসময়ে লোককে টাকা ধার দেবার জন্য একটা সমিতিই গড়ো না।

গোপাল। এ সম্বন্ধেও আলোচনা হচ্ছে, ভবিষ্যতে ওই রকম সমিতি গড়ার ইচ্ছা আমাদের আছে, অসময়ে অল্প সুদে চাষীরা যাতে টাকা ধার পায় তার জন্য এই গাঁয়ে সমবায় ঋণ দান সমিতি খুলবো, এবার তো আর হ'লো না, আসছে বছর দেখা যাবে।

ধনঞ্জয়। বাঃ বাঃ এই তো চাই, এ না হ'লে কি আর দেশের উন্নতি হ্যাঁ, একটা কথা, তোমাদের ওই আড্ডার খরচ চলছে কি করে? ক্লাবের ছোঁড়া গুলোকে চুরি চামারি করতে সেখাচ্ছো না তো?

গোপাল। কাকাবাবু আপনি আমাদের কেন্দ্রে কোন দিন যান নাই তাই ও কথা বলছেন, গেলে বলতে পারতেন না। সভ্য এবং সততাই হচ্ছে এই কেন্দ্রের আদর্শ।

ধনঞ্জয়। [বিদ্রুপ করিয়া] তাই নাকি? তা হ'লে তো ওকথা বলা আমার অন্যায় হয়েছে, তোমরা তো মিশন খুলেছো হে, দেখো যেন দ্বিতীয় বেলুড় না হয়ে যায়।

গোপাল। কাকাবাবু, আমি সমিতির বিষয় নিয়ে তর্ক করতে আসি নাই, এসেছি টাকা ধার করতে। আজকের মত পঞ্চাশ টাকা ধার দেন, ধান উঠলেই শোধ করে দেবো, আর আমাকে যদি বিশ্বাস না করেন হ্যাণ্ডনোট লিখে নিন্।

ধনঞ্জয়। টাকা তোমাকে নিশ্চয় ধার দেবো, গাঁয়ের ছেলে তুমি, তোমাকে টাকা ধার দেবো না? আমি তো আর তোমার ওই কেন্দ্রের সভ্য নই যে লোকেব উপকার না করে লোকের পেছনে লাগবো, আমাব পুকুর, আমার পরিষ্কার করার গরজ নাই, যত গরজ ওদের, দেশ হিতৈষী যত-সব—হ্যাঁ, তা একটু অপেক্ষা কর, আমাদের কেনারাম জল খেতে গেছে, আসুক হ্যাণ্ডনোট লিখে নেবে।

গোপাল। বারোটার বাসে আমাকে আবার বোলপুর যেতে হবে, তা এক কাজ করুন না।

ধনঞ্জয়। কি করতে বলো?

গোপাল। আমি সইটা করে দিয়ে যাই, কেনারাম কাকা এসে হ্যাণ্ডনোট লিখে নেবেন।

ধনঞ্জয়। ওঃ বুঝেছি, তুমি বলতে চাচ্ছো তুমি কাগজে সই করে টাকাটা নিয়ে যাবে, কেনারাম এসে বয়ানটা লিখে নেবে, এইতো?

গোপাল। হ্যাঁ কাকাবাবু তা হ'লে খুব উপকার করা হয়।

ধনঞ্জয়। ঠিক আছে, তাই দিচ্ছি, টাকাটা পৌষ মাসেই শোধ করে দিয়ো কিন্তু।

গোপাল। সে আর আমায় বলতে হবে না কাকাবাবু!

[এমন সময় বন্দনা ধনঞ্জয়কে চা দিয়া চলিয়া যায়]

ধনঞ্জয়। বন্দনা আমাব শোবার ঘরের টেবিলের ওপর একখানা ফাইল আছে, দিয়ে যা তো মা।

[বন্দনা ভিতর হইতে ফাইল আনে, ধনঞ্জয়কে দেয় এবং চলিয়া যায়]

ধনঞ্জয়। [ফাইল খুলিয়া একখান ডেমি বাহির করিয়া গোপালের হাতে দিয়া] তা-হ'লে এই ডেমির কাণে সই করে দাও।

গোপাল। [ডেমি লইয়া সই করে এবং ফেরত দেয়] এই নিন্ কাকাবাবু।

ধনঞ্জয়। [ডেমিখানি ফাইলের ভিতর রাখিয়া দেয় এবং পকেট হইতে পঞ্চাশ টাকা বাহির করিয়া] এই নাও পঞ্চাশ টাকা, ঠিক সময়ে দিয়ে দিয়ো।

গোপাল। [টাকা লইয়া] নিশ্চয়ই দেবো, আচ্ছা চলি কাকাবাবু বারোটার বাসে আবার বোলপুর যেতে হবে; [চলিয়া যায় এবং পর মুহূর্তেই বন্দনা কাপ লইবার জন্য প্রবেশ করে]।

ধনঞ্জয়। [নিজের মনে] উপকার যা করলাম তা আমিই বুঝছি, এখন তো টের পেলে না, পরে বুঝতে পারবে, বাছাধন মর্মে মর্মে বুঝতে পারবে।

বন্দনা। তার মানে ?

ধনঞ্জয়। তার মানে বোঝবার ক্ষমতা কি তোর আছে, তার মানে কি হ'তে পারে বল্‌দেখি।

বন্দনা। আমি কেমন করে বলবো বাবা, বিষয় বুদ্ধি কি আমার আছে যে বলবো।

ধনঞ্জয়। [হাসিয়া] বুঝতে পারলিনা, এই সই দিয়েই ওকে বধ করবো, এই সই হচ্ছে ওর মারণাস্ত্র, বাছাধনের কেন্দ্র করার সখ মিটিয়ে দেবো।

বন্দনা। এ সব তুমি কি বলচো বাবা ?

ধনঞ্জয়। আমি ঠিক কথাই বলচি বন্দনা, যা ঘটবে তাই বলছি, এই ডেমিতে পাঁচশো টাকা লিখে ওর নামে নালিশ করে ওকে ভিটেছাড়া করবো, আমার নাম ধনঞ্জয় চৌধুরী ও আমাকে চেনে না।

বন্দনা। ছিঃ বাবা, ও কাজ তুমি করো না, সরল বিশ্বাসে সই করে দিয়ে গেল, তাকে প্রতারণা করবে ? না, না, একাজ তুমি করো না, এক'জ তুমি করতে পারবে না। তোমার অভাব কিসের ?

ধনঞ্জয়। তুই ওদের কীর্তিকলাপ জানিস না মা তাই ওকথা বলছিস, ওরা সমাজ কেন্দ্র নাম দিয়ে সমিতি গঠন করেছে। ওদের উদ্দেশ্য আমাদের প্রসার প্রতিপত্তি নষ্ট করা।

বন্দনা। তুমি ওদের সম্বন্ধে ভুল বুঝচো বাবা, আমিও ওদের ওই কেন্দ্রের খবর কিছু কিছু রাখি, ছেলেরা গাঁয়ের ভালোর জন্যই তো কাজ করবে, ওই সতীশ কাকার বাড়ীর সামনের রাস্তাটায় কি রকম কাদা হ'তো, সেদিন গাঁয়ের ছেলেরা ওই রাস্তা মেরামত করে দিয়েছে। একি খারাপ কাজ ?

ধনঞ্জয়। আর জোর করে তার পুকুরে নেমে তার পুকুরের মাছ নষ্ট করা বুঝি খুব ভালো কাজ ?

বন্দনা। তুমি কি বলচো বাবা ! দেখছি গাঁয়ের কোন খবরই তো তুমি রাখো না।

ধনঞ্জয়। কি রকম, সতীশের পুকুরে ওরা যায় নাই ?

বন্দনা। গিয়েছিল, তবে মাছ নষ্ট করার জন্য নয়, পুকুর পরিষ্কার করার জন্য, আজ পাঁচ সাত বৎসর ওই ডোবাটা পানায় বুজে আছে, মাছ তো দূরের কথা একটা ব্যাঙও ওই পুকুরে নাই।

ধনঞ্জয়। মেনে নিলাম ওর পুকুরে মাছ নাই, তা ওদের কি এমন মাথা ব্যথা হ'লো যে ওর এই পুকুর পরিষ্কার করতে হবে।

বন্দনা। হায় রে! একেই বলে কলিকাল। ওই পুকুরের পানা পচে এমন দুর্গন্ধ হয়েছিল যে ওই পাড়ার লোকের টেকা দায় হয়ে উঠেছিল তাই ওরা পাড়ার লোকের সুবিধার জন্য ওই ডোবা পরিষ্কার করতে গিয়েছিল। খুব অন্যায় কাজ করতে গিয়েছিল না? গাঁয়ের লোকে যে যা বলে বলুক, তুমি কেমন করে ওসব কথা বলছো বাবা।

ধনঞ্জয়। আরে সতীশ যে নিজে এসে আমাকে ব'লে গেল—তার মাছ ভর্তি পুকুরে নেমে ওরা মাছ নষ্ট করতে গিয়েছিলো।

বন্দনা। [গালে হাত দিয়া] তা হ'লে আর কি বলবো বাবা, ওঁর কথা শুনে আমার যে পেটের ভেতর হাত পা ঢুকে যাচ্ছে। ওদের কথার ওপর বিশ্বাস করে তুমি যদি চলো, তা হ'লে মান ইজ্জত তো রাখতে পারবে না বাবা, আমি তোমার মেয়ে, আর কিছু শোন আর না শোন আমার একটা কথা তুমি শোন বাবা, নিজের চোখে কিছু না দেখে পরের মুখের কথা শুনে কিছু করোনা, তা হ'লে কিন্তু ঠকতে হবে।

ধনঞ্জয়। সতীশ আসুক, ওকে বলতে হবে, এই রকম করে আমাকে ধাপ্পা দিয়ে গেল। তা হ'লে আর কাকে বিশ্বাস করবো।

বন্দনা। বিশ্বাস তুমি করো বা না কর, কারো কাছে অবিশ্বাসী যেন হয়ো না। গোপালদার সরলতার সুযোগ পেয়ে তার অসদ্ব্যবহার যেন করো না। ধর্মে সইবে না বাবা।

ধনঞ্জয়। [ফাইলটা দিয়া] এখন রেখে দে তো, পরে দেখা যাবে, বেলা হয়েছে, আমার চানের যোগাড় করে দে।

বন্দনা। তুমি ভেতরে এসো, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি—[ফাইল লইয়া ভিতরে চলিয়া যায়]।

ধনঞ্জয়। [ভিতরে যাইতে যাইতে] তা-হ'লে তা-হ'লে কাকে বিশ্বাস করবো সবাই পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে চায়। সতীশ, আমার বন্ধু, একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা ব'লে গেল, না, চোখে না দেখে কোন কাজ করা হবে না। [ভিতরে যায়]

পর্দা

তৃতীয় দৃশ্য

পরেশ দেবনাথের বাড়ির ভিতর।

পরেশ একমনে সুতা গুটাইতেছে এবং তাহার দূর সম্পর্কীয় বোন (বয়স ১৮।১৯ বৎসর) তাহাকে সাহায্য করিতেছে। এমন সময় ব্রজেন প্রবেশ করে, ব্রজেন প্রবেশ করিতেই মাধবী ব্রজেনের দিকে তাকাইয়া

মাধবী। আরে, কে এসেছে, দেখো দাদা, আমাদের ব্রজেন দা এসেছে যে।

পরেশ। আরে ব্রজেন যে, এসো, এসো, ব'সো ভাই, তারপর দেশে ফিরলে কখন ?

ব্রজেন। কাল ফিরেছি পরেশ দা, তারপর খবর সব ভা'লো তো।

পরেশ। আমাদের আর ভালো থাকা, যে দিনটা যায় সেই দিনটাই ভালো, হ্যাঁ, তা তুমি কেমন আছ বলো। আরে, তুমি যে দাঁড়িয়েই আছো ! মাধু, আমাদের ব্রজেনকে বসতে দে।

মাধবী। ওমা তাইতো, তুমি যে দাঁড়িয়েই রয়েছো। দেখেছো কি ভুলো মন আমার, তোমাকে বসতে দিতে পর্যন্ত ভুলে গেছি, [তাড়াতাড়ি ভিতর হইতে একখানা মোড়া আনিয়া বসিতে দেয় এবং ব্রজেন বসে]

পরেশ। এইবার সব খবর বলো। তুমি নাকি কি শিখতে গিয়েছিলে ?

ব্রজেন। হ্যাঁ পরেশ দা তোমাদের এই তাঁতশিল্প শিখতে গিয়েছিলাম।

পরেশ। তাঁত শিখতে ?

ব্রজেন। হ্যাঁ। তা অত অবাক হবার কি আছে ?

পরেশ। অবাক হবো না ? তোমার মত শিক্ষিত ছেলে তাঁত চালানো শিখবে কি !

ব্রজেন। দেখ পরেশ দা, গোড়াতেই তুমি ভুল করচো। এই যে চরকা আর তাঁত এ হচ্ছে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। একে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারলে আমাদের উন্নতি হবেই হবে, দেশের অশিক্ষিতা মেয়ে ও পুরুষদের কাজের যোগাড় এই তাঁত শিল্প থেকেই সম্ভব, একে তোমরা অত অবহেলা করচো কেন ?

মাধবী। এইবার সত্যি সত্যি তুমি আমায় হাসালে ব্রজেন দা। তোমরা সহরে বসে তাঁত শিল্প সম্বন্ধে গাল ভরা বক্তৃতা দিচ্ছ, আর এদিকে তাঁতিদেব যে এক বেলার খাবার জোটে না, সে খবর রাখো ?

ব্রজেন। আমি সব খবর রাখি মাধবী, কোন নতুন খবর দিয়ে আমায় চমক লাগাতে পারবে না, বর্তমানে আমাদের দেশের তাঁতিরা কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে তা আমার জানতে বাকী নাই। আর পাড়াগাঁয়ের এই সব কুটির শিল্পীদের দুরবস্থা কেমন করে ঘোচাতে পারা যায় তাই শিখবার জন্যই তো আমার ট্রেণিংএ যাওয়া।

মাধবী। না, না, তা আর তুমি পারবে না ব্রজেন দা, সে আর হবার নয়, পাড়াগাঁয়ের তাঁতি, কামার, কুমোর, এদের জাত

ব্যবসায় আর পেট ভরবে না, এদের এখন চাকরীর সন্ধান করতে হবে।

ব্রজেন। এ কথা আমি বিশ্বাস করি না মাধবী। সাত পুরুষের পেশা ছেড়ে একমুঠো ভাতের জন্য এরা পরের কাছে গোলামি করবে, এ হ'তেই পারে না। যে কোন প্রকারে হোক এদের দুঃখ দুর্দশা ঘোচাতেই হবে। এরা যাতে আবার এদের জাত ব্যবসাকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে।

মাধবী। না, না, তা আর তুমি পারবে না ব্রজেন দা, সে আর হবার নয়।

ব্রজেন। একটা কথা কি জানো মাধবী।

মাধবী। বলো,

ব্রজেন। আমার মন বলছে আবার আমরা আমাদের ব্যবসা অবলম্বন করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবো। আবার আমাদের সংসারে সুখ আসবে শান্তি আসবে, আবার আমরা প্রাণ খুলে হাসবো। তুমি বিশ্বাস করো মাধবী আমার এই রঙীন স্বপ্ন কখনও মিথ্যে হ'তে পারে না।

পরেশ। [হাতের কাজ বন্ধ করিয়া] তোমরা দুজনে তর্ক করো ভাই, আমাকে একবার বাইরে যেতে হবে। এই এক্ষুণি ঘুরে আসছি। [বাহির হইয়া যায়]

ব্রজেন। কি, চুপ করে রইলে যে? কি বলবে বলো।

মাধবী। কিন্তু স্বপ্ন তো স্বপ্নই ব্রজেন দা, স্বপ্ন কখনও সত্য হতে পারে না। তুমি গোড়াতেই ভুল করচো।

ব্রজেন। ভুল আমি করি নি মাধবী ভুল আমি করতে পারি না।

তোমাদের মত শিক্ষিতা মেয়েরাও যদি এই কথা ব'লে তা হ'লে আর কি বলবো !

মাধবী। আমার কথা শুনে তুমি রাগ করলে ব্রজেনদা ?

ব্রজেন। না, না, রাগ করবো কেন। আমার কথা হচ্ছে আমাদের ট্রেণিং সেণ্টারে আমি যে শপথ করেছি পাড়াগাঁয়ের এই সব চাষীর এবং কুটির শিল্পীর উন্নতির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হবো না। সে শপথ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেও কি এদের কোন উন্নতি করা সম্ভব হবে না ? আমাদের ট্রেণিং সেণ্টারে ব'সে এই গ্রামের যেরূপ আমি কল্পনা করেছি তা শুনলে তুমি আমাকে পাগল বলবে মাধবী।

মাধবী। না, না, পাগল বলবো কেন, তুমি বলো।

ব্রজেন। বম্বেতে বসে আমি কল্পনা করেছি একদিন এই গ্রামেই পল্লীর সত্যিকারের সৌন্দর্য আমরা দেখতে পাবো, গ্রামের চাষী, তাঁতি, কামার, কুমোর সবাই জাত ব্যবসা অবলম্বন করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করবে, গ্রামের সবার মুখে হাসি ফুটে উঠবে, গ্রামের বারোয়ারী পূজায় আবার যাত্রাগান হবে, কবি হবে, গ্রামে একটানা আনন্দের স্রোত বইয়ে যাবে। আমার গ্রামের এরূপ কি আমি সত্যিই কোন দিন দেখতে পাবো না ?

মাধবী। সত্যি বলছি ব্রজেনদা, প্রথমটায় তোমার কথা শুনে আমার হাসি পেয়েছিলো, ভেবেছিলাম অনেক বক্তার মত এও বুঝি, সেই গালভরা বক্তৃতা, কিন্তু সত্যি বলছি, সে ভুল ধারণা আমার ভেঙ্গে গেল ব্রজেনদা। তোমার মুখ দেখে আমি বুঝতে পারছি গ্রামের দৈন্য তোমার কাছে আজ অসহ্য হয়ে উঠেছে, গ্রামের জন্য তোমার মন আজ সত্যিই কাঁদছে, তোমার মত একজন দরদী

কর্মীর সাধনা কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। তুমিই পারবে ব্রজেনদা গ্রামের উন্নতি করতে।

ব্রজেন। আমার মন বলছে আমি পারাবো, কিন্তু

মাধবী। আবার কিন্তু বলছো কেন ?

ব্রজেন। কিন্তু আমরা চেষ্টা করলে তো সব কিছু করতে পারবো না।

মাধবী। তার মানে ?

ব্রজেন। তার মানে এই গ্রামের উন্নতি করতে গেলে মেয়ে ও পুরুষ সবাইকে কাজ দিতে হবে, মেয়েদের মধ্যেও সাড়া জাগাতে হবে, কিন্তু তা তো আমরা পারবো না।

মাধবী। পারবে না কেন ?

ব্রজেন। এখানকার মেয়েরা অশিক্ষিতা তার ওপর পুরুষরাও সংস্কার মুক্ত নয়, এই অবস্থায় আমাদের সমিতির সভ্যাদের দিয়ে মেয়ে মহলের কোন কাজ করা সম্ভব নয়, সম্ভব হ'তো যদি···

মাধবী। যদি ব'লে আবার থামলে কেন, বলো কি বলতে চাও,

ব্রজেন। আগে কথা দাও আমার একটা কথা রাখবে।

মাধবী। না জেনে আগে হ'তে কথা দিই কেমন করে, আমার দ্বারা যদি সম্ভব না হয়।

ব্রজেন। একমাত্র তোমারই দ্বারা সম্ভব মাধবী ; তুমি না পারলে এ গাঁয়ে আর কেউ পারবে না।

মাধবী। তা যদি হয় তা হ'লে কথা দিলাম, আমি রাখবো। এখন বলো কি বলবে।

ব্রজেন। তুমিও আজ আমার কাছে শপথ করো মাধবী যে আমাদের গাঁয়ের মেয়েদের উন্নতির জন্য তুমি কাজ করবে। তুমি যদি

মেয়েদেব দিকটা দেখ, তা হ'লে আমি জোর গলায় বলতে পারি যে এই গাঁয়েব উন্নতি আমবা কববোই।

মাধবী। এই কথা, তা এ আ'র এমন বেশী কথা কি হ'লো। এ বিষযে তুমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পা'রে ব্রজেনদা, যে মেয়ে মহলে যা কবা দবকাব তা আমি কববো।

ব্রজেন। বাস্ তা হ'লেই যথেষ্ট।

মাধবী। এখন কাজটা কি হবে তাইতো জানতে পাবলাম না।

ব্রজেন। কাল সকালে সমাজ শিক্ষাকেন্দ্রে সব কর্মীদেব ডাকা হযেছে কা'ল এ সম্বন্ধে আলোচনা কববো, আচ্ছা আমি এখন চলি, আরও অনেককে খবব দিতে হবে।

মাধবী। তা, হ'লে তোমাকে আ'র ব'সতে বলবো না।

[ব্রজেন উঠিযা বাহিব হইযা যায়—অপব দিক হইতে রুগ্না আদর প্রবেশ কবে।]

মাধবী। এসো, এসো, আদবদি এসো।

[আদব মাধবীব পাশে বসে।]

তারপব এখন একটু ভালো আছো তো ?

আদর। আর জ্বব তো আসে নাই তবে শবীব খুব দুর্বল।

মাধবী। অত কঠিন অসুখ থেকে উঠলে, সাবতে একটু সময় লাগবে বৈকি, আস্তে আস্তে দুবলতা কাটবে, হ্যাঁ, একটু করে দুধ খাচ্ছো তো ?

আদর। কি যে তুই বলিস মাধবী, দুধ খাবো। দুধ খাওয়ার কথা তুই বলিস কেমন কবে ভেবে পাই না। ছোট ছেলেটা দিনে দিনে কঙ্কালসার হয়ে পড়ছে, তার মুখে এক কৌটা দুধ দিতে

পারি না, আর আমি তার মা হ'য়ে দুধ খাবো, তার চেয়ে আমার মরণ হওয়া অনেক ভালো মাধবী।

মাধবী। ছিঃ ওসব কথা মুখে আনতে নাই, মরণ হবে কোন দুঃখে।

আদর। বলি দুঃখের আর বাকীটা কি আছে, দুবেলা পেট পুরে খেতে পাইনে, পরনে দুখান কাপড় জোটেনা, ছেলের মুখে এক ফোঁটা দুধ দিতে পারি না, আর অসুখ হ'লে ভগবানের ওপর ভরসা করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। এই তো আমার অবস্থা।

মাধবী। বলি এই অবস্থা কি শুধু তোমার একার না প্রায় প্রত্যেকটি পল্লী বাসার ?

আদর। শুধু আমার কেন হবে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই এ অবস্থা। আমার কি মনে হয় জানিস মাধবী।

মাধবী। কি ?

আদর। তিলে তিলে এই ভাবে না খেয়ে না প'রে মরার চাইতে একটা বড় রকমের ভূমিকম্পে কিংবা মহাপ্রলয় হয়ে এই গরীব সমাজ একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় তা হ'লে সব দুঃখের অবসান হয়ে যায় ভাই, এই ভাবে দ'গ্ধে দ'গ্ধে মরতে হয় না।

মাধবী। অত অধৈর্য্য হ'লে তো চলবে না আদরদি, ধৈর্য্য ধ'রে কাজ করে যেতে হবে যাতে এই গরীব সমাজ আবার খেয়ে পরে মানুষের মত বেঁচে থাকতে পারে। ভগবান এত নিষ্ঠুর নন্ যে এই সমাজ একেবার ধ্বংস করে দেবেন।

আদর। তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, তোর কথা যেন সত্যি হয়। কিন্তু কেমন করে এই গরীব সমাজ যে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াবে তাই ভেবে পাই নে।

মাধবী। ব্রজেনদা ট্রেনিং নিয়ে গাঁয়ে ফিরে এসেছে, খবর রাখো।

আদর। কে যেন বলছিল, তাতে আমাদের কি লাভ ?

মাধবী। এই গাঁয়ের উন্নতির জন্য আজীবন সে কাজ করবে এই প্রতিজ্ঞা করেছে, পাড়াগাঁয়ের উন্নতির জন্য যত রকম উপায় আছে সব সে কাজে লাগাবে। ব্রজেনদার কাছে আমিও যে আজ প্রতিজ্ঞা করেছি।

আদর। তুই আবার কি প্রতিজ্ঞা করলি ?

মাধবী। আমরা দুজনে এক যোগে গ্রামের কাজ করবো, ব্রজেনদা দেখবে পুরুদের দিক আর আমি দেখবো মেয়েদের দিক।

আদর। [হাসিয়া] এক যোগে কাজ করবি ?

মাধবী। ওকি ! তুমি হাসছো কেন আদর দি ?

আদর। বলি হাসবো না তো কাঁদবো না কি, শোন্ মাধবী ;

মাধবী। বলো,

আদর। ছেলে মানুষী করিস্ না।

মাধবী। তার মানে ?

আদর। তার মানে তুই এখানে কাজ করতে পারবি না। এখানে একযোগে কাজ করা অত সহজ নয়। একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবি না।

মাধবী। তুমি নিঃসঙ্কোচে বলো আদর দি আমি কিছু মনে করবো না।

আদর। বহুদিন পর তোরা নতুন করে পাড়াগাঁয়ে আসছিস, পল্লীর সুজলা, সুফলা রূপ শুধু বইএর পাতাতেই দেখেছিস, এর ভেতর-কার ভয়ঙ্কর রূপ তো দেখিস নাই ?

মাধবী। ভেতরকার ভয়ঙ্কর রূপ আবার কি রকম ?

আদর। এখানে ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের মিল নাই, প্রত্যেক গ্রামে

ঝগড়াঝাটি দলাদলি লেগেই আছে। কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না। বিপদের সময় ডাকলে কারও সাড়া পাওয়া যায় না। আর লোকের নামে কুৎসা রটিয়েই এদের আনন্দ। এই হ'লো এখানকার সমাজ, এখানে ভাল কাজ করবি কেমন ক'রে। যদি…

মাধবী। যদি আমার নামে অপবাদ দেয়, এই তো?

আদর। ধর, তাই। তা হ'লে কতক্ষণ এখানে কাজ করবি?

মাধবী। একটা কথা জেনে রাখো আদর দি, যদি নিজের আদর্শ ঠিক রেখে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাই তা হ'লে দুদিনেই তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। আর তা ছাড়া লোকের দুটো মুখের কথায় ভেঙ্গে পড়ার মত দুর্বল চিত্ত আমার নয়।

আদর। না হ'লেই ভালো। তবে এখানে কাজ করার কি অসুবিধে তাই বললাম।

মাধবী। অসুবিধের কথাও আমি ভেবেছি। কিন্তু এ কথাটাও তো ভাবতে হবে।

আদর। কি?

মাধবী। ভালো এবং মন্দ এই দুই নিয়েই তো সংসার। ভালো ও খারাপ এই দুইই চিরকাল পাশাপাশি থাকবে। কাজেই দেশের লোক খারাপ, কোন ভালো কাজ করা সম্ভব হবে না এই যুক্তির দোহাই দিয়ে যদি আমরা হাত গুটিয়ে ব'সে থাকি তা হ'লে কিন্তু মস্ত বড় ভুল করা হবে। আমরা কথায় কথায় যে রাম রাজত্বের উপমা দিই সেই রাম রাজত্বেও তো কৈকেয়ী ছিল, মন্থরা ছিল। এ কথাটা ভুললে তো চলবে না।

আদর। সব তো বুঝলাম মাধবী, এখন তোদের কাজটা কি হবে বল্ দেখি!

মাধবী। সমস্ত মেয়ে পুরুষ যাতে কাজ করে খেয়ে প'রে বেঁচে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করাই হবে প্রথম কাজ।

আদর। এটাই তো সব চেয়ে বড় কাজ মাধবী। দেখি কি কতদূর করিস, এইবার উঠবো ভাই।

মাধবী। হ্যাঁ বেলা পড়ে আসছে, ঠাণ্ডা লাগবে, এখন আর তোমাকে বসতে বলবো না।

আদর। বলি বলি করেও আসল কথাটা বলতে পারলাম না, কিন্তু না বললেও তো নয়।

মাধবী। কি বলতে চাও আদর দি, বলো, তোমার লজ্জা করার কোন কারণ নাই, আমি কিছু মনে করবো না।

আদর। মনে করলেও বলতে হবে, যার জন্য এই অসুস্থ শরীর নিয়ে ভিন্ পাড়ায় এসেছি, কথাটা হচ্ছে—তোর ঘরে বাড়তি চাল, আছে?

মাধবী। বাড়তি চাল, কতো?

আদর। সের আড়াই মতো, আমি আর কোথাও যোগাড় করতে পারলাম না। দিনের বেলায় ছেলে দুটো আধপেটা খেয়ে আছে। রাতের বেলার কোন যোগাড় নাই, তাই এই অসুস্থ শরীর নিয়ে তোর কাছে এসেছি মাধবী, জানি, তুই ফেরাতে পারবি না। সাধে কি আমি মরতে চাইছি মাধবী, বলি ইচ্ছে করে কি মানুষ মরতে চায়। দুঃখ যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখনই মরার কথা চিন্তা করে। তুই আজ আমায় শুধু হাতে ফিরিয়ে দিসনে বোন। [কাঁদিয়া ফেলে]

মাধবী। [অশ্রু সংবরণ করিয়া] তুমি কেঁদো না আদর দি, ভগবান নিশ্চয় মুখ তুলে তাকাবেন। আমি বলছি তোমার দুঃখ ঘুচবেই ঘুচবে। এ কষ্ট তোমার থাকবে না। হ্যাঁ, চলো আমি নিজেই তোমার বাড়ী চাল পৌঁছে দিয়ে আসছি। জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি—আমাদের শাস্ত্রে বলেছে। উঠো, সন্ধ্যা হলে গলি রাস্তায় যেতে অসুবিধা হবে।

[হাতে ধরিয়া আদরকে ওঠায় ও ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যায়]

পর্দা।

চতুর্থ দৃশ্য

জমিদার ধনঞ্জয় চৌধুরীর বৈঠকখানা।

ধনঞ্জয় চৌধুরী ও ব্রজেন পাশাপাশি বসিয়া—
ধনঞ্জয়ের মুখে গড়গড়ার নল।

ধনঞ্জয়। না, না, এতো ভালো কথা নয় ব্রজেন, সত্যি বলছি এ তুমি ভুল করচো, তোমার ওই ট্রেনিং তোমার নিজের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ কর, তা তোমার কি বলে এই সব তাঁতিদের নিয়ে অমন করে মেতে উঠেছো কেন? ব্যাটাদের হাতে ভাড় না দিয়ে তোমার সুখ হচ্ছে না বুঝি?

ব্রজেন। এ আপনি কি বলছেন কাকাবাবু, তাঁতিরা যাতে মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচতে পারে তার জন্যই তো এই তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি গড়বার পরিকল্পনা, ওদের হাতে ভাঁড় দেব কেন?

ধনঞ্জয়। বলি ভাঁড় দেবে না? আচ্ছা তাঁতি তাঁতি করে যে খুব চেঁচাচ্ছো তা ও বেটারা তো নিরেট মুরুখ্যু, 'ক' লিখতে কলম

ভাঙ্গে, ওদের সরকারী সমিতির সভ্য করে দেনা দিয়ে শেষকালে যা দুচার কাঠা জমি জমা আছে তাও নীলামে চড়িয়ে ডেকে নেবে মনে করেছো না কি ? না, না, তোমার এ চাল্ তো সুবিধের নয় বাপু, এমনি করে তাঁতিদের সর্বনাশ করা কি ঠিক হচ্ছে। ছিঃ তোমাকে এই গাঁয়ের একজন ভালো ছেলে ব'লে জানতাম।

ব্রজেন। আপনি নিজেই এই সমিতি সম্বন্ধে কিছু বোঝেন নি কাকাবাবু তাই ও কথা বলছেন। সমিতি থেকে ওদের ক্ষতি হবার কোন রকম আশঙ্কা নাই বরং একযোগে ওরা যদি কাজ করে তা হ'লে সরকারের কাছে ওরা অনেক রকম সাহায্য পাবে।

ধনঞ্জয়। কি রকম, সরকার আবার ওদের কি সাহায্য করবে ?

ব্রজেন। সেই কথাটাই তো আপনাকে বলতে এসেছি। প্রথম কথা হচ্ছে—সব তাঁতিরা মিলে যদি সমবায় সমিতি গঠন করে তা হ'লে নিজেরা যে পরিমাণ চাঁদা তুলবে সরকার এই সমিতিকে তার দশগুণ টাকা ধার দেবে।

ধনঞ্জয়। কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না তো।

ব্রজেন। ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। মনে করুন এই গ্রামের পঁচিশ জন তাঁতি দশ টাকা করে চাঁদা দিয়ে আড়াইশো টাকা তুলে সমিতি করলো। তখন সরকার ওই সমিতিকে আড়াইশো টাকার দশগুণ অর্থাৎ সমিতিকে আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত কর্জ দেবে। তাঁতিরা ওই টাকা নিয়ে পাইকারী দরে সূতো কিনে কম খরচায় কাপড় বুনতে পারবে। এইবার বলুন, সমিতি করে ভালো করচি না খারাপ করচি। এ ছাড়া আরও অনেক রকম সাহায্য পাওয়া যাবে।

ধনঞ্জয়। ওই দেনা ছাড়া আবার কি সাহায্য পাওয়া যাবে।

ব্রজেন। দেনাটাইতো সব নয় কাকাবাবু, দেনা ছাড়াও বহু রকমের সাহায্য পাওয়া যাবে।

ধনঞ্জয়। কি রকম ?

ব্রজেন। তা হলে শুনুন, আমি এক এক করে বলে যাই।

ধনঞ্জয়। বলো, শুনি তাঁতিদের কি কি উপকার করবে।

ব্রজেন। প্রথম—সমিতির সভ্যরা যাতে ভালো কাপড় বুনতে পারে তার জন্য দরকার হলে সরকারের সুদক্ষ বয়ন বিশেষজ্ঞ এসে কাপড় বোনা শিখিয়ে দেবে, শুধু তাই নয়, নতুন নতুন তাঁতের ব্যবহার, রং তৈরী করা এবং নতুন নতুন জিনিষ তৈরী করা শিখিয়ে দেবে, দরকার হ'লে কণ্ট্রোল দরে দরকার মত সূতো সরবরাহ করবে। এই রকম অনেক সাহায্য আমরা পাবো যদি শিল্প সমবায় গড়ি।

ধনঞ্জয়। মেনে নিলাম তোমার কথা ঠিক, কিন্তু তা হলেও তো বড় রকমের একটা প্রশ্ন থেকে যায়।

ব্রজেন। আবার কি প্রশ্ন থেকে যায় ?

ধনঞ্জয়। তাঁতিরা না হয় ঋণ পেয়ে সূতো কিনে কাপড় বুনলে, তারপর, ওই কাপড় বিক্রী করবে কোথায় ? শুধু কাপড় বুনতে পারলেই তো আর কাজ হলো না, বিক্রীর ব্যবস্থা করা চাই।

ব্রজেন। তারও ব্যবস্থা করা হবে কাকাবাবু, এখানে শিল্প সমবায়ের নিজের দোকান থাকবে, ওই দোকান থেকে শিল্প সমবায়ের তৈরী জিনিষ বিক্রী হবে। তা ছাড়া—

ধনঞ্জয়। তা ছাড়া বলে আবার কি যেন বলবে মনে হচ্ছে।

ব্রজেন। তা ছাড়া এ দেশের সব সহরেই সমবায় সমিতির বিক্রয়

কেন্দ্র আছে। আমাদের তৈরী জিনিষ সেই সব কেন্দ্র থেকে বিক্রী হয়ে যাবে।

ধনঞ্জয়। কিন্তু কথা হচ্ছে কি—মিলের জিনিষ বাজারে থাকতে বেশী দামে তোমার ওই সমবায় সমিতির জিনিষ লোকে কিনবে কেন, এ দিকটা ভালো করে ভেবে দেখেছো তো ?

ব্রজেন। হ্যাঁ, তাও ভেবে দেখেছি বৈকি। সে দিক থেকে চিন্তার কোন কারণ নাই।

ধনঞ্জয়। কি রকম ?

ব্রজেন। তাঁতের কাপড় তৈরী করতে খরচ কিছু বেশী পড়ে এবং তার জন্য পাছে লোকে তাঁতের কাপড় না কেনে এইজন্য তাঁতের কাপড়ে টাকা প্রতি এক আনা থেকে তিন আনা পর্যন্ত রিবেট দেওয়া হয়। তাঁতের কাপড় কিনলে এই কমিশনের সুবিধাটা লোকে পাবে তো, আর তা ছাড়া এখন থেকে রঙীন শাড়ী, বিছানার চাদর, গামছা ইত্যাদি আর মিল থেকে তৈরী করতে দেবে না, কাজেই আপনি যা ভাবচেন তা সত্যি নয়। সমবায় সমিতির তৈরী কাপড় বিক্রীর জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই।

ধনঞ্জয়। বলো কি হে, আচ্ছা, আচ্ছা, হ্যাঁ, একটা কথা, তুমি বলচো শিল্প সমবায় থেকে রিবেট না কমিশন কি একটা দেওয়া হবে, ওই সমবায় সমিতি থেকেই দেবে তো ?

ব্রজেন। হ্যাঁ, তা আগে চিন্তা করবার কি আছে।

ধনঞ্জয়। একটু আছে বৈকি, বলি এই যে টাকা প্রতি এক আনা থেকে তিন আনা রিবেট, এই গাঁট গচ্চাটা দেবে কে, ওই মুরুখ্যু গরীব তাঁতিরাতো ? বাঃ ওদের পথে বসাবার বেশ ভালো ফন্দীই এঁটেছো তাহ'লে।

ব্রজেন। আমার বলা শেষ হোক তারপর যা বলবার বলবেন। আপনার চিন্তার কোন কারণ নাই। ওই টাকা তাঁতিদের টাকা থেকে দেওয়া হবে না। রিবেটের টাকা সরকার দেবে।

ধনঞ্জয়। বলি সরকারের এত মাথাব্যথা হ'লো কেন?

ব্রজেন। এটা মাথাব্যথা নয় কাকাবাবু, দেশের শিল্পও শিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখা দেশের সরকারের কর্তব্য। এই সব শিল্পী যদি ম'রে যায় তাহ'লে·········

ধনঞ্জয়। থামো, থামো ব্রজেন, এটা সভা বা সমিতি নয় যে রকম তোড়ে তুমি বক্তৃতা আরম্ভ করেছো তাতে—

[এমন সময় হন্তদন্ত হইয়া মাধবী প্রবেশ করে এবং কোন দৃকপাত না করিয়া ব্রজেনকে]

মাধবী। ব্রজেনদা, তুমি এইখানে, আর আমি সারা গাঁ খানা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমার কপাল আর কি।

ব্রজেন। কাকাবাবুকে আমাদের শিল্প-সমবায় সম্বন্ধে বোঝাচ্ছিলাম।

[ধনঞ্জয় মাধবীকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করিয়া]

ধনঞ্জয়। এ মেয়েটি কে ব্রজেন।

ব্রজেন। এ মেয়েটি হচ্ছে পরেশদার মাসতুতো বোন মাধবী। মেয়েটি কিছু লেখাপড়াও জানে তার ওপর বেশ বুদ্ধিমতী। মেয়ে মহলেও এরই মধ্যে বেশ কাজ করেছে।

ধনঞ্জয়। [বিস্মিত হইয়া] মেয়ে মহলে কাজ!

ব্রজেন। হ্যাঁ কাকাবাবু, মেয়ে মহলে কাজ। আমাদের গ্রামের মহিলা সমিতিতে তারপর ধরুন এই শিল্প সমবায়ে এরই মধ্যে ও অনেক সভ্যা যোগাড় করেছে।

ধনঞ্জয়। মেয়েদের সভ্যা করা হচ্ছে মানে?

ব্রজেন। মানে মেয়েদের আজ সভ্যা হওয়াও যে বিশেষ প্রয়োজন কাকাবাবু। নিঃস্ব অসহায়া মেয়েদের যাদের বাড়ীতে ধরুন রোজগার করবার কেউ নাই তাদের সমিতির আওতায় নিয়ে এসে কাজ দিয়ে তারা যাতে সমিতির কাজ করে সংসার চালাতে পারে তার ব্যবস্থা করাই যে আমাদের প্রধান কাজ। এ এলাকার এটা একটা মস্তবড় সমস্যা।

ধনঞ্জয়। [গম্ভীর ভাবে] ওঃ বুঝেছি। তাহ'লে তোমরা এই গ্রামে ধুলোট করচো বল।

ব্রজেন। ধুলোট!

ধনঞ্জয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধুলোট। বলি মেয়েপুরুষে মিলে ড্যাং ড্যাং করে নেচে বেড়ানোকে কি দেশোক্ষয় বলবো? তোমার ওপর সত্যিই আমার ভালো ধারণা ছিল ব্রজেন কিন্তু এসব তুমি কি আরম্ভ করলে। আমাদের আর গাঁয়ে বাস করতে দেবে না মনে করেছো নাকি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ রামোচন্দ্র বলো। শেষকালে গাঁয়ের উন্নতি ব'লে একটা কেলেঙ্কারীর ঝড় বইয়ে দেবে মনে করেছো নাকি। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না মনে রেখো। একটা কথা জেনে রেখে দাও সমিতি সমিতি ব'লে তোমরা যতই জোট পাকাও, তোমাদের বিরুদ্ধে লড়বার মত ক্ষমতা আমার আছে। ছিঃ ছিঃ কালে কালে হ'লো কি!

মাধবী। আপনি ভুল বুঝছেন কাকাবাবু আপনি মস্তবড় ভুল করচেন।

ধনঞ্জয়। কি! আমার ওপর মাতব্বরী! তোর সাহস তো কম নয় দেখছি। শেষকালে তুইও আমাকে উপদেশ দিতে চাস্? এত সাহস তোর হ'লো কি করে?

মাধবী। [ধনঞ্জয়ের পা জড়াইয়া ধরে] না জেনে যদি অন্যায় করে থাকি আপনি আমাকে ক্ষমা করুন কাকাবাবু। আপনার পা ছুয়ে দিব্যি করে বলছি কোন অন্যায় কাজ আমরা করিনি।

ধনঞ্জয়। [জোরে পা টানিয়া লয়, মাধবী ধাক্কা খাইয়া দূরে ছিটকাইয়া পড়ে] স'রে যা অসভ্য বেহায়া কোথাকার। আমার পায়ে হাত দেবার মত দুঃসাহস তোর কেমন করে হ'লো। তুই কি এটাকে তাঁতিবাড়ী ভেবেছিস যে যা করবো তাই চলে যাবে ? হ্যাঁ, এরপর যদি কোনদিন এ বাড়ী ঢুকিস তাহ'লে তোর হাড় এক ঠাঁই আর মাস এক ঠাঁই করবো। [ক্রুদ্ধ হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে] কার সামনে দাঁড়িয়ে বেল্লিকপণা করা হচ্ছে তা বুঝতে পারচিস না ? মনে করেছিস ধনঞ্জয় চৌধুরী তোদের মত ইতর না ? শিল্প সমবায়! মহিলা সমিতি। সমিতির গুষ্ঠির নিকুচি করে তবে ছাড়বো, হ্যাঁ, ভ্যাখ্ এ বাড়ীর পক্ষে আর কোনদিন পা বাড়াবিনা তা-ব'লে রাখছি। এই বাড়ী মুখো যদি আর কোনদিন হস্ তাহ'লে গাঁয়ের বাস তুলতে হবে তা-ব'লে রাখছি। ধনঞ্জয় চৌধুরী যা বলবে তা করবে, তার কথার নড়চড় হয় না।

মাধবী। [কাঁদিতে কাঁদিতে] কোন অন্যায় কাজ আমি করিনি কাকাবাবু। ভগবানের নামে শপথ করে বলছি কোন অন্যায় কাজ আমি করিনি। কাকাবাবু ব'লে প্রণাম করতে গেলুম, আপনি লাথি মেরে সরিয়ে দিলেন, বয়েসে আমি আমার মেয়ের মত, আমাকে অভদ্র ভাষায় গালিগালাজ করলেন। আপনি আমার গুরুজন, আপনার অপমান আমার অলঙ্কার, কিন্তু আপনি —আপনি নিজেই আপনার পরিচয় রাখলেন।

ধনঞ্জয়। কি! আমাকে চোখ রাঙানো! বেরিয়ে যা।

মাধবী। হ্যাঁ, বেরিয়েই যাচ্ছি। তবে যাবার আগে ছোট মুখে একটা বড় প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি। এ কথা আপনার মুখ দিয়েই বলাবো যে বর্তমান যুগে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত চেষ্টার ফলেই দেশের উন্নতি হ'তে পারে। নারী শুধু অন্দরের বিলাসের সামগ্রী নয় কিংবা কাঁচের মত ঠুনকো নয়। নারীর শক্তি, সংযম এবং কর্মদেখে একথা আপনাকে বলতেই হবে। [এমন সময় কেনারাম একটা থাগ লইয়া প্রবেশ করে এবং একপাশে বসে] তাহ'লে আজ চললুম কাকাবাবু, এসো ব্রজেনদা আজ এখান থেকে কোন ফল হবেনা।

[দুজনে ধনঞ্জয়কে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া যায় ধনঞ্জয় পাথরের মত দাঁড়াইয়া থাকে, কিছুক্ষণ পর]

ধনঞ্জয়। দেখলে চকোত্তী, ওদের বাড় দেখলে। মনে করেছে গাঁয়ে যেন আর মানুষ নাই, যা ইচ্ছে তাই করবে। কিন্তু সেটি হ'তে দিচ্ছি না। আমার নাম ধনঞ্জয় চৌধুরী।

কেনারাম। কথা হচ্ছে—আপনি শুধু গাঁয়ের ইজ্জত আর মেয়েদের কথা ভেবেই অস্থির হয়ে পড়েছেন, আসল দিকটা তো আপনি চিন্তাই করেন নাই।

ধনঞ্জয়। আবার আসল দিক কি ?

কেনারাম। বুঝে দেখুন, এই গ্রামের তিন শো ঘর তাঁতিকে প্রায় দশ হাজার টাকা চোটা সুদে দাদন দেওয়া আছে।

ধনঞ্জয়। তা হ'লো কি ?

কেনারাম। ওরা যদি সমবায় সমিতি গঠন ক'রে সরকারের কাছে ঋণ পায় তা হ'লে এই দশ হাজার টাকা আদায় নাও হ'তে পারে আর এক থোকে যদি এই দশ হাজার টাকা আদায় হয়ও তা হ'লে

পরের মাস থেকে আপনার সুদের আয় এক পয়সাও থাকবে না। জমিদারী তো আগেই গেছে, এখন পুঁজি ভেঙ্গে খেতে হবে। আমার কথা ছেড়েই দিন, আমাকে তো হাত পা ধুয়ে বাড়ী যেতে হবে। এই গাঁয়ে যদি সমবায় সমিতি হয় তা হ'লে এই হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যত।

ধনঞ্জয়। তা এখন বুঝতে পারছি বৈকি, একদিন বলেছিলাম তাঁতি ব্যাটারা ভাতে মরেছে কিন্তু এখন দেখছি আমরাই ভাতে মরচি। কাল যে উল্‌টিয়ে গেল চক্রোত্তী। তা এখন কি উপায় করা যায় বলো দেখি।

কেনারাম। যে কোন উপায়েই হোক ওই শিল্প সমবায় সমিতি গড়া বন্ধ করতে হবে।

[বিপিন দাসের প্রবেশ]

বিপিন। বলি আজ আবার কি বন্ধ করচো ঠাকুর।

কেনারাম। আরে বিপিন যে, এসো, ব'সো, [বিপিন বসে] তারপর গাঁয়ের খবর বলো শুনি।

বিপিন। [বিস্মিত হইয়া] গাঁয়ের খবর, কই কিছু শুনি নাই তো। কি হয়েছে ?

ধনঞ্জয়। কথাটা ধরতে পারলে না বিপিন, বলি গাঁয়ে নতুন কিছুই হয় নাই ?

বিপিন। [চিন্তা করিয়া] কি আবার নতুন হ'লো ?

কেনারাম। তরুণ সমিতি, মহিলা সমিতি।

বিপিন। তা ও তো প্রায় মাস খানেক হয়েছে, নতুন হ'লো বলচো যে।

ধনঞ্জয়। শিল্প সমিতি, নতুন হয় নাই ?

বিপিন। তাই বলেন, তা সমবায় সমিতি তো এখনও হয় নাই।

কেনারাম। ও হওয়াই ধরো। আচ্ছা বিপিন, এই সমিতি হ'লে তোমার সুবিধে হবে না অসুবিধে হবে।

বিপিন। আমার তো হাত গুটিয়ে—যাবে ঠাকুর। কলকাতা থেকে সুতো কিনে এনে এখানকার তাঁতিদের চড়া দামে বিক্রী করি। যাদের ধারে বিক্রী করি তাদের থেকে লাভ তো নিই সুদটাও পুষিয়ে নিই। এখন ওরা যদি সমিতি করে কলকাতা থেকে সুতো আনায় তা হ'লে আমার ব্যবসা উঠেই যাবে।

ধনঞ্জয়। তা এর কোন ব্যবস্থা না করে চুপ চাপ বসেই আছো যে, নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারচো যে বিপিন।

বিপিন। সরকার থেকে যখন সমিতি গড়ছে, তখন আমরা আর কি করতে পারবো।

ধনঞ্জয়। বলি ও চকোত্তী, আমাদের বিপিনকে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে দাও। ওর অবস্থা ও যে আজ আমাদেরই সামিল।

কেনারাম। দেখ বিপিন, আজ আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে ওরা ওই সমিতি যাতে গড়তে না পারে তার জন্য সব রকম ভাবে ওদের কাজে বাধা সৃষ্টি করা।

বিপিন। ও সব রকম বললে তো বুঝতে পারবো না, এখন কি করতে হবে তাই বলো।

কেনারাম। তা হ'লে শোন, ওই সমিতির বিরুদ্ধে দল পাকিয়ে ওদের সমিতিতে কেউ যাতে যোগ না দেয় তার চেষ্টা করতে হবে। আর যদি দেখ সমিতি গ'ড়ে উঠবেই তখন ওর ভেতর ঢুকে ওর সর্বনাশ করতে হবে। আর ওই ব্রজেন আর মাধবী—ওদের নামে দুর্ণাম রটাতে হবে।

বিপিন। মিথ্যে করে ?

কেনারাম। হ্যাঁ, নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আজ ওদের নামে দুর্ণাম রটানো প্রয়োজন বিপিন। গঙ্গাজল আর তুলসীর পাতা খেয়ে সংসারে বাস করা চলে না। তা হ'লে বনে গিয়ে বাস করতে হয়। যদি গাঁয়ে বসে একমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকতে চাও তা হ'লে যা বললাম তাই করো। এ ছাড়া আর কোন পথ নাই।

ধনঞ্জয়। ভালো করে বুঝছো তো কি করতে হবে।

বিপিন। অমন করে বুঝিয়ে বললে কি আর বুঝতে না পারি।

কেনারাম। তা হ'লে তুমি বাড়ী ফেরার পথেই ওই ব্রজেন আর মাধবীর নামে দুর্ণাম রটাতে রটাতে যাও। যার সঙ্গে দেখা হবে তাকেই বলবে, আমাদের হাতে না মেরে ভাতে মারবার ব্যবস্থা করেছে ব্রজেন। কেমন, পারবে না ?

বিপিন। তোমাদের কথা মত কাজ বরাবর করে এসেছি, এবার ও করবো। দেখি কি হয়।

কেনারাম। এবারও ভালোই হবে।

বিপিন। এখন তা হ'লে উঠি।

কেনারাম আচ্ছা ভাই এসো।

ধনঞ্জয়। তোমার কি মনে হয় ?

কেনারাম। আর কিছু হোক আর না হোক, ওই সমিতিতে ও আর ঢুকতে পারবে না।

ধনঞ্জয়। এটাও একটা বড় কাজ। এখন সেরেস্তা তোল।

[বাহিরে যায়।

পর্দা

পঞ্চম দৃশ্য

সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র

কয়েকজন বয়স্ক তাঁতি গল্প করিতেছে।

১ম। বলি ও মোড়ল-এবার আমাদের দুঃখু ঘুচবে বলচো।

মোড়ল। বেজেন যা বলচে তা যদি সত্যি হয় তা হ'লে আবার আমাদের তাঁত চলবে।

২য়। আরে তুমিও যেমন, বেজেনের কথায় বিশ্বাস করলে।

মোড়ল। বিশ্বাস করবে না কেন, এ তো আর শুধু ওর মুখের কথা নয়। এই সমবায় সমিতি তো সবকার করচে।

২য়। সরকার করছে না ছাই করছে, ওসব ওর ভাঁওতা।

মোড়ল। হায় রে! যার জন্য করে চুরি সেই বলে চোর। কলিকাল আর কাকে বলে।

২য়। তার মানে?

মোড়ল। তার মানে—সে বেচারা কোন তেপান্তর থেকে টেনিং নিয়ে এসে গাঁয়ের তাঁতিদের বাঁচাবার জন্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমিতি খুলছে, আর তুমি বলচো কিনা এ তার ভাঁওতা।

২য়। তুমি অনর্থক আমাকে দোষ দিচ্ছ ভাই, তোমার এই সমিতি টমিতি আমি বুঝিও না আর বোঝবার চেষ্টা ও করি না। তবে লোকে যা বলচে তাই বললাম।

১ম। লোকে কি বলচে?

২য়। দেখ, আমার মুখে হাত দিলেও লোকের মুখ তো বন্ধ করতে পারবে না। লোকে ওই বেজেন আর মাধুর নামে আজ যাচ্ছে তাই বলচে।

১ম। আঃ, কি বলছে তাই বলো না।

২য়। বলচে—ওই বেজেন আর মাধু, দুজনে মিলে গাঁটাকে উচ্ছন্নে দিতে বসেছে। গাঁয়ের মান ইজ্জত তো আর থাকবেই না আর এই তিনশো ঘর তাঁতির হাতে ভাঁড় পড়বে।

মোড়ল। এ সব কথা কার মুখ থেকে শুনলে ?

২য়। কেন, আমাদের বিপিন খুড়োর কাছে। বিপিন খুড়োর মত মুরুব্বি লোকও আজ বলচে যে ওই দুটো বেহায়া ছোঁড়া আর ছুঁড়ী মিলে গাঁয়ের বারোটা, শুধু গাঁয়ের বারোটা নয়, গাঁয়ের মেয়েদের পর্যন্ত বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে, আর ও বলছিল—

১ম। আবার কি বলছিল ?

২য়। বলছিল, গাঁয়ের লোক এখনও যদি ওদের শায়েস্তা না করে তা হ'লে এই গাঁয়ের লোককে অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হবে। আমি নিজে খুড়োর মুখ থেকে শুনেছি। এর পর আর অবিশ্বাস করার কোন কারণ আছে।

মোড়ল। নিশ্চয়ই আছে।

১ম। বলো কি, আমাদের বিপিন খুড়োকে অবিশ্বাস করবো ?

মোড়ল। আজ তোমার ওই বিপিন খুড়োই বলো আর ওই জমিদার বাবুই বলো, কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। ওরাই তো যত নষ্টের গোড়া। মুখে ওরা যত মধুমাখা কথাই বলুক আর উপদেশই দিক, সব কিছু ওদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য।

ধনঞ্জ... [illegible]ার মানে ?

[illegible]তার মানে ? আমাদের সমবায় সমিতি যদি হয় তা হ'লে [illegible] আমাদের চোটা সুদে দাদন করতে এবং চড়া দরে সুতো [illegible]করতে পারবে না। তখন ওদের ব্যবসা উঠেই যাবে।

তাই ও সমিতি যাতে না হয় তার জন্য ওই সব যা তা কথা ব'লে আমাদের মন ভাঙাচ্ছে, এই সাদা কথাটা বুঝতে পারছো না।

২য়। কি ক'রে বুঝবো বল, বেজেন আর মাধুর নামে ফেনিয়ে ফেনিয়ে প্রত্যেকটি লোককে ধ'রে ধ'রে যে রকম ক'রে ওদের নিন্দে করতে আরম্ভ করেছে, তাতে ওরা যে নিজেদের কাজ হাসিল করবার জন্যই ওরকম করছে তা কিন্তু বোঝবার উপায় নাই।

মোড়ল। একটা সাধারণ কথা বুঝতে পারবো না কেন?

২য়। কি?

মোড়ল। আমাদের পরেশের বোন মাধু, গঙ্গাজলের মত পবিত্র, আমাদের সমাজের আদর্শ মেয়ে। তার নামে দুর্নাম যে দিতে পারে সে পারে না এমন কাজ নাই।

১ম। মাধুর নামে কেউ কিছু বললে তার নরকেও জায়গা হবে না, অমন পরোপকারী সবল মেয়ে আমাদের তাঁতিদের মধ্যে সত্যিই মেলে না।

মোড়ল। তা হ'লে? এমন মেয়ের নামে দুর্নাম যারা দিতে পারে তারা পারে না কি? একটা কথা।

২য়। কি বলো।

মোড়ল। ওদের বোল চালে যেন ভুলো না।

১ম। ওদের কথায় কেউ বিশ্বাস করে নাই মোড়ল, বিশেষ করে মাধুর নামে যাতা বললে কে ওদের ভালো বলবে, মুখ ফুটে হয় তো কেউ কিছু বলে না, কিন্তু মনে মনে সবাই অসন্তুষ্ট হয়। এই রে।

২য়। কি হ'লো?

১ম। ওই দেখ, বিপিন খুড়ো যে এই দিকেই আসছে।

মোড়ল। ওকে নিয়ে একটু মজা করি ছাখো না।

[ইতি মধ্যে বিপিন প্রবেশ করে]

মোড়ল। আরে এসো খুড়ো, এসো, ব'সো, এই এক্ষুণি তোমার নামে করছিলাম।

বিপিন। কি রকম, হঠাৎ আমার নাম করছিলে কি রকম।

মোড়ল। বলছিলাম খুড়ো আছে ব'লেই আমাদের গাঁয়ের মান ইজ্জত বজায় আছে। এসব মুরব্বি লোক যেদিন থাকবে না সেদিন তো ভুতে ভুত কিলোবে, গাঁয়ে বাস করা চলবে না।

বিপিন। ওঃ এই কথা। তা খুড়ো থাকলেও যা হবে আর না থাকলেও তাই হবে।

মোড়ল। ও কথা বলতে নাই খুড়ো, তোমরা যতদিন বেঁচে আছ আমরা পর্বতের আড়ালে আছি, পরম শান্তিতে বাস করছি খুড়ো।

বিপিন। কিন্তু কথা হচ্ছে এখন আর তোমাদের অমন করে লুকিয়ে থাকলে চলবে না। খুড়োর বয়েস হয়েছে তো, খুড়ো কত দিক সামলাবে, সব ঝামেলা এই খুড়োর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকলে ঠক্‌তে হবে তা ব'লে রাখছি।

মোড়ল। সে রকম ঝামেলা যখন আসবে তখন আমাদের যা করতো বলবে তাই করবো খুড়ো।

বিপিন। ঝামেলা এলে মানে? বলি ঝামেলার বাকিটা কি আছে?

১ম। এখন আবার ঝামেলা কি আছে খুড়ো ; এখন তো আমরা বেশ শান্তিতে বাস করচি। কোন অশান্তি নাই।

বিপিন। ন্যাকা সেজে ব'সে থাকলে আর বোঝাব কেমন করে।

২য়। সত্যি বলছি খুড়ো, আমরা কিছু জানি না।

মোড়ল। গাঁয়ে আবার নতুন কি হ'লো খুড়ো ?

বিপিন। বলি গাঁয়ে বৃন্দাবন হয়ে গেল, একেবারে লীলাক্ষেত্র।

মোড়ল। কি তুমি বলচো খুড়ো ?

বিপিন। খুড়ো কখনও মিথ্যে কথা বলে না। বলি তোমার ওই ব্রজেন আর মাধবী ওরা দুজনে গাঁটাকে লীলাক্ষেত্র করচে তার কোন খবর রাখো, নাকে তেল দিয়ে বেশ আরাম করে ঘুমুচ্ছো তো। দুদিন পর তোমার আমার বউও যে লীলা করে বেড়াবে সে খেয়াল আছে। তখন ঠেলাটা সামলাবে কে ? এখন থেকে তোমরা যদি এর কিছু বিধান না কর তা হ'লে তখন এই খুড়োর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ো না কিন্তু. তা আমি আগে থেকেই বলে রাখছি।

মোড়ল। ঠিক কথাই বলেছো খুড়ো, আমার ও দিকে খেয়ালই হয় নাই। আসল কাজের কথাই তো বলেছো। ছিঃ ছিঃ কালে কালে হ'লো কি, সত্যিই আজ গাঁয়ে বাস করা দায় হয়ে পড়েচে, শিল্প সমিতি না কি একটা করচে বলে ধাপ্পা দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছে।

১ম। ওই মাধু, আরে, ও যে আজ সকালেও আমাদের বাড়ী গিয়েছিল। আমার বউএর সঙ্গে সে কি গল্প, সে কি হাসি ঠাট্টা [হাসে]।

বিপিন। তুমি কোন মুখে হাসচো, লজ্জা করচে না ? দুদিন পর বউ যে বুড়ো আঙ্গুল দেখাবে।

২য়। মাধু তো ভাল মেয়ে জানতাম।

বিপিন। ওই ভালো জেনে বসে থাকো তা হলেই কাজ হবে।

মোড়ল। গাঁয়ের অত খবর আমরা রাখি না খুড়ো, আর রাখবার

দরকারই বা কি। তোমরা সব মুরুব্বি লোক যখন রয়েছো তখন গাঁয়ের কোন বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো আমাদের সাজে না।

বিপিন। মাথা তোমাদের ঘামাতে হ'বে না, কিন্তু কাজ তো করতে হবে।

১ম। নিশ্চয়ই, কাজ কি আমরা করবো না বলেছি, তুমি যা বলবে খুড়ো, আমরা তাই করবো। তুমি এত দিন কিছু বলো নাই, তা আমাদের কি দোষ।

মোড়ল। তা আমাদের এখন কি করতে বলো খুড়ো।

বিপিন। ওই বেহায়া ছুটোকে আগে গাঁ থেকে তাড়াও দেখি। ওই আপদ ছুটো গাঁয়ে থাকলে গাঁকে ঠিক রাখা যাবে না। তোমাদের প্রথম কাজই হ'লো যে কোন প্রকারে হোক ওদের গাঁ থেকে তাড়ানো।

২য়। কি করে তাড়াবো খুড়ো ?

বিপিন। ছলে, বলে, কলে, কৌশলে, যেমন করে পারো।

১ম। তাতো বুঝছি কিন্তু সেই কলা কৌশলটা শিখিয়ে দাও।

বিপিন। ওদের নামে দুর্নাম দিয়ে ওদের মন যদি বিষিয়ে দিতে পারো তা হ'লে আপনা থেকেই ওরা চ'লে যাবে। তা হ'লে আর লাঠি, ঠেঙ্গার দরকার হবে না।

২য়। ওদের মেরে তাড়াতে বলচো খুড়ো।

বিপিন। উপায় কি। গাঁয়ের স্বার্থটা তো আগে দেখতে হবে। গাঁয়ের ছেলে মেয়ে ওরা, এ ভাবে তাড়ানো যে অন্যায় তাও বুঝতে পারছি, কিন্তু কোন উপায় নাই। আমি অনেক ভেবেছি, দেখেছি এ গাঁয়ের মান ইজ্জত যদি বজায় রাখতে হয় তা হ'লে ওদের তাড়াতেই হবে। কোন উপায় নাই।

১ম। তাড়াতে যদি হয় খুড়ো তা হ'লে মেরে তাড়ানোই ভালো।

বিপিন। প্রথমেই মার ধোর করাটা কি ঠিক হবে। কলা কৌশলে যদি কাজ না হয় তখন দেখা যাবে।

১ম। কলা কৌশলে কাজ হবে না খুড়ো, তাতে ফল খারাপ হবে।

বিপিন। কেন?

১ম। কথা হচ্ছে ওই ছুঁড়ি যে ডাইনী। আমাদের বউদের ও বস্ করে ফেলেছে। কলা কৌশল ক'রে তাড়াতে গেলে বউরাও হয় তো সঙ্গেই চ'লে যাবে, তা হ'লে এ বয়েসে যে আর বিয়ে হবে না খুড়ো। তখন এ কূল ও কূল দুকূল যাবে। তার চেয়ে বরং মেরেই তাড়াই খুড়ো। মারের ভয়ে বউরা বাইরে যেতে সাহস করবে না।

বিপিন। আমার সঙ্গে রসিকতা করা হচ্ছে বুঝি।

১ম। রসিকতা নয় খুড়ো, যা সত্যি তাই বলচি। আজ মাধবীর কথায় এই গাঁয়ের সব মেয়ে বৌ উঠে বসে তা জানো?

মোড়ল। আমাদের খুড়ী ঠাকরুণ বসে?

১ম। দেখলে, আমার বলতে ভুল হয়েছে, আমাদের খুড়ী ঠাকরুণ, জমিদার গিন্নীর মত দুচার জন ছাড়া।

মোড়ল। কাজেই বুঝচো তো ছলা কলায় কোন কাজ হবে না। ছলা কলা ওরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী জানে।

বিপিন। এইভাবে অপমান করবার জন্য কথা তুললে তা আমি বুঝতে পারি নাই। আজ আমার মত মুরুব্বি লোককে অপমান করতেও তোমাদের বাধচে না দেখচি। কালে কালে হ'লো কি, ছিঃঃ ছিঃ ছিঃ গাঁয়ের কপালে ঝাঁটা, গাঁয়ের মুখে আগুন।

১ম। তুমি অনর্থক আমাদের ওপর রাগ করচো খুড়ো, ও অন্যায় তো

কিছু বলে নাই। আজ ব্রজেন মাধবীর কথায় দু'চারজন স্বার্থপর লোক ছাড়া বাকী সবাই ওঠে বসে, বলবে ওরা পাপ করচে। কিন্তু তোমাদের পূণ্যের জোরে ওদের পাপে এ গাঁয়ের কোন ক্ষতিই হবে না। তোমরা আরও কিছুদিন বেঁচে থাকো খুড়ো!

বিপিন। এতখানি দুঃসাহস তোদের যে এইভাবে আমাকে অপমান করিস। আচ্ছা, আমিও দেখছি, কত দুধ দিয়ে ভাত খাস্ তোরা।

১ম। দুধ যে মোটেই জোটে না খুড়ো। তোমাদের মত দুধ ঘি খেতে পেলে সমবায়ের পথে পা বাড়াতাম না খুড়ো, কিন্তু খুড়ো যত দুধ ঘিই খাও, সমবায়কে রোধ করা আর তোমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। ব্রজেন আর মাধবীর নামে যা তা রটিয়ে সমিতি ভেঙে দেবার চাল আজ অচল খুড়ো, নতুন কিছু উপায় মাথা খাটিয়ে বার করতে পারো তো দেখ।

বিপিন। যত সব অসভ্য জানোয়ার, নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারলি, ঠিক আছে, সব শালাকে দেখবো, যত সব কুলাঙ্গার, পাজি, নচ্ছার, (রাগে গড়গড় করিতে করিতে বাহির হইয়া যায়)

১ম। বাছাধনকে এমন শুনিয়ে দিলাম যে আর কোনদিন যেখানে সেখানে যা তা বলতে সাহস পাবে না।

মোড়ল। ওদের তোমরা চেনোনা ভাই, নিজের স্বার্থ ওদের কাছে এত বড় যে তার বদলে দয়া, মায়া, কর্তব্য সব কিছু বিসর্জন দিতেও ওরা পিছ্‌পা নয়।

২য়। রেগে কাঁই হয়ে বেড়িয়ে গেল, চলো ওর পেছনে পেছনে যাই, দেখি কি করে।

(বাহির হইয়া যায়)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিল্প সমবায় সমিতির কর্মকেন্দ্র। ঘরের মাঝখানে চেয়ার টেবিল, এক পাশে একটা বেঞ্চ। টেবিলের এক ধারে বড় বড় খাতা খতিয়ান ইত্যাদি অপর দিকে কয়েকখানা রঙীন সাড়ী ঘরটিতে সমিতির কর্মীদের বোনা কয়েকখানা মনোমুগ্ধকর সাড়ী নমুনা হিসাবে টাঙাইয়া রাখা হইয়াছে। ঘরের একদিকে কয়েকটি বস্তা থাক্ দিয়া সাজানো অপর দিকেও ওইরূপ ভাবে কয়েকটি বস্তা সাজানো, ডানদিকে রাখা বস্তাগুলির প্রত্যেকটির মুখে কাগজের লেবেল দেওয়া আছে। ব্রজেন এক মনে চেয়ারে বসিয়া কাজ করিতেছে। এমন সময় সদানন্দ নামক একজন তাঁতি প্রবেশ করে।

ব্রজেন। কি খবর সদানন্দ দা ?

সদানন্দ। মেয়েদের যে সূতো দিয়েছিলে তা সব শেষ হয়ে গিয়েছে ব্রজেন, সূতোর অভাবে কাজ বন্ধ হয়ে আছে।

ব্রজেন। বলি সূতোর হিসেব রেখেছে তো ?

সদানন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ হিসেব রেখেছে বৈকি, সূতোর হিসেব দেখে কাপড় জমা নেওয়া হয়েছে। কাপড় জমা দেওয়াও তো হয়েছে। [একটা বস্তার কাছে আগাইয়া যায় এবং লেবেলে হাত দিয়া] এই যে এক হাজার পিস্ রঙীন সাড়ী, মহিলা শাখা থেকে কাল জমা দেওয়া হয়েছে। কাল তুমি ছিলে না তা জানবে কেমন করে।

ব্রজেন। ও তাই বলো, কাল জমা দিয়েছে। হ্যাঁ, কাপড়ের নমুনা বাইরে রেখেছো তো ?

সদানন্দ। তাই কখনও না রাখে, লাট ভেঙ্গে কি আর নমুনা দেখানো যায়। [টেবিলের ডানদিকে রাখা কয়েকখানা সাড়ীর ভিতর হইতে একখানা তুলিয়া লইয়া] এই দেখ মেয়েদের বোনা কাপড়ের নমুনা।

ব্রজেন [ভালো ভাবে কাপড়খানা পরীক্ষা করিয়া] বাঃ ভারী সুন্দর জমিন্ তো।

সদানন্দ এই তো কেবল সুরু ভাই। এখনও তো ছ মাস হয় নাই। একটা বছর যেতে দাও তারপর দেখো কি রকম কাপড় বোনে। মেয়েদের উৎসাহ দেখলে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয় ব্রজেন।

ব্রজেন। আমি তো আগেই ব'লেছিলাম মেয়েদের দ্বারা অনেক কিছু করানো সম্ভব, বিশেষ করে মেয়েদের কাজ দিয়ে অর্থ উপার্জনের পথ করে দেওয়া আজ অত্যন্ত প্রয়োজন। দেশের এটা একটা মস্ত বড় সমস্যা। এই কথা জমিদার বাবু, বিপিন খুড়ো, সতীশ মুখুজ্যেকে বলায় ওরা তো রেগে আগুন, ওঁরা মনে করেছিলেন আমরা বুঝি গাঁয়ে একটা অঘটন ঘটাতে চ'লেছি, জাহান্নামের পথ ব'লেছিলেন যে ওঁরা, ওঁদের দেখাও।

সদানন্দ। ওঁরা কি আর খবর রাখচেন না মনে করো, গোপনে গোপনে ওঁরা সব খবর রাখেন। হ্যাঁ আমাকে আর দাঁড়া করিয়ে রেখো না ভাই, মেয়েরা ব'সে আছে।

ব্রজেন। [বাঁদিকে রাখা বস্তার মধ্যে একখানা বস্তা দেখাইয়া] আচ্ছা ওই তিন নম্বর বস্তাটা নিয়ে যাও। [ফাইল হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া] এই নাও ওই বস্তার সুতোর চালান। ওখানে মাধবী রয়েছে তো?

সদানন্দ। হ্যাঁ সেই তো পাঠালে।

ব্রজেন। তা হলে মাধবীকে এই চালান দেখে সূতো জমা করে নিতে ব'লো, হ্যাঁ, আর যাকে যা দেবে তার হিসেব যেন লিখে রাখে।

সদানন্দ। সে কথা আর তাকে ব'লে দিতে হবে না, ঘুণ কেরাণীও ওর কাছে হার মানে, এতো হিসেব জ্ঞান।

ব্রজেন। এ কথা সত্যি সদানন্দ দা, মাধবী ছিল বলেই মহিলা শাখা খোলা সম্ভব হয়েছে।

[সদানন্দ বস্তার ভিতর হইতে তিন নম্বর বস্তা বাহির করিয়া মাথায় লয় এবং ব্রজেনের হাত হইতে চালান লইয়া বাহির হইয়া যায়, সদানন্দ বাহির হইয়া যাওয়ার পরই একটি বারো তের বছরের মেয়ে প্রবেশ করে নাম শিখা, শিখা প্রবেশ করিতেই]

ব্রজেন। কিরে শিখা, কি খবর ?

শিখা। [একখানি চিঠি বাহির করিয়া] মা আপনাকে এই চিঠি দিয়েছে কাকু।

ব্রজেন। [চিঠি পড়িয়া] এতো টাকা নিয়ে তোর মা কি করবে রে ? বলি চল্লিশ টাকা তোর মার পাঁওনা আছে তো ?

শিখা। তা আমি কেমন করে জানবো।

ব্রজেন। দাঁড়া, তোর মায়ের হিসেবটা দেখি, [একটা হিসাবের খাতা দেখিয়া] তোর মা ঠিকই লিখেছে, পঞ্চাশ টাকা পাওনা আছে, হ্যাঁ তা এত টাকা নিয়ে কি করবি। [শিখা হাসিতে থাকে] হাসছিস কেন, কি করবি বল্।

শিখা। তুমি বলো দেখি কাকু, এই টাকা নিয়ে মা কি করবে।

ব্রজেন। আমি যদি বলতেই পারবো তা হ'লে তোকে জিজ্ঞেস করবো কেন।

শিখা। [হাসিতে হাসিতে] জানলে কাকু, মা আমার দুল গড়িয়ে দেবে, আমার সব সঙ্গীদের কাণে দুল আছে, আমার দুল নাই ব'লে ওরা সবাই আমাকে ঠাট্টা করে।

ব্রজেন। বলিস কিরে, তা তোর সঙ্গীটি কে রে ?

শিখা। জমিদার বাবুর মেয়ে ঝরণা, সুমি আর লতা।

ব্রজেন। ঝরণা না হয় জমিদার বাবুর মেয়ে বুঝলাম, তা সুমি আর লতা কে ?

শিখা। সুমি হচ্ছে ওই বামুনপাড়ার, ওই যে বড় দাদু, হ্যাঁ, হ্যাঁ নাম মনে পড়ছে সতীশ মুখুজ্যে ওই সতীশ দাদুর মেয়ে।

ব্রজেন। আর লতা ?

শিখা। আমাদের বিপিন দাদুর মেয়ে।

ব্রজেন। বাঃ সঙ্গী জুটিয়েছিস্ ভালো।

শিখা। ওরা রোজ রোজ আমায় কি ব'লে রাগায় তা জানো।

ব্রজেন। আমি কেমন করে জানবো, আমি কি তোর সঙ্গী, তুই না বললে আমি জানবো কেমন করে।

শিখা। বলে দারিদ্র্যের বেটী, কাণে এক রত্তি সোণা পর্যন্ত নাই। ওর বাবা এমনি গরীব যে সামান্য এক জোড়া দুল পর্যন্ত গড়িয়ে দিতে পারে না। ইস্কুলের সব মেয়েদের সামনে এই ব'লে আমায় রাগায় কাকু, ওই সব কথা শুনলে আমার ভারী লজ্জা করে কাকু। [ব্রজেন গম্ভীর হইয়া যায়] কাকু ? [ব্রজেন উত্তর না দিয়া চিন্তা করে]

শিখা। বলি ও কাকু ? [ঠেলা দিয়া দিয়া] বলি ডাকচি তা শুনতে পাও না বুঝি। বলি তুমি কালা হয়েছো না কি ?

ব্রজেন। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] কালা হ'তে পারলে তো ভাল ছিলরে

শিখা, কালা হ'তে আর পারলাম কই, তুই যা বললি আমি সব শুনলাম্।

শিখা। আচ্ছা কাকু?

ব্রজেন। আবার কি বল্‌বি?

শিখা। তুমিই বলো তো কাকু সত্যিই কি আমরা গরীব?

ব্রজেন। দূর, গরীব হ'তে যাবি কোন দুঃখে।

শিখা। মাও তো তাই বলে।

ব্রজেন। তোর মা কি বলে রে শিখা?

শিখা। মা বলে আমি সমিতিতে কাজ করে মাসে আশি নব্বই টাকা পাই, তোর বাবা তাঁতের কাজ করে মাসে একশো টাকা রোজগার করে, তুই গরীবের মেয়ে হ'তে যাবি কোন দুঃখে। মাতো মিথ্যে বলে নাই কাকু, এখন তো আমরা আর কারও কাছে ধার দেনা করি না। আর গরীব হ'লে কেউ কখনও দুল গড়ায়, সত্যি কিনা তুমিই বলো কাকু।

ব্রজেন। [ধমক দিয়া] ছেলের মত হাত পা আর বুড়োর মত কথা। এসে থেকে যত সব বাজে কথা, [বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া দিয়া] এই নে, টাকা নে, এখন বিদেয় 'হ' দেখি। বাপ্‌রে রে বাপ, কি বুড়ো মেয়ে। [শিখা টাকা লইয়া বাহির হইয়া যায় এমন সময়] দুল্ গড়ানো হ'লে দেখিয়ে যাস্ যেন ভুলিস না।

শিখা। তা আর তোমাকে ব'লে দিতে হবে না। [বাহির হইয়া যায়]

ব্রজেন। [আপন মনে] কুসুমের মত পবিত্র শিশুর মনেও আজ এই চিন্তা ঢুকেছে এদের মনেও আজ সংশয় জেগেছে এরা কি সত্যিই

গরীব। ভগবান এ দৃশ্য আর কতদিন দেখতে হবে। মানুষের মধ্যে আবার কবে মনুষ্যত্ব দেখতে পাবো। [এমন সময় একজন তাঁতি প্রবেশ করে]

একজন তাঁতি। কই গো, কোন মাল আজ নবদ্বীপের হাটে নিয়ে যেতে হবে বলো, আর দেরী করলে ট্রেণ ধরতে পারবো না।

ব্রজেন। এলেই তো দেরী করে, তা আমি কি করবো, হ্যাঁ ক-হাজারের মাল নিয়ে যাবে।

তাঁতি। তোমার আছে কত ?

ব্রজেন। হাজার বিশেক হবে।

তাঁতি। এই তো সেদিন দেখলাম গুদাম খালি। এরই মধ্যে বিশ হাজার টাকার কাপড় জ'মে গেল।

ব্রজেন। এরই মধ্যে মানে প্রায় দিন বিশেক হ'লো।

তাঁতি। তাই কি কম ? কুড়ি দিনে বিশ হাজার টাকার মাল তৈরী চারটি খানি কথা নয়।

ব্রজেন। তুমি শুধু কাপড়টাই দেখচো, লোক দেখ, প্রায় নব্বই ঘর লোক মেয়ে পুরুষে কাজ করচে, যখন সবাই কাজ আরম্ভ করবে তখন তো মাসে এক লাখ টাকার ওপর কাপড় জমবে। কোথায় আছো তুমি।

তাঁতি। আমাকে তাড়াতাড়ি বিদেয় কর, দেরী করো না।

ব্রজেন। কত দেব ?

তাঁতি। আজ শরীরের বেশ জুত নাই, বেশী খাটতে পারবো না, ভালো মিহি মাল হাজার পাঁচেকের মত দাও।

ব্রজেন। ঠিক আছে, [একটা বস্তা দেখাইয়া] তা হ'লে এই টাই নিয়ে যাও, [ফাইলের ভিতর হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া]

এই নাও মালের ফর্দ, পাঁচহাজার টাকার মিহি সূতোর মাল আছে, গাড়ী এনেছো নাকি ?

তাঁতি। হ্যাঁ, বাইরে গাড়ী রেখে এসেছি, কেন ?

ব্রজেন। একটা কাজ করতে পারবে ?

তাঁতি। কি বলো।

ব্রজেন। [আর একটা বস্তা দেখাইয়া] এই বস্তাটা নিয়ে গিয়ে আমাদের দোকানে ফেলে দিয়ে যেও, ওখান থেকে এক গাঁট কাপড় পাঠাবার জন্য বলেছে, আবার কাকে দিয়ে পাঠাবো।

তাঁতি। তা ওই পথ দিয়েই তো যাবো, তা আর নিয়ে যাবো না কেন, আচ্ছা তোমাদের ওই সমিতির দোকানে দেখি সব সময় খদ্দের গিজ্ গিজ্ করচে, তা কি রকম মাল কাটে বলো দেখি।

ব্রজেন। নতুন তো, গত মাসে সাত হাজার টাকার বিক্রী হয়েছে।

তাঁতি। বাঃ ভালোই বিক্রী হয়েছে বলতে হবে, হ্যাঁ দেখেছো, তোমার সঙ্গে একবার কথা আরম্ভ হ'লে আর শেষ হ'তে চায় না, কই কোন বস্তা দোকানে দিতে হবে বলো।

ব্রজেন। [একটা বস্তা দেখাইয়া] ওই বস্তাটা দিয়ে দিয়ো, [তাঁতি ব্রজেনের নিকট হইতে তাহার মালের ফর্দ লইয়া দুই বারে দুইটি বস্তা লইয়া চলিযা যায়] এমন সময় হরেন, গোপাল ও কয়েক জন চাষী প্রবেশ করিতেই।

ব্রজেন। এসো, এসো, হরেন এসো, এই দেখেছো, তোমাদের ওখানে যাওয়ার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তোমরা সবাই দাঁড়িয়ে থাকলে যে, ব'সো, [হরেন ব্রজেনের পাশে চেয়ারে বসে, অপর সকলে বেঞ্চে বসে]

ব্রজেন। তারপর কি ব্যাপার বলতো।

হরেন। ওদের মুখ থেকেই শোন।

ব্রজেন। কি নীলমণি, কিছু বলবে?

নীলমণি। মাঠের ধান সব মরে গেল ব্রজেনদা।

ব্রজেন। কেন? ক্যানেলে তো জল ছেড়েছে।

নীলমণি। উত্তর মাঠে তো ক্যানেলের জল ওঠে না।

ব্রজেন। তাই নাকি?

হরেন। হ্যাঁ ব্রজেনদা, উত্তর মাঠটা উঁচু কিনা, ও মাঠে ক্যানেলের জল ওঠে না।

ব্রজেন। তা হ'লে?

নীলমণি। উত্তর মাঠ সেচ করার একটি মাত্র উপায় আছে।

ব্রজেন। কি?

নীলমণি। ওই পলাশ দীঘি, ওই পলাশ দীঘির জলে উত্তর মাঠ্‌টা সেচ করা যেতে পারে।

ব্রজেন। তা হ'লে তাই করো, কি আর করবে, একটু কষ্ট হবে তা ধান বাঁচাতে গেলে এটুকু কষ্টতো করতেই হবে, যখন এ ছাড়া আর উপায় নাই।

নীলমণি। কি যে বলো ব্রজেনদা; কষ্ট করা তো দূরের কথা মাঠের ধান বাঁচাতে যদি গায়ের রক্ত দিতে হয় আমরা তাই দিতে রাজী, কিন্তু—

ব্রজেন। তা হ'লে আবার কিন্তু কেন?

হরেন। কিন্তু পুকুরটি যে আমাদের জমিদারবাবু দখল করেচেন, সেচ করতে দেবেন না।

ব্রজেন। সে আবার কি রকম কথা হ'লো সেচের পুকুর অথচ সেচ করতে দেবেন না।

হরেন। সেচের পুকুর তো বটেই, কিন্তু জমিদারবাবু ওর মোণ বন্ধ করে দিয়েছেন, দু দিন পর বলবেন ও পুকুর থেকে কোন কালেও সেচ হ'তো না।

ব্রজেন। সরকারী সম্পত্তি এই ভাবে বাজেয়াপ্ত করবেন?

হরেন। করবেন মানে? করেছেন এবং এখনও করচেন।

ব্রজেন। তার মানে? আর কি কি দখল করচেন?

গোপাল। বলি বামুন পাড়া যাবার ওই রাস্তাটা কত চওড়া ছিল দেখেছো তো?

ব্রজেন। হঁ্যা দেখেছি তা হ'লো কি?

গোপাল। ওঁর খামার বাড়ীর কাছে রাস্তাটা কত সরু হয়েছে দেখেছো, ওই রাস্তার খানিকটা খামার বাড়ীর ভেতর ঢুকিয়েছেন, এখন ওই রাস্তায় এক খানা গাড়ী নিয়ে যাওয়াই দায় হয়ে পড়েছে।

হরেন। আবার ওঁর দেখা দেখি আর ও অনেকেই ওই কর্ম করেচে, ফলে গোটা রাস্তটাই সরু হয়ে গিয়েছে, আগে যে রাস্তায় দু'খানা গরুর গাড়ী আর মানুষ পার হতো আজ সেখানে কোন রকমে একখানা গাড়ী পার হয়।

গোপাল। দু দিন পর গাঁয়ে আর রাস্তা থাকবে না বুঝলে।

ব্রজেন। কেউ কিছু বলে না?

গোপাল। ঘরের খেয়ে বনের মোষ কে তাড়াবে, কার এত গরজ পড়েচে।

ব্রজেন। কিন্তু এতে তো সবারই অসুবিধা হচ্ছে।

হরেন। জানোই তো যে ভাগের মা গঙ্গা পায় না, এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

ব্রজেন। কথা হচ্ছে সেচের পুকুর থেকে যদি সেচ করতে না দেয়, সরকারী রাস্তা মেরে নিয়ে বাড়া করে—

গোপাল। আরও শোন।

ব্রজেন। আবার কি শুনবো।

গোপাল। সেদিন ঘোষ পাড়ার সরকারী টিউব ওয়েলের মাথাটি কে খুলে নিয়েছে।

ব্রজেন। অ্যাঁ! বলো কি! টিউব ওয়েলের মাথা খুলে নিয়েছে?

হরেন। অতো অবাক হবার কি আছে ব্রজেনদা, এ রকম ঘটনা এখানে প্রায়ই ঘটে।

গোপাল। ঘোষ পাড়ার জলকষ্ট দেখে অনেক লেখালেখি করে টিউব ওয়েলটি বসানো হয়েছিল।

হরেন। কিন্তু ঘোষ পাড়ার জলের মুখ যাদের সহ্য হ'লো না তারাই ওটাকে সরিয়ে ফেলেছে, এই সোজা কথাটা বুঝতে পারলে না।

ব্রজেন। তাও হ'তে পারে, আবার ওটাকে কেউ চোরা বাজারে বিক্রী করে দেবার জন্য সরিয়ে ফেলেছে এওতো হ'তে পারে।

হরেন। হ্যাঁ তাও হ'তে পারে।

ব্রজেন। খবরের কাগজে পড়োনা টেলিগ্রাফের তার চুরি, রেলের কামরার বাল্ব চুরি, ইলেকট্রিক লাইটের তার চুরি, এতো লেগেই আছে।

গোপাল। তা হ'লেই বোঝ ব্রজেনদা গাঁয়ের লোকের মন বোঝ, আর আমাদের হরেন বলছে সমিতি করে গাঁয়ের ভালো করবো। এই রকম সব ঘটনা যেখানে হয় সেখানে কি কখনও ভাল কাজ করা সম্ভব হবে।

হরেন। নিশ্চয়ই হবে, গাঁয়ের লোক যখন নিজেদের ভালো মন্দ

বিচার করতে শিখবে, যখন গাঁয়ের সবারই ভালো কি করে হবে এই নিয়ে মাথা ঘামাবে, শুধু নিজের স্বার্থটাই দেখবে না তখন গাঁয়ের ভালো করা নিশ্চয় সম্ভব হবে।

ব্রজেন। একটা কথা কি জানো ?

নীলমণি। বলো।

ব্রজেন। এই একটু আগে বললেনা ভাগের মা গঙ্গা পায়না।

নীলমণি। হ্যাঁ, তা হ'লো কি ?

ব্রজেন। সবাই যখন মাকে আপন ভাবতে শিখবে, তখন গঙ্গা দেওয়াতো তুচ্ছ ঘটা করে শ্রাদ্ধ করতেও আটকাবে না।

নীলমণি। তোমার ওই হেঁয়ালী আমি বুঝতে পারলাম না যা বলবে খুলে বলো।

ব্রজেন। এই গাঁয়ে আমাদের সবারই গাঁ ব'লে ভাবতে শিখতে হবে, এর রাস্তা ঘাট, স্কুল, টিউব ওয়েল, ক্যানেল সেচের পুকুর ইত্যাদি প্রত্যেকটি সাধারণের ব্যবহার্য জিনিষ বা প্রতিষ্ঠানকে আমাদের আপনার জিনিষের মত ভেবে তাকে দেখাশোনা করতে হবে, তার যত্ন নিতে হবে।

গোপাল। তা কি সম্ভব হবে ?

ব্রজেন। হরেন যা বলেছে তা সত্যি, সম্ভব একদিন হবেই।

গোপাল। একদিন মানে কবে ?

ব্রজেন। যে দিন গ্রামের প্রত্যেকটি লোককে সমাজ শিক্ষা দিয়ে সত্যিকারের মানুষ তৈরী করতে পারবে, সেদিন আর কেউ সরকারী পুকুরের সেচও বন্ধ করবে না আর রাস্তা মেরে নিয়ে বাড়ীও করবে না, বরং গ্রামের উন্নতির জন্য সবাই সাধ্যমত চেষ্টা করবে।

হরেন। কথায় কথায় দেরী হয়ে যাচ্ছি কাজের কথাটাই চাপা পড়ে গেল। এখন সেচের কি করা যায় বলো, চাষীরা তো আমাদের মুখের দিকে চেয়ে আছে, আমরা কিছু করতে পারি কি ?

ব্রজেন। নিশ্চয়ই পারি, সেচের পুকুরের সেচ বন্ধ করার অধিকার জমিদার বাবুর নাই। ওঁর কাছে গিয়ে সব কথা বলো, বোঝাবার চেষ্টা করো। অগত্যা সরকারকে সব কথা জানিয়ে টেলিগ্রাম করবে। উত্তর মাঠের হাজার বিঘে জমির ধান শুকিয়ে মরবে আর তিনি তাঁর খেয়াল খুসী মত সেচ করতে দেবেন না এ হতেই পারে না।

হরেন। শুনলে তো নীলমনি, তা হ'লে আর একদিন ওঁর বাড়ী গিয়ে ওঁকে বলবো, বোঝাবার চেষ্টা করবো, অগত্যা সরকারকে জানাতে হবে।

[এমন সময় মাধবী কয়েকখানা খাতা হাতে প্রবেশ করে। প্রবেশ করার সময় বাহির হইতে চীৎকার করে বেইমান সব বেইমান]

মাধবী। বেইমান, সব বেইমান, নেমকহারাম।

ব্রজেন। একি, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

মাধবী। না, না, মাথা খারাপ হ'তে যাবে কোন দুঃখে। সত্যি বলছি সব বেইমান সব নেমকহারাম।

ব্রজেন। কে ? আমরা ?

মাধবী। হ্যাঁ, আমরা ছাড়া আবার কে, এত বড় বেইমান এত স্বার্থপর সব···

ব্রজেন। হেঁয়ালী রেখে কি হয়েছে বলতো।

মাধবী। বলি বিপিন খুড়ো।

হরেন। ওঃ বিপিন খুড়োর কথা। তা ও তো চিরকালকার বেইমান। এ আর নতুন কথা কি হ'লো।

মাধবী। আরে বিপিন খুড়ো তো চিরকালকার বেইমান, সে কথা আর কে না জানে, আমি বিপিন খুড়োর কথা বলছি না।

ব্রজেন। তা হ'লে আবার বেইমান বলচো কাকে ?

মাধবী। তোমরা গাঁয়ের লোকের খোঁজ খবর রাখো না দেখচি। বলি গাঁয়ের খবর জানো ?

[ব্রজেন হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকে]

বলি 'হাঁ' করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলে যে, কিচ্ছু শোন নি ?

ব্রজেন। [চিন্তা করিয়া] কই না তো। নতুন খবর নতুন খবর না, নতুন কিছু শুনিনি।

মাধবী। বলি বিপিন খুড়োর ছেলে যে মরো মরো, শুনেছো ?

হরেন। অসুখ হয়েছে শুনেছি কিন্তু কাহিল বা মরো মরো তা তো শুনি নাই।

মাধবী। রক্ত বমি হয়ে শরীর রক্ত শূন্য হয়েছে। বর্ধমান থেকে আজ বড় ডাক্তার এসেছে। ডাক্তার বাবু বলেছেন ছেলেকে রক্ত দিতে না পারলে বাঁচানো যাবে না।

ব্রজেন। এতটা বাড়াবাড়ি হয়েছে তা অবশ্য শুনিনি। হ্যাঁ, তা উনি কলকাতায় রক্ত আনতে লোক পাঠিয়েছেন তো ?

মাধবী। সে সময় থাকলে চিন্তার কোন কারণ ছিলনা। তিন ঘণ্টার মধ্যে রক্ত দিতে হবে।

নীলমনি। তা হ'লে তো সত্যিই বিপদ। তিন ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা

থেকে রক্ত আনা অসম্ভব। তা হ'লে ওকে বাঁচাবার আর কোন উপায় নাই—আহা-হা-কি সুন্দর ছেলে।

মাধবী। উপায় আছে।

নীলমনি। উপায় আছে ?

মাধবী। হ্যাঁ, আর তাতেই বলছি বেইমান। বর্ধমানের ডাক্তার বাবু বলেছেন—এখানকার লোকের রক্ত হ'লেও চলবে। এখানকার লোক রক্ত দিলে ভয়ের কোন কারন নাই। রক্ত পরীক্ষা ক'রে যার রক্ত উপযুক্ত হবে সে রক্ত দিলেই ছেলেটির জীবন বাঁচে। তাই উনি ওঁর সব বন্ধুদের ডেকেছেন।

গোপাল। তা কোন কোন বন্ধু গেলেন ?

মাধবী। সেই কথাই তো বলছি, বন্ধুরা সব দুর্গাতলায় ব'সে জোট পাকাচ্ছে। সবারই রক্ত না দেওয়ার ইচ্ছা, কি করে পাশ কাটানো যায় সবাই সেই পরামর্শ করছে দেখলাম।

নীলমনি। বন্ধু ! এইবার বন্ধুদের ভালো করে জানুন। খুড়ো যে জমিদার বাবু, কেনারাম ঠাকুর, সতীশ মুখুজ্যে বলতে অজ্ঞান, ঠিকই হচ্ছে, যেমন লোক তেমনি তার শাস্তি।

ব্রজেন। ছিঃ ওকথা বলতে নাই। হাজার শত্রু হ'লেও তার বিপদের সময় সে আমাদেরই একজন। কারও বিপদের সময় কে কেমন লোক বিচার করতে নাই তা হ'লে আর মানুষের মনুষ্যত্ব রইলো কোথায়, চলো, আমরা চার জনেই ওঁর বাড়ী যাই।

নীলমনি। আমাদের চার জনকেই যেতে হবে ?

ব্রজেন। নিশ্চয়ই, কার রক্তে কাজ হবে তা তো পরীক্ষা না করলে বোঝা যাবে না, আমাদের চারজনকেই যেতে হবে।

মাধবী। আর আমি বুঝি এইখানে ব'সে থাকবো ?

হরেন। তোমাকে তো যেতেই হবে, অত কঠিন অসুখ সেবা শুশ্রূষা করার লোকের ও তো দরকার। বলা যায় না, পাড়ার লোক যে রাত জেগে ওর ছেলের সেবা করবে তা মনে হয় না।

মাধবী। তা হ'লে এখনই যাওয়া উচিত, যত শীগ্‌গির রক্ত দিতে পারা যায় ততোই ভালো।

ব্রজেন। ওঠো, ওঠো, এখন আর কোন কথা নয়।

[সকলে বাহির হইয়া যায়]

ব্রজেন। [যাইতে যাইতে] একেই বলে অন্ধ কুসংস্কার। মানুষকে যমের হাতে তুলে দেবে তবু মুখ ফুটে কিছু বলবেনা পাছে সম্মান নষ্ট হয়—পাছে কেউ কিছু বলে।

পর্দা

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিপিনের বৈঠকখানা ঘর

বিপিন অস্থিরভাবে পায়চারি করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে দরজার দিকে তাকাইতেছে যেন কাহারও আগমন প্রতিক্ষা করিতেছে—ঘরের মাঝখানে ডাক্তার চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিতেছেন মধ্যে মধ্যে হাত ঘড়ি দেখিতেছেন—ডাক্তারের সামনে টেবিলে কল্ বক্স ও অন্যান্য ডাক্তারী সরঞ্জাম।

ডাক্তার। [ঘড়ি দেখিয়া] কি হ'লো বিপিনবাবু? এখনও পর্যন্ত তো কারও দেখা নেই।

বিপিন। কি হবে ডাক্তারবাবু, খোকন আমার বাঁচবে তো?

ডাক্তার। আপনি অত অস্থির হচ্ছেন কেন বলুন তো? আপনি

ছেলের বাপ, আপনি অত নার্ভাস হয়ে পড়লে ছেলের মার কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছেন ? আমি এসেই তো বলেছি ভয়ের কোন কারণ নেই, আজকাল এরকম অসুখ সেণ্ট পারসেণ্ট সারচে। তবে এখন রক্ত দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। যাতে তাড়াতাড়ি রক্ত দেওয়া সম্ভব হয় আপনি বরং সেই চেষ্টা করুণ। এখন কি চিন্তা করার সময় ? এখন এক একটা মিনিটের দাম কত বোঝেন ?

বিপিন। আমার হাত পা সব যেন অসাড় হয়ে আসছে ডাক্তারবাবু, সত্যি বলছি আমি চোখে অন্ধকার দেখছি।

ডাক্তার। আপনি অনর্থক চিন্তা করছেন বিপিনবাবু, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনার খোকাকে আমি বাঁচাবো। আপনি যত শীগ্‌গির পারেন রক্ত দেবার লোক নিয়ে আসুন।

বিপিন। সকলকে খবর দেওয়া হয়েছে ডাক্তারবাবু তারা এলো ব'লে।

ডাক্তার। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি কিছু মনে করবেন না তো ?

বিপিন। না, না, কিছু মনে করবো না, বলুন ডাক্তারবাবু কি বলতে চান।

ডাক্তার। রক্ত দেবার জন্য যাদের আসতে বলেছেন তারা আপনার সত্যিকারের বন্ধু তো ?

বিপিন। বন্ধু মানে ? বলুন হরিহর আত্মা, আমার উপকারের জন্য তাদের যা করতে বলবো তারা তাই করবে, রক্ত দেওয়া তো তুচ্ছ কথা।

ডাক্তার। সেই রকম লোকই তো চাই। টাকা পয়সা বা অন্য কোন জিনিষ নয়। শরীর থেকে রক্ত যে দিতে পারে সেই হচ্ছে

প্রকৃত বন্ধু। সত্যিকারের দরদ না থাকলে রক্ত কেউ দিতে পারে না। আর সেই কারণেই জিজ্ঞাসা করলাম—যাদের ডাকতে পাঠিয়েছেন তারা আপনার সত্যিকারেও বন্ধু কি না।

বিপিন। তাদের ছাড়া আর কাকে ডাকবো ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার। কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি এক ঘণ্টার মধ্যে সকলকে হাজির করবেন বলেছিলেন। [নিজের হাত ঘড়ি দেখিয়া] কিন্তু প্রায় দেড় ঘণ্টা হ'তে চললো, অথচ এক জনেরও দেখা নেই। আমি বলছি কি, আপনি নিজেই বরং একবার যান।

বিপিন। আমাকে যেতে বল্‌ছেন ?

ডাক্তার। কিছু মনে করবেন না, দেরী দেখে আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, যাদের ডাকতে পাঠিয়েছেন তারা হয়তো আসবে না।

বিপিন। তা কক্ষনো হ'তে পারে না ডাক্তারবাবু, জমিদারবাবু, কেনারাম ঠাকুর, সতীশ মুখুজ্যে, এদের বাড়ী থেকে কেউ আসবে না!, এ হ'তেই পারে না, এ যে স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না।

ডাক্তার। কিন্তু দেরী হয়ে যাচ্ছে যে, অসময়ে রক্ত দেওয়া না দেওয়া সমান কথা। আমি বলছি আপনি নিজেই একবার যান্, সব কাজ লোক পাঠিয়ে হয় না।

বিপিন। ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন আমি নিজেই যাচ্ছি। [মঞ্চের মাঝখান হইতে উইংসের দিকে কিছুটা আগাইয়া গিয়া] ওই তো, যাকে পাঠিয়েছিলাম সে ফিরে আসছে, আমাকে আর যেতে হ'লো না। [এমন সময় যতীন প্রবেশ করে] কি ভাই যতীন ওঁরা সব আসছেন ?

[যতীন কোন উত্তর দেয় না]

বিপিন। কি? চুপ করে আছ কেন? কি হ'লো, ওঁরা সব আসছেন?

যতীন। কি উত্তর আমি আপনাকে দেবো দাদা।

বিপিন। তুমি কি বলচো যতীন, কি হয়েছে খুলে ব'লো। আমার হাত পা যে কাঁপছে!

যতীন। আপনি যাদের নাম করেছিলেন, তাদের প্রত্যেকের বাড়ী গিয়ে আপনার অনুরোধ জানিয়েছি কিন্তু কোন ফল হলো না। সবাই এক একটা ওজর দেখালেন। আসল ঘটনা যা বুঝলাম ওরা কেউ রক্ত দেবেন না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ আজ পর্যন্ত আপনি গ্রামের লোক চিনতে পারেন নাই। ওই সব স্বার্থপর লোকদের আপনি বিশ্বাস করেন, ধন্য আপনাকে।

বিপিন। ওদের ভেতর থেকে একজনও আসতে রাজী হ'লো না।

যতীন। না, চেষ্টার ত্রুটি করি নাই কিন্তু কোন ফল হলো না।

বিপিন। [কাঁদিতে কাঁদিতে] ভাই যতীন, আমার এই এত বড় বিপদে গাঁয়ে কি একজনও বন্ধু পাওয়া যাবে না, যে একটু রক্ত দিয়ে আমার খোকাকে যমের দরজা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। গাঁয়ের লোকের কোন উপকার কি আমি কোন দিন করি নাই? ভাই যতীন, তোমার দুটি হাতে ধরি, তুমি আর একবার আমার জন্য কষ্ট কর। তুমি আর একবার যাও ভাই, আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ। যদি টাকার দরকার হয়, যত টাকা লাগে আমি দেব ভাই, বিনিময়ে একটু রক্ত। আমার খোকাকে—এই ভাবে...না, না, এ হ'তে পারে না—এ হ'তে পারে না। তুমি যাও, দেখ শেষ চেষ্টা করে দেখ, আজ আমার বড় দুঃসময়,

এই দুর্দিনে তুমি আমায় একটু সাহায্য করো ভাই, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

যতীন। অতো ক'রে কি আর আমাকে বলতে হয়, কিন্তু আমি এখানে নতুন লোক আর গাঁয়ের লোকদের যে রকম নীচ মন দেখছি তাতে কিছু করতে পারবো ব'লে মনে হয় না। যাই হোক্ তুমি যখন বলছো তখন আবার আমি যাচ্ছি, দেখি কি করতে পারি। [বাহির হইয়া যায়]

ডাক্তার। এইবার সত্যিই আমায় ভাবিয়ে তুললেন বিপিনবাবু। আপনি একটু আগেই বললেন—যাদের ডাকতে পাঠিয়েছেন তারা আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এমন কি হরিহর আত্মা। অথচ তাদের ভেতর থেকে একজন এসে একবার খবর পর্যন্ত নিলে না যে ছেলেটা কেমন আছে। আশ্চর্য, এমন বন্ধু তো আমি কোন দিন দেখিনি।

বিপিন। আমিও তো সেই কথাই চিন্তা করছি। এদেরই তো আমি সত্যিকারের বন্ধু ব'লে এত দিন জেনে এসেছি।

[এমন সময় ব্রজেন, হরেন, গোপাল ও মাধবী প্রবেশ করে]

ব্রজেন। খুড়ো, শুনলাম খোকার নাকি খুব অসুখ।

বিপিন। খুব কাহিল বাবাজী, বাঁচবার কোন আশাই নাই।

মাধবী। এত কঠিন অসুখ হয়েছে—বর্ধমান থেকে ডাক্তারবাবু এসেছেন—আর আমাদের একবার খবরও দিতে পারো নাই? সমবায় করেছি বলে আমাদের কি এতই হীন ভেবেছো যে তোমার বিপদে আমরা ছুটে আসবো না।

ব্রজেন। চুপ্ করো মাধবী, এখন ও সব কথা বলার সময় নয়।

[ডাক্তারবাবুকে] ডাক্তারবাবু আমাদের রক্ত পরীক্ষা ক'রে দেখুন, কার রক্ত দেওয়া চলবে।

ডাক্তার। আপনারা ?

ব্রজেন। আমরা এই গাঁয়েরই মানুষ।

ডাক্তার। [টেবিলের উপর নামানো সমস্ত সাজ সরঞ্জাম লইয়া] আমার সঙ্গে ভেতরে আসুন। রক্ত পরীক্ষা করে রক্ত দেওয়ার কাজটা আগে সারি, আসুন।

বিপিন। [অবাক হইয়া] তো-তো-তোমরা রক্ত দেবে ?

মাধবী। দরকার হ'লে জীবন বিসর্জন দিতেও পিছ্‌পা হ'বো না, রক্ত তো তুচ্ছ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। [সকলে ভিতরে প্রবেশ করে—বিপিনও ভিতরে প্রবেশ করিতে যায়—ডাক্তার নিষেধ করে]

ডাক্তার। আপনি ওসব দেখতে পারবেন না বিপিনবাবু, আপনি এইখানে বসুন। বেশীক্ষণ লাগবে না, আমরা এক্ষুনি আসছি।

বিপিন। আমি একলা থাকবো ? আমি একলা থাকতে পারবো না ডাক্তারবাবু, আপনি বিশ্বাস করুন—আমার কিচ্ছু হবে না—আমি দেখতে পারবো।

ডাক্তার। ডাক্তার হিসাবে আমি আপনাকে যেতে দিতে পারি না বিপিনবাবু। আপনার কোন ভয় নাই, রক্ত যখন পাওয়া গেছে তখন খোকা আপনার সেরে উঠেছে ধরে নিন্। [ভিতরে চলিয়া যায়]

বিপিন। [একলা পায়চারি করিতে করিতে] উঃ কি ভুল আমি করেছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ ওদের সঙ্গে কি দুর্ব্যবহার আমি করেছি, মনে করলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। বন্ধু ! ধনঞ্জয় চৌধুরী,

কেনারাম চক্কোত্তী, সতীশ মুখুজ্যে আমার বন্ধু। ব্রজেন, হরেন, মাধু আমার শত্রু—হায়রে বন্ধুত্ব! বন্ধুত্বের কপালে ঝাঁটা।
[এমন সময় বিপিনের মেয়ে লতা প্রবেশ করে] একি! লতা তুই বাইরে এলি কেন রে? খোকার কাছে কে রয়েছে? ওরে কি হয়েছে বল্।

লতা। মাধুদা আমায় সরিয়ে দিলে বাবা, বললে খোকাকে আমি দেখছি তুই বাইরে গিয়ে বিশ্রাম কর্, কিছুতেই আমায় থাকতে দিলে না।

[বাহির হইয়া যায়]

বিপিন। কিছুতেই থাকতে দিলে না, তাতো দেবেই না গাঁয়ের কুলাঙ্গার মেয়ে, ওরা পারে না কি—ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি আমি করেছি, গাঁয়ের প্রত্যেকটি লোককে ধরে ধরে বলেছি ওই ছুঁড়ি গাঁয়ের সর্বনাশ করচে। [কাঁদো কাঁদো হইয়া] তা না হ'লে আমার ছেলের অত কঠিন অসুখ হয়। এসব ভগবানের পরীক্ষা, আমার পাপের উপযুক্ত শাস্তি।

[ইতিমধ্যে হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় ব্রজেনকে মাধবী ধরিয়া লইয়া আসে, এবং চেয়ারে বসাইয়া দেয় ডাক্তার পিছনে পিছনে আসে]

ব্রজেন। আর ভয়ের কোন কারণ নাই তো ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার। কার, আপনার?

ব্রজেন। আমার ভয় কিসের; বলছি খোকার বিপদ কেটেছে তো?

ডাক্তার। সময়ে রক্ত যখন দিতে পেরেছি তখন ক্রাইসিস কেটেছে ধরে নিন্। এখন আস্তে আস্তে সেরে উঠ্বে। আর চিন্তার কোন কারণ নাই।

ব্রজেন। এখন যেতে পারি ?

ডাক্তার। [নাড়ী পরীক্ষা করিয়া] স্বচ্ছন্দে। আর থাকার দরকার নাই।

মাধবী। ওরা সব খোকার কাছে থাকলো ব্রজেনদা, আমি একটু পর এসে ওদের ছেড়ে দেবো। ওঠো, সমিতি বন্ধ না করেই চ'লে এসেছি। আচ্ছা, চলি ডাক্তার বাবু, খুড়ো, তোমার কোন চিন্তা নাই। খোকা সেরে উঠলো বলে।

বিপিন। চিন্তা আমার যথেষ্ট আছে মাধু, তোরা নাই বললেই আমি শুনবো ;

মাধবী। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করো।

বিপিন। ডাক্তার বাবু, ইহকালের পথ তো পরিষ্কার করেছি পরকালে আমার কি হবে ? আমার জন্য কি নতুন করে নরক তৈরী হবে।

ডাক্তার। কি সব যাতা বলছেন। আপনার এখন মাথার ঠিক নেই।

বিপিন। যাতা আমি একবর্ণও বলি নাই ডাক্তার বাবু, যা বলছি তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আপনি জানেন না ডাক্তার বাবু ওদের সঙ্গে কি দুর্ব্যবহার আমি করেছি। মাধু, আমার এই মাধু মার নামে নিজে বানিয়ে মিথ্যে কলঙ্ক রটাতেও আমি বাকি রাখি নাই। ডাক্তার বাবু আমার গুণের কথা শুনবেন ? গ্রামের প্রত্যেকটি লোকের কাছে ওদের নামে মিথ্যে করে সব রকম অপবাদ রটিয়েছি, ওদের গাঁ থেকে তাড়াবার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করেছি। বলুন ডাক্তার বাবু যে পাপ আমি করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত কি ?

মাধবী। তার জন্যে তুমি কিছু মনে করো না খুড়ো, বরং আজ ধন্য আমরা যে তোমার ভুল ভাঙ্গাতে পেরেছি, এ ধারণা আমাদের ছিল খুড়ো যে, যা সত্যের এবং ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাকে মিথ্যে দিয়ে ধ্বংস করা যায় না। তুমি যে একদিন পরাজিত হবে তা আমরা জানতাম খুড়ো, এখন এ ধারণা তোমার হয়েছে তো যে এ গাঁয়ে যারা সমিতি বা সমাজ কেন্দ্র গড়চে তারা গাঁয়ের ভালোর জন্যই করচে।

বিপিন। ভালো মানে? বুকের রক্ত দিয়ে উপকার করা এ ক'জন পারে?

ব্রজেন। আমাদের সমিতির প্রত্যেকটি সভ্যই পারে।

বিপিন। ওরে তোরা তা বলতে পারিস, আজ আমার বুঝতে বাকি নাই কারা আমাদের সত্যিকারের বন্ধু, কারা গাঁয়ের সুসন্তান। কিন্তু যে পাপ আমি এতদিন ধরে করে এসেছি তার ক্ষমা···

মাধবী। ও কথা ব'লে আমাদের ছোট করো না খুড়ো। তুমি আমাদের গুরুজন, প্রণম্য। [ব্রজেন ও মাধবী প্রণাম করে]

বিপিন। ওরে তোরা তা বলতে পারিস। কিন্তু আমি কি তোদের আশীর্বাদ করতে পারি? ওরে সে ক্ষমতা কি আমার আছে?

ডাক্তার। ভুল যখন ভুল ব'লে ধরা দেয় বিপিন বাবু তখন হয়তো লজ্জার কিংবা অনুশোচনার কারণ হয় কিন্তু অপরাধ হয় না। এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি। আজকের দিনে এই সব তরুণ, তরুণীদের উৎসাহ দিয়ে এদের কাজে সাহায্য করবেন তা না করে এদের কাজে বাধা সৃষ্টি করে এদের নামে মিথ্যে দুর্নাম রটিয়ে কি ভুল আপনি করেছেন। আজ তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন।

বিপিন। কিন্তু আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ?

ডাক্তার। আমি করিয়ে দিচ্ছি। [বিপিনকে] ব্রজেন বাবুর হাতে হাত 'মেলান। [বিপিন হাত মেলায়] আজ থেকে আপনি ওদের শিল্প সমবায় সমিতির, ওদের সমাজ শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি যে সব জনকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান আছে তার একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে কাজ করবেন।

বিপিন। ওরা-ওরা আমায় নেবে ?

মাধবী। আমাদের সমিতির দরজা সব সময় সকলের জন্য উন্মুক্ত খুড়ো। আমরা গ্রামের সব লোককেই চাই।

ব্রজেন। আমাদের দুঃখ এই যে তোমরা আমাদের কাজ যাচাই না করেই মন্তব্য করো।

ডাক্তার। তা হ'লে আমার দেওয়া বিধান আপনি মেনে নিলেন তো ?

বিপিন। আপনার দেওয়া বিধান আমি মাথায় তুলে নিলাম ডাক্তার বাবু। আপনার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করচি যতদিন বাঁচবো আমার গ্রামের সমাজ শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য শিল্প সমবায় সমিতির জন্য কাজ করে যাবো। আজ ভুল আমার ভেঙ্গেছে ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার। আজ পর্যন্ত রোগীর বাড়ি গিয়ে শুধু রোগীই দেখেছি, আজ কিন্তু সত্যিকারের কাজ করার সুযোগ পেলাম, আমার পক্ষেও এ এক চরম সুযোগ।

পর্দা।

তৃতীয় দৃশ্য

ধনঞ্জয় চৌধুরীর বৈঠকখানা।

হরেন, গোপাল ও চাষীর একটি দল বৈঠকখানায় প্রবেশ করে
[ধনঞ্জয় চৌধুরী বাড়ীর ভিতর থাকায়]

হরেন। চৌধুরী কাকা তো বৈঠকখানায় নাই দেখছি।

গোপাল। ডাকো না, বাড়ীর ভেতর আছেন বোধ হয়, এখন আর যাবেন কোথায়।

হরেন। [দরজার দিকে আগাইয়া গিয়া জোরে জোরে] চৌধুরী কাকা, চৌধুরী কাকা।

ধনঞ্জয়। [ভিতর হইতে] কে, যাচ্ছি।

[বাহিরে আসিয়া হরেন, গোপাল ও চাষীর দল দেখিয়া]

ধনঞ্জয়। ও বাবা! সবাই একসঙ্গে যে, কি ব্যাপার?

হরেন। আসুন কাকাবাবু।

ধনঞ্জয়। তারপর অসময়ে দলবেঁধে এসে পড়লে কি ব্যাপার বলো দেখি।

হরেন। বলছিলাম কি, জলের অভাবে উত্তর মাঠের ধান সব ম'রে গেল কাকাবাবু।

ধনঞ্জয়। তা তো মরবেই, ও, মাঠে তো ক্যানেলের জল ওঠেনা, সত্যিই, আজ এক মাস হ'তে চললো, আকাশ থেকে এক ফোঁটা বৃষ্টি হ'লো না।

হরেন। উত্তর মাঠের হাজার বিঘে জমি আর যদি দু' তিন দিনের মধ্যে জল না পায় তা হ'লে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

ধনঞ্জয়। বুঝছি তো সব, কিন্তু উপায় ও তো কিছু নাই। সবই

ভগবানের ইচ্ছা। তুমি আমি চেষ্টা করে কি করতে পারি বলো।

গোপাল। কথা হচ্ছে—পলাশ দীঘিতে তো অনেক জল আছে। ওই দীঘির জলে কিন্তু ওই মাঠের ধান বাঁচানো যায়।

ধনঞ্জয়। তা কি করে হবে? ওখানে পোনা ফেলিয়েছি যে। ওই দীঘির জল তো ছাড়া চলবে না।

হরেন। মাছের জন্য যতটা জল রাখা দরকার তা তো রাখতেই হবে।

ধনঞ্জয়। না, না, ওই দীঘি থেকে সেচ করা চলবেনা, বরং ক্যানেল থেকে জল আনা যায় কিনা, চেষ্টা করে দেখ।

হরেন। ক্যানেলের জল তো উঠবেই না। উঠলে কি আর সরকার ক্যানেল কাট্‌তো না। কথা হচ্ছে—ওই দীঘির জল ছাড়া ও মাঠের ধান বাঁচাবার আর কোন উপায় নাই।

ধনঞ্জয়। না, না, ওই দীঘির জলে সেচ করা চলবেনা, অসম্ভব।

হরেন। কাকাবাবু?

ধনঞ্জয়। না, না, ও সব হবে না, তোমাদের মতলব আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু বুঝে দেখ, তোমরা ভুল পথে চলেছো।

গোপাল। আপনি কি বলছেন কাকাবাবু?

ধনঞ্জয়। আমি ঠিক কথাই বলছি, বলি, তোমরা আমাকে যত বোকা ভেবেছো, তা আমি নই, বুঝলে? তোমরা দল বেঁধে কেন এখানে এসেছ তা কি আমার বুঝতে বাকি আছে মনে কর? আমি কি কচি খোকা না কি? কিন্তু—কিন্তু ওকাজ করলে ফল খুব ভালো হবে না—খবরদার! ওকাজ যেন ক'রো না, ওই দীঘি থেকে জল নেবার সঙ্কল্প তোমরা ত্যাগ করো।

হরেন। তা হ'লে আপনি বলতে চান—হাজার বিঘে জমির ধান জলের অভাবে শুকিয়ে মরবে ?

ধনঞ্জয়। উপায় কি ? আর ধান মরবে ব'লে পরের পুকুর থেকে জল বের করে নিতে হবে, এটাও তো কোন যুক্তি নয়।

গোপাল। কিন্তু পুকুটাই যে সেচের পুকুর কাকাবাবু, আপনি জোর করে সেচ বন্ধ করে দিয়েছেন।

ধনঞ্জয়। কে বললে ?

গোপাল। সবাই জানে, যারা এসেছে, এদের জিজ্ঞাসা করুণ, এরা সবাই বরাবর সেচ করে এসেছে, বছর তিনেক হ'লো আপনি সেচ বন্ধ করে দিয়েছেন—অবশ্য এ তিন বছর জলের দরকারও হয় নাই।

ধনঞ্জয়। এই সব শয়তানী বুদ্ধি কোথায় শিখলি ?

গোপাল। শয়তানের কথা নয় যা সত্যি কথা তাই বলছি।

ধনঞ্জয়। তোমাদের মতলবখানা কি খুলে বল তো।

হরেন। কথাটা খুলে বলাই ভালো, শুনুন কাকাবাবু, ওই উত্তর মাঠের ধান বাঁচাতে হ'লে পলাশ দীঘি থেকে জল নিতেই হবে।

ধনঞ্জয়। জোর ক'রে ?

হরেন। জোর করার কথা কেমন করে উঠছে তাইতো ভেবে পাই না। সেচের পুকুর থেকে সেচ করবে এতে জোরই বা কোথায় আর জবরদস্তীই বা কোথায়, পুকুরটা সেচের পুকুর বটে তো ?

ধনঞ্জয়। না, ও পুকুর থেকে কোন কালে সেচ হ'তো না আর হবেও না, ওটা আমার নিজস্ব পুকুর।

হরেন। জন সাধারণের ব্যবহার্য পুকুরকে আপনি এই ভাবে দখল

করতে চান ? হাজার বিঘে জমির ধান তা হলে জল অভাবে শুকিয়ে মরবে ?

ধনঞ্জয়। তাই বলে আমার বুকে তোমরা মই দেবে ?

হরেন। দেখুন চৌধুরী কাকা, আপনার বুকে আমরা মই দিচ্ছি না। ভেবে দেখুন, আপনি কি করতে যাচ্ছেন, আপনার খেয়াল খুসির জন্য হাজার বিঘে জমির ধান শুকিয়ে মরবে আর ওই জমির মালিকরা সারা বছর হা-অন্ন হা-অন্ন করে ঘুরে বেড়াবে, সেটা কি ভালো হবে ?

ধনঞ্জয়। তা কি করতে হবে ?

হরেন। সেচের জন্য ওই দীঘির জল ছেড়ে দিতে হবে।

ধনঞ্জয়। এতখানি দুঃসাহস তোমাদের যে আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে—আমাকে আদেশ করো।

হরেন। এটা দুঃসাহসের কথা নয়। জনসাধারণের ন্যায্য দাবী, এ দাবীকে আপনি আপনার খেয়াল খুসিমত উড়িয়ে দিতে পারেন না, আর আপনি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও আমরা তা হতে দেবো না।

ধনঞ্জয়। তোমাদের কুলের কথা খুলে বলবো নাকি ? আমাকে ঘাঁটালে ফল খারাপ হবে তা বলে রাখছি। এ গাঁয়ের সবাই তোমাদের কীর্তিকলাপ জানে।

হরেন। দেখুন কাকাবাবু, আমাদের ওপর দোষারোপ করে, আমাদের দুর্নামের ভয় দেখিয়ে আমাদের সরিয়ে দিয়ে—জনসাধারণের ন্যায্য দাবী থেকে তাদের বঞ্চিত করবেন তা আমরা হতে দেবো না। ও মাঠের ধান বাঁচাবার জন্য ওই দীঘির জল আমাদের চাই-ই।

ধনঞ্জয়। কি করতে চাও তোমরা ?

হরেন। এই সমস্ত কথা সরকারকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে সেচের বন্দোবস্ত করবো।

ধনঞ্জয়। ক্ষমতা থাকে তো তাই করগে যাও। কে তোমাদের বারণ করেছে? কিন্তু হুঁসিয়ার,···যে ওই দীঘির বাঁধ কাটতে যাবে, ঘাড়ে আস্ত মাথা নিয়ে সে ফিরে আসতে পারবে না।

গোপাল। দেখাই যাবে, এস গো সব, এখানে থেকে আর কোন লাভ নাই। উনি ওঁর গোঁ ছাড়বেন না। আমাদের অন্য পথ দেখতে হবে।

[সকলে বাহির হইয়া যায়।

[ধনঞ্জয় চৌধুরী উত্তেজিত হইয়া পায়চারি করিতে করিতে]

ধনঞ্জয়। যত সব ডেপো ছোঁড়া—নালিশ করবো—না-না-না ওদের শিখিয়ে দিতে হবে যে ধনঞ্জয় চৌধুরী কারও চোখ রাঙানীকে ভয় করে না,—কারও জবরদস্তী সে সহ্য করবে না। উঃ। কি সর্বনেশে ছেলে সব, আমার মুখের ওপর বলে কি না ওই দীঘির বাঁধ কেটে জল নিয়ে জমি সেচ করবো, ধৃষ্টতারও সীমা থাকা দরকার। গাঁয়ের ছেলে বলে এতদিন কিছু বলিনি, কত লোক কত কথা বলেছে—আমি মুখ বুজে সব সহ্য করেছি, এখন বুঝতে পারছি, মারাত্মক ভুল করেছি। এতটা বাড়তে দেওয়া ঠিক হয়নি। শেষকালে আমাকে শাসন······

[এমন সময় চায়ের পেয়ালা লইয়া বন্দনা প্রবেশ করে]

বন্দনা। কি ঠিক হয় নাই বাবা?

ধনঞ্জয়। কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

বন্দনা। কেন? বাড়ীর ভেতরে চা তৈরী করছিলাম। কি হয়েছে?

ধনঞ্জয়। হবে আবার কি, সেই ছোঁড়াগুলো এসেছিল।

বন্দনা। কাদের কথা বলছো ?

ধনঞ্জয়। ওই যে, গুণ্ডার দল, বদমায়েস, গুণ্ডা, জোচ্চোর…

বন্দনা। কি বলচো বাবা ?

ধনঞ্জয়। ওই যে কি বলে—ওই সব সমিতির ওই বকাটে গুণ্ডার দল, হরেন, গোপাল আজ বাছাধনরা বুঝতে পারবে।

বন্দনা। কি হয়েছে খুলে বলোতো, নাও, নাও, আগে চা-টা খেয়ে নাও, তো, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

[বন্দনা চা দিলে ধনঞ্জয় চা পান করে]

বন্দনা। ওই সমিতির ছেলেরা আজ এসেছিল বুঝি ?

ধনঞ্জয়। ওদের আর ছেলে বলিস না, বল্ ধাড়ি মিন্সে, গুণ্ডার দল।

বন্দনা। খালি গুণ্ডা বদ্‌মায়েসইতো বলচো, কি হয়েছে তাই বলো।

ধনঞ্জয়। হবে আর কি, পলাশ-দীঘির বাঁধ কেটে জল নিয়ে জমি সেচ করবে, এতখানি দুঃসাহস ?

বন্দনা। তা করে তো করুক না, মাঠের ধানগুলো দাঁড়িয়ে মরবে।

ধনঞ্জয়। [ধমক দিয়া] থাম্, খুব হয়েছে, তোকে আর সর্দ্দারি করতে হবে না, এ সবের কি বুঝিস তুই ?

বন্দনা। কিছুই বুঝি না বাবা, তবে এইটুকু বুঝি যে ওই দীঘির জলে সেচ করলে উত্তর মাঠের ধান বাঁচানো যায়।

ধনঞ্জয়। তাতে আমার স্বার্থ কি ?

বন্দনা। সব কাজে যে তোমার স্বার্থ থাকতে হবে এমন কোন কথা নাই। বলি, গ্রামের এতগুলি চাষীর স্বার্থ কি তোমার স্বার্থ নয় ? গ্রামে বাস করতে হলে সবার স্বার্থই দেখতে হবে বাবা। আমার স্বার্থ যদি তুমি না দেখ, তোমার স্বার্থ যদি আমি না দেখি, তা হ'লে গ্রামে বাস করা কেন, বনে গিয়ে বাস করলেই হয়।

ধনঞ্জয়। তোকে উপদেশ দেবার জন্য ডেকেছি নাকি? যা, কাপ্ নিয়ে যা। স্বার্থ আজ বাছাধনরা বুঝতে পারবে, পঞ্চাশজন লাঠিয়াল পাঠিয়ে দিচ্ছি ওই দীঘির ধারে, তাদের মাথা না কেটে জল নিতে পারবে না।

বন্দনা। দোহাই বাবা, ওকাজ তুমি করো না। শেষকালে ফৌজ-দারী মামলা! রঘুরাম চৌধুরী যিনি জীবনে কখনও মিথ্যে কথা বলেন নি, তাঁরই বংশধর হয়ে ফৌজদারী মকর্দমা করবে? শেষ-কালে বটতলায় দাঁড়াবে? যত বয়েস বাড়চে ততো ভীমরতি ধরছে নাকি? না-না ও কাজ করা হতে পারে না।

ধনঞ্জয়। তাই বলে জোর করে জল নেবে বলছিস?

বন্দনা। তোমার যদি স্বত্ব থেকে থাকে তুমি স্বত্বের মামলা করো। অন্যায় তুমি সহ্য করবে কেন, কিন্তু কোর্ট কাছারী থাকতে নিজের হাতে শাসন ভার তুলে নেবে কেন? এ যে বে আইনী।

ধনঞ্জয়। কিন্তু মামলায় যদি হারি?

বন্দনা। তা হ'লে বুঝতে হবে—তুমিই অন্যায় করেছো। জোর করে অপরের স্বত্ব গ্রাস করতে যাচ্ছিলে।

ধনঞ্জয়। [উত্তেজিত হইয়া পায়চারি করিতে করিতে] ঠিক আছে, স্বত্বের মামলাই করবো। হ্যাঁ, আমার কাগজ পত্র গুলো নিয়ে আয়তো। কালই মামলা ফাইল করবো।

বন্দনা। বাবা?

ধনঞ্জয়। কি? 'হা' করে দাঁড়িয়ে থাকলি যে, কি বলতে চাস্?

বন্দনা। তোমার মুখ দেখলে আমি সব বুঝতে পারি বাবা, তুমি ভুলে যেয়োনা আমি তোমারই মেয়ে, কিন্তু ও কাজ তুমি করোনা বাবা।

গোপালদার সরলতার সুযোগ পেয়ে তার অপব্যবহার তুমি করো না।

ধনঞ্জয়। কি বলছিস তুই ?

বন্দনা। ভুল আমি এক বর্ণও বলিনি। সামনা সামনি না পেরে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে—যারা ভীরু, যারা কাপুরুষ, তুমি কেন তা করবে বাবা ? তোমার কিসের অভাব ? ছিঃ ওসব সঙ্কল্প তুমি ত্যাগ করো বাবা। আমি তোমার মেয়ে আমি যা বলবো নিশ্চয়ই তোমার ভালোর জন্যই বলবো। তুমি বুঝতে পারছোনা তুমি ভুল পথে চলেছো।

ধনঞ্জয়। তুই আমাকে কিচ্ছু করতে দিবিনা দেখচি, তোর জ্বালায়—মান সম্মান আর থাকবে না।

বন্দনা। তোমার একটা খেয়াল বা জেদের জন্য হাজার বিঘে জমির ধান শুকিয়ে মরতো, যাক্ ওসব আলোচনা পরে হবে, এখন বাড়ীর ভেতর এসো দিকি।

ধনঞ্জয়। কেনারাম এখনই আসবে ডাকতে পাঠিয়েছি একটু পর যাচ্ছি।

বন্দনা। এ সব বিষয়ে আর কিছু করবে না তো ?

ধনঞ্জয়। না, না, না, তোর হুকুম অমান্য করার সাধ্যি কি আমার আছে ?

বন্দনা। [হাসিতে হাসিতে চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইয়া] না থাকাই আমি চাই বাবা। [চলিয়া যায়]

[এমন সময় কেনারাম প্রবেশ করে—কেনারাম প্রবেশ করিতেই]

ধনঞ্জয়। কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

কেনারাম। তাগাদায় বেরিয়েছিলাম, কেন ?

ধনঞ্জয়। আবার কেন, সেই গুণ্ডাগুলো এসেছিল।

কেনারাম। গুণ্ডাগুলো, মানে ওই সমবায় সমিতির দল ?

ধনঞ্জয়। না, না, ওই যে কি ব'লে ওই চাষীর দল।

কেনারাম। বুঝেছি, হরেন আর গোপালের দল। ওই দীঘির জলের জন্য এসেছিল বুঝি ?

ধনঞ্জয়। হ্যাঁ, ওরা সরকারকে টেলিগ্রাম করে সব জানাবে ব'লে গেল। এখন কি করা যায় বলতো।

কেনারাম। নিজেরা কিছু করলে অনেক কিছুই করা যেতো, এখানে কিছু করতে যাওয়া তো বিপদজনক। দেখুন না ওরা কতদূর কি করে, পরের ব্যবস্থা পরে। [মাথায় হাত দিয়া চিন্তা করে]

ধনঞ্জয়। মাথায় হাত দিয়ে কি ভাবচো বলতো ?

কেনারাম। ভাবচি ক্রমশঃ আমরাই যে একঘ'রে হতে চলেছি। বিপিন অন্তত আমাদের দিকে থাকবে সে আশা ছিল। কিন্তু আজ তাকেও তো হারিয়েছি।

ধনঞ্জয়। কথা হচ্ছে—বন্ধুত্ব আছে ব'লে শরীর থেকে রক্ত দিতে হবে এমন কোন কথা নাই। এ তার অন্যায় রাগ। ও শুধু ওই রক্ত দেওয়াটাই দেখলে, ওর কোন উপকার কি আমরা করিনি চকোত্তী ?

কেনারাম। দেখুন বাবু, হাজার হ'লেও তাঁতি তো। তাঁতিদের সঙ্গে জোট বাঁধবে এতে আর অবাক হবার কি আছে। জাতের ধর্ম যাবে কোথায়।

ধনঞ্জয়। তা তুমি বলতে পারো চকোত্তী। কিন্তু একটা কথা,...

কেনারাম। কি বাবু ?

ধনঞ্জয়। নিজের ব্যবসা বাণিজ্য গুটিয়ে দিয়ে ওদের ওই সমবায় সমিতিতে তাঁত বুনবে বিপিন, এটা কি কেউ আশা করেছিল না আসা করা যায় ?

কেনারাম। তা যা বলেছেন বাবু, এটাও অবশ্য ভাববার কথা। কি করে যে কি হয়ে গেল বোঝা গেল না। সত্যি বলছি বাবু, প্রথম যেদিন ব্রজেন এসে সমবায় সমিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করলে, আমি তো হেসেই উড়িয়ে ছিলাম। গাঁয়ের সব লোক জোট বাঁধবে তারপর সমিতি হবে এবং সেই সমিতি থেকে গাঁয়ের উন্নতি হবে। কিন্তু আজ আমাদের চোখের ওপর অচল ও নতুন মিলিয়ে দেড়শো খানার ওপর তাঁত চালু করে দিয়েছে। গত হপ্তায় বিশ হাজার টাকার কাপড় ওরা চালন দিয়েছে।

ধনঞ্জয়। অ্যাঁ! বলো কি চকোত্তী ? বিশ হাজার টাকা।

কেনারাম। হ্যাঁ বাবু, শুনছি মাসে এক লক্ষ টাকার কাপড় ওরা চালান দেবে এবং তাও মাস খানেকের মধ্যেই। শিল্প সমবায় বলতে গ্রামের লোক সব অজ্ঞান। আমার কি মনে হয় জানেন বাবু ?

ধনঞ্জয়। কি মনে হয় চকোত্তী ?

কেনারাম। মনে হয় আমরাই যেন ঠকেছি, দেখতে গেলে আমরা দু তিন ঘর দল ছাড়া হয়ে রয়েছি। সমবায় কে বাধা দিতে গিয়ে আজ অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে সমবায়ই আমাদের সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে। ভুল গ্রামের লোক করে নাই বাবু, ভুল আমরাই করেছি বলে মনে হচ্ছে।

ধনঞ্জয়। ভুল, ভুল, এ তোমার ভুল ধারনা চকোত্তী। এ ধনঞ্জয়

চৌধুরী কখনও অত ভুল করতে পারে না। একটা কথা কি জান ?

কেনারাম। বলুন।

ধনঞ্জয়। বর্তমানে জনসাধারণের বাঁচবার পথই হ'লো সমবায়ের পথ। জনসাধারণকে বাঁচাতে হ'লে সমবায় আজ চাইই, আর এও সত্যি কথা যে একে কোন রকমেই রোধ করা যাবে না। আজ না হোক দু'পাঁচ বছর পর দেশের কৃষি কর্মই বলো আর কুটির শিল্পই বলো সব তোমার ওই সমবায় পদ্ধতিতেই হবে। তবে যতদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারি তারই চেষ্টা করছি।

কেনারাম। কিন্তু তার ফলে আমরাই যে হেরে যাবো বাবু, এক দিকে সরকার আর অগণিত জনসাধারণ আর এক দিকে মুষ্টিমেয় ধনী মহাজন, কতক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব।

ধনঞ্জয়। টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু এ ছাড়া দ্বিতীয় পথও তো খোলা নাই।

কেনারাম। কেন ? বিপিনের মত ওদের হাতে হাত মেলান।

ধনঞ্জয়। বিপিনের সঙ্গে আমার তুলনা করো না চকোত্তী। আমি ব্রাহ্মণ, আমার ব্যবসা তাঁত চালানো নয়। জাত ধর্ম সব বিসর্জন দিয়ে নিজের হাতে তাঁত চালাবো, তা হ'লে আর বেঁচে থেকে লাভ কি ব'লো ? সে আর আমার দ্বারা সম্ভব নয় চকোত্তী। তবে ওদের সমিতি যে চলবে না তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

কেনারাম। কি ক'রে বুঝলেন বাবু ?

ধনঞ্জয়। [মুচকি হাসিয়া] কি করে বুঝলাম ? দেখ চকোত্তী, মুখে যাই বলি, দেশের হাওয়া কোন দিকে তা কি আমি চিন্তা করি

না মনে কর ? সমিতি ওদের সত্যিই চলতো, আমাদের ক্ষমতা হ'তো না রোধ করবার, যদি ওদের মধ্যে পাপ না ঢুকতো। কিন্তু যে পাপ ওদের ওই নতুন সমিতিতে ঢুকেছে তাতে সমিতি আপনা থেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তুমি ছুটো দিন ধৈর্য ধরে দেখ।

কেনারাম। এরই মধ্যে পাপ ঢুকেছে ? এ সব কি বলছেন, সমিতি হ'লো তো এই সেদিন—এখনও ছ'মাস পার হয় নাই তা এরই মধ্যে পাপ ঢুকেছে। কই, আমি তো এ সবের বিন্দু বিসর্গও জানি না।

ধনঞ্জয়। জানবার চেষ্টা করেছো কোন দিন ? ওদের ওই সমিতিতে রাতের বেলায় মেয়েরা যাতায়াত করে, খবর রাখো ?

কেনারাম। রাতের বেলায় মেয়েরা যাতায়াত করে !

ধনঞ্জয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেয়েরা যাতায়াত করে। বলি আমাদের এই চৌধুরী পাড়ার মেয়েরাও নাকি যায় শুনছি।

কেনারাম। এ কথা কারও মুখে শুনেছেন না নিজের চোখে দেখেছেন ?

ধনঞ্জয়। নিজের চোখে অবশ্য এখনও দেখি নাই। তবে অনেকেই এই কথা বলাবলি করচে।

কেনারাম। একটা কথা, কিছু মনে করবেন না বাবু, আপনাদের চৌধুরী পরিবার সম্বন্ধে কোন কথা বলার আগে নিজে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। একটা বনিয়াদী বংশ তার নামে কিছু বলা অন্তত আপনার মত লোকের শোভা পায় না।

ধনঞ্জয়। এটা অবশ্য একটা কথার মত কথা বলেছো। ঠিক আছে, আজ সন্ধ্যা বেলায় তার পরীক্ষা হয়ে যাবে।

কেনারাম। কি পরীক্ষা করবেন ?

ধনঞ্জয়। আজ সন্ধ্যাবেলা ওদের ওই সমিতির আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবো যদি দেখি মেয়েরা ঢুকছে তা হ'লে ঢুকে পড়বো, হাতে নাতে ধরবো।

কেনারাম। তখন যদি অন্যায় কিছু দেখেন তা হ'লে আর অবিশ্বাস করার কোন কারণ থাকবে না। [এমন সময় আদর জ্যাঠামনি বলিয়া প্রবেশ করে ধনঞ্জয় চৌধুরী আদর প্রবেশ করায় বিরক্ত হয়]

ধনঞ্জয়। সময় নাই, অসময় নাই, সব সময়েই কাছারী ঘরে আসা। কি বল্‌তে চাস্ বল্।

[আদর চুপ করিয়া থাকে উত্তর দেয় না]

ধনঞ্জয়। কি? চুপ করে রইলি যে, কি বল্‌বি বল্ আমার অনেক কাজ আছে। অতো যখন লজ্জা তখন কাছারী ঘরে আসা কেন?

আদর। [মুখ কাঁচুমাচু করিয়া] পাঁচটি টাকা, খুব বিপদে পড়েই এসেছি জ্যাঠামণি।

ধনঞ্জয়। খালি টাকা, টাকা আর টাকা। টাকা ছাড়া আর কোন কথা নাই। বলি আমি কি টাকার গাছ, যে নাড়া দিলেই টাকা ঝ'ড়ে পড়বে?

আদর। খুব দরকার, আর আপনি ছাড়া কারও কাছে যেতে ভরসা হয় না জ্যাঠামণি।

ধনঞ্জয়। টাকা ধার করবার দরকার হ'লেই আপনি ছাড়া কার কাছে যাবো, জ্যাঠামনি ছাড়া আর কে দেবে, এই সব কথা। আত্মীয়তা উথ্‌লে পড়ে, কিন্তু তোর এই নিত্য নাই সংসার আমি কেমন করে চালাবো?

আদর। শুধু আজকের মত পাঁচটা টাকা ধার দিন জ্যাঠামনি, আজ আর কোন রকমে কিছুই যোগাড় করা সম্ভব হ'লো না।

ধনঞ্জয়। আগের পঁচিস টাকা পাবো মনে আছে ?

আদর। এত বড় নেমক হারাম ভেবেছেন আমাকে যে সে টাকার কথা ভুলে যাবো ?

ধনঞ্জয়। ওরে বাবা ! একেবারে ধর্মপুত্র যুধিষ্টির, হ্যাঁ-তা সেই অকাল কুষ্মাণ্ডটা কি করেছে ?

আদর। আপনার জামাই-এর কথা বলছেন ?

ধনঞ্জয়। হ্যাঁ তা-ছাড়া আর কাকে বলবো ? একটা অপদার্থ।

আদর। তার আজ তিনদিন জ্বর, উঠ্‌তে পর্যন্ত পারে নাই। একটা কথা জ্যাঠামণি হাজার অপদার্থ হোক্ তবু সে এই চৌধুরী বাড়ীর জামাই, তাকে ঠাট্টা করলে যে নিজের গায়েই থুথু ফেলা হবে।

ধনঞ্জয়। ও বাবা ! একেবারে টনটনে জ্ঞান দেখছি যে।

আদর। জ্ঞানের কথা নয় জ্যাঠামণি, আপনার সম্পর্কের কথা বলছি।

ধনঞ্জয়। তাই নাকি ? তা হ'লে এরপর কাকে কি ব'লে ডাকতে হবে তাও তোর কাছে জেনে নিতে হবে নাকি ? আর এতো যখন জ্ঞান তখন আত্ম সম্মান জ্ঞান থাকে না কেন ? এই ভাবে পরের কাছে টাকা ধার নিতে লজ্জা লাগে না ?

আদর। পরের কাছে ?

ধনঞ্জয়। পরের কাছে নয় ? বিয়ে হয়ে গেলে নিজের মেয়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ থাকে না, তাতে আবার খুড়তুতো ভায়ের মেয়ে। বলি সেই নবাব পুত্তুর কি জমি বিক্রী করবে আর সংসার চালাবে নাকি ?

আদর। জমি জমার ব্যাপার আমি কি করে বলবো বলুন।

ধনঞ্জয়। তা যখন বলতে পারবি না, তখন সেই লাটসাহেবকে আসতে বলগে।

আদর। সে যে উঠ্‌তে পারচে না, মুখ থাকতে কি আর নাক দিয়ে ভাত খায়।

ধনঞ্জয়। লম্বা, লম্বা কথা তো খুব শিখেছিস দেখছি, হ্যাঁ ওই রকম ভাবে টাকা ধার দেওয়া আমার কর্ম নয়, টাকা আমি দিতে পারবো না।

আদর। আজকের মত দিন, আজ আর ফেরাবেন না জ্যাঠামণি।

ধনঞ্জয়। আমি কি দানছত্র খুলেছি নাকি যে আজ ফেরানো চলবে না? যত সব জুটেও আমার কপালে।

আদর। খুব ঠেকায় পড়েই এই দিন দুপুরে কাছারী ঘরে টাকা ধার করতে এসেছি, আজকের মত দিন এই ভর দুপুরে কার কাছে যাবো?

ধনঞ্জয়। কেন ওই পাড়ার ওই ব্রজেনের কাছে যা, গাঁয়ের লোকের অভাব সে তো আর রাখবে না বলছে।

আদর। সে তো পরের কথা। এখনই টাকার দরকার যে জ্যাঠামণি।

ধনঞ্জয়। দরকার তা আমি কি জানি? খালি টাকা, টাকা আর টাকা। আমাকে একটু সুস্থ হয়ে কাজকর্ম করতে দিবি না? এখন বিদেয় হ দিকি।

আদর। আমাকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন?

ধনঞ্জয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বললাম্। তোমাদের মত অপদার্থ মেয়েদের এই রকম করে তাড়িয়ে না দিলে তো শিক্ষা হবে না।

আদর। [চোখের জল মুছিতে মুছিতে] শেষ কালে—তাড়িয়ে দিলেন? ঠিক আছে বেরিয়েই যাচ্ছি। জীবনে আর কোন দিন কোন সাহায্য চেয়ে আপনাকে বিরক্ত করবো না। পেটে না খেতে পেলে বাড়ী শুদ্ধ লোক উপোস করে মরবো তবু তবু আপনার দরজায় কোন দিন ধর্না দেব না। শেষ কালে দূর দূর করে কুকুর বেড়ালের মত তাড়িয়ে দিলেন!

[ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদে এবং বাহির হইয়া যায়]

ধনঞ্জয়। দেখলে চকোত্তী? ট্যাক দেখলে?

কেনারাম। কাজটা ভালো করলেন না বাবু। খুব অভাবে পড়েই ও আপনার কাছে এসেছিল।

ধনঞ্জয়। আমার অভাবের সময় কে দেয়? তুমি জানো না চকোত্তী ওদের স্বভাবই ওই রকম। অপদার্থটা ব'সে ব'সে খাচ্ছে আর মেয়েটাকে দিয়ে ধার করাচ্ছে।

কেনারাম। ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে বাবু, এক একদিন ওদের হাঁড়ি চড়ে না তা জানেন?

ধনঞ্জয়। একদিন উপোস করুক, তা না হ'লে শিক্ষা হবে না।

কেনারাম। আপনার ভাইঝি, আপনি যা খুসী তা বলতে পারেন, তাতে আমার বলার কি আছে? তবে কাজটা ভালো করলেন না বাবু।

ধনঞ্জয়। ভালোই হোক আর মন্দই হোক, যা করেছি তাতো আর ফিরবে না। যত ঘাটের মরা কি এইখানেই এসে জোটে। হ্যাঁ খাতা পত্র এখন গুটিয়ে রাখো আজ সব অযাত্রা যত সব···[বাহির হইয়া যায়]

কেনারাম। ছিঃ এতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক হ'লো না, হাজার হোক ভাইঝি। আবার রাগের চোটে ঘরে টিকতে পারলেন না। দেখি যদি বুঝিয়ে কোন রকমে কিছু করতে পারি।

[বাহির হইয়া যায়]

পর্দা

"শেষ অঙ্ক"

শিল্প সমবায় সমিতির কর্মকেন্দ্র।

সময় রাত্রি আটটা—মঞ্চ অন্ধকার—পরিষ্কার ভাবে কিছুই দেখা যায় না। পর্দা অপসারণের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় ব্রজেন ও আদর মুখোমুখী দাঁড়াইয়া—আদরের পেটের আঁচল কিছুটা উঁচু যেন কোন ভারি জিনিষ আছে মনে হয় বাঁ হাতের বগলের নীচে সাড়ীর অন্তরালেও ওই রকম উঁচু বোধ হয়, একটা শান্ত পরিবেশ। দূর হইতে করুণ রাগিণী ভাসিয়া আসে।

আদর। আজ তা হ'লে আসি ব্রজেন দা।

ব্রজেন। তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, আর থাকতে বলবো না।

আদর। কাল তা হ'লে কখন আসবো ?

ব্রজেন। কালও ঠিক এই রকম সময় এসো।

আদর। কাল এই রকম সময় এখানে কেউ থাকবে না তো ?

ব্রজেন। না, না, কেউ থাকবে না। তোমার কোন ভয় নাই।

আদর। কেউ না থাকলেই তো বাঁচি। লোকজন থাকলে আসতে লজ্জা করে। দু'দিন পর অবশ্য সইয়ে যাবে। আচ্ছা চলি।

[এমন সময় ধনঞ্জয় চৌধুরী প্রবেশ করে]

ধনঞ্জয়। [প্রবেশ করিয়াই] দাঁড়া। পোড়ার মুখী কুলাঙ্গার মেয়ে, শেষ কালে বংশের মান সম্ভ্রম সব বিসর্জন দিয়ে রাতের বেলায় এইখানে এসেছিস্ ? চৌধুরী বংশের কুলে কালি না দিয়ে তোর মনের সুখ হচ্ছে না বুঝি ? ছিঃ ছিঃ এ তুই কি করলি হতভাগী।

তুই নিজের সর্বনাশ তো করলিই, শেষকালে আমাকেও গাঁয়ে বাস করতে দিবি না ভেবেছিস? কিন্তু সেটি হ'তে দিচ্ছি না, আমি এখনই এর বিধান করবো।

[আদর ফোঁপাইয়া ফোপাইয়া কাঁদে, কথা বলিতে পারে না]

ধনঞ্জয়। ন্যাকামী ক'রে আবার কাঁদা হচ্ছে। কেঁদে আজ আর কোন ফল হবে না। ওই সব ন্যাকামী করে আর আমার মন ভোলাতে পারবি না। এখনই তোদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবো। বল্ হতভাগী এই ঘরে আর কে কে আছে? [কোন উত্তর না পাইয়া] কোন উত্তর নাই। ঠিক আছে, আলোটা জ্বালি আগে। [পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া বাতি জ্বালায় ইতিমধ্যে মঞ্চ আলোকিত হইয়া ওঠে—ঘরের মধ্যে ব্রজেন ও মাধবীকে দেখিয়া] আমি ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম। ওই লম্পট আর তুই।

আদর। জ্যাঠামণি।

ধনঞ্জয়। আর জ্যাঠামণি ব'লে সম্বোধন করিসনে হতভাগী। তোর জ্যাঠামণি আমি, এ কথা যখন মনে হয়, তখন মনে হয় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করি। আজ থেকে তোর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। [আদরের চুলের মুঠি ধরিয়া] বল্ হতভাগী কতদিন থেকে এই কর্ম করতে শিখেছিস?

আদর। [চীৎকার করিয়া] ছাড়ুন, ছাড়ুন, সব খুলে বলছি।

[ধনঞ্জয় চৌধুরী আদরের কথা না শুনিয়া চুলের মুঠি ধরিয়া টান দেয় এবং ঘুরপাক খাওয়াইবার চেষ্টা করে এমন সময় পেট আঁচল আল্‌গা হইয়া আঁচলে লুকানো কিছু চাউল, আলু ও বগলে লুকানো সূতার ফেটি নীচে পড়িয়া যায়, ধনঞ্জয় বিস্মিত হইয়া নীচের দিকে

তাকাইয়া চাউল, আলু ও সূতা দেখিয়া হতভম্বের মত মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।]

আদর। কি ? কি দেখছেন অমন করে ? সোনা দানা নয়, হীরে জহরৎ নয়, শুধু দুটি চাল, আলু আর কয়েক ফেটি সূতো। হ্যাঁ, কতদিন থেকে এখানে আসছি জিজ্ঞাসা করলেন না ? আজই প্রথম এলুম, কেন এসেছি তা জানেন ? জানেন না। জানলে ও কথা জিজ্ঞেস করতেন না। শুনুন তা-হলে আজ সারাদিন ছেলে দুটোর মুখে এক মুঠো ভাত দিতে পারিনি। অসুস্থ স্বামীর মুখে এক বাটি সাগু দেওয়ার সংস্থান করা আজ কোন রকমেই সম্ভব হলো না। আপনাকে আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে আপনার মাথা নীচু করবো না, আপনাদের মত বড়লোকের দরজায় ধর্ণা দিয়েও কোন ফল হ'লো না। বুঝলুম—দুঃখে পাষাণ গলে কিন্তু স্বার্থপর লোকের হৃদয় গলে না, কোন উপায়ন্তর না দেখে শেষে আপনার উপদেশ সম্বল করে এই সমিতিতে আজই প্রথম এলুম, শিল্প সমিতির কাজ আর পেটের খোরাক নিয়ে যাচ্ছিলাম, আপনি ঠিকই ব'লেছিলেন—সমবায়ই মেয়েদের খাওয়া পরার সংস্থান করে দেয়। বলুন, কি বলতে চান ?

[ধনঞ্জয় চুপ করিয়া থাকে]

ব্রজেন। আপনি ভুল শোনেন নি, রাতের বেলায় ভদ্র ঘরের মেয়েরা সত্যিই এখানে আসেন, কারা—আসেন শুনবেন ? প্রকাশ্য দিবালোকে আসতে যাদের সঙ্কোচ হয়, যারা আপনাদের দরজায় ধর্ণা দিয়ে অপমান গ্লানি আর হতাশা নিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয় তারাই এই সমিতিতে কর্ম সংস্থানের জন্য ছুটে আসে, সম্পর্কে আপনি গুরুজন, প্রণম্য কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে

যে আমাদের নামে চরিত্র হীনতার অপবাদ দেবার মত দুঃসাহস আপনার কেমন করে হ'লো, এই সমিতি খোলার সময় থেকে আমাদের বিরুদ্ধে যে ভাবে আক্রমণ চালাচ্ছেন, তা অতি বড় শত্রু ও পারে না, কিন্তু আপনাদের সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে এই সমিতি শুধু এই সমিতি কেন, সমাজ শিক্ষাকেন্দ্র, যুব সমিতি সব কিছু সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, কেন জানেন ? সত্য ও ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে, যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস নিয়ে রাতের বেলায় এই সমিতিতে হানা দিলেন, বুকে হাত দিয়ে বলুন, তার কি দেখলেন ? এ কথার জবাব আপনাকে আজ দিতেই হবে ।

বিপিন । [বাহির হইতে] এত রাত্রে আবার কার কাছে জবাব চাইছো ব্রজেন [ভিতরে প্রবেশ করিয়া মেঝেতে ছড়ানো চাউল ও সূতা দেখিয়া] ওঃ জমিদারবাবু, তাইতো ভাবছি, এত রাত্রে জবাব দেবার মত লোক এ গ্রামে কে আছে, কি ? অবাক হয়েছেন না বেকুব বনেছেন, কোনটা ? লজ্জার কোন কারণ নাই জমিদারবাবু, আমিও একদিন আপনার মত অবাক হয়েছিলাম, কবে জানেন ? আমার ছেলে যেদিন মৃত্যু শয্যায়, সামান্য একটু রক্ত দেবার ভয়ে আপনি, কেনারাম, সতীশ আমার সব অকৃত্রিম বন্ধু যখন গ্রামে থেকেও বললেন গ্রামে নাই আর এই সমিতির সভ্যসভ্যারা অযাচিত ভাবে গিয়ে রক্ত দিয়ে সেবা শুশ্রুষা করে আমার খোকাকে বাঁচিয়ে তুললে, সেইদিন, সেইদিন আমিও আপনার মত বোকা ব'নেছিলাম, পুরণো বন্ধু আপনি, আমি আপনার ভালো ছাড়া মন্দ করবো না, আজ মান, অভিমান সব কিছু বিসর্জন দিয়ে, এই গ্রামের একজন নাগরিক হিসাবে

সমবায় সমিতির একজন অংশীদার হ'য়ে এদের কোলে টেনে নিন্, মানুষ সবাই মানুষ-এর চেয়ে বড় পরিচয় আর নাই জমিদারবাবু। আগের মনোভাব আঁকড়ে ধ'রে থাকলে আপনাকে প্রতিপদে ঠকতে হবে, বর্তমানে দেশে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র গঠন করতে হ'লে এই সব প্রতিষ্ঠান আর এই সব যুব কর্মীরই আজ প্রয়োজন জমিদারবাবু, এরাই বিপদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে দেশ মাতৃকার সত্যিকারের পূজারী এরা, এই সব ছেলেদের উৎসাহ দিয়ে এদের কাজে সাহায্য করুন, সত্যিকরে বলুন, ভুল ধারণা আপনার ভেঙ্গেছে ?

[বাহির হইতে বাঁশীর করুণ সুর ভাসিয়া আসে—ধনঞ্জয় চোখের জল রোধ করিতে পারে না]

বিপিন। অনুতাপের অশ্রুজলে মনের সব গ্লানি মুছে যাবে জমিদার বাবু, আমাদের মত স্বার্থপর লোকের ভুল এই রকম করেই তো ভাঙ্গে।

ব্রজেন। একটা কথা খুলে বলুন। ভুল ধারণা আপনার ভেঙ্গেছে ?

ধনঞ্জয়। ও কথা ব'লে আর লজ্জা দিওনা ব্রজেন। আজ যে এ ভাবে নিজের ভুল নিজেই ধরবো তা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই। ক্ষমা করো বল্‌লে তোমাদের ছোট করা হবে, কাকাবাবু ব'লে তোমরা আবার আমাকে শ্রদ্ধা করবে তো ?

ব্রজেন। আপনাকে অশ্রদ্ধা আমরা কোন দিন করিনি আর কোন দিন করবো ও না।

ধনঞ্জয়। তোমাদের শিল্প সমবায় সমিতিতে ঢোকবার জন্য এখন ও দরজা খোলা আছে ?

ব্রজেন। রাত্ আটটায় এসেও তো খোলা পেয়েছেন। এ সমিতির দরজা সব সময় সবার জন্য খোলা।

ধনঞ্জয়। [ব্রজেনকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া] ভুল করে যখন ঢুকেই পড়েছি এখানে, ওরে, আমি আর বাইরে যাবো না, আর বাইরে যেতে বলিসনে।

বিপিন। মা আদর, তোমার জ্যাঠামণিকে প্রণাম কর।

[আদর ধনঞ্জয় চৌধুরীকে প্রণাম করে]

ধীরে ধীরে পর্দা নামিয়া আসে।

যবনিকা